অজানা ইস্রায়েল

ইস্রায়েলের ঘুরে দাঁড়ানোর ইতিহাস



সুদীপনারায়ণ ঘোষ

অজানা ইস্রায়েল

ইস্রায়েলের ঘুরে দাঁড়ানোর ইতিহাস

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩
মোবাইল : ৯৩৩৯৪৯৯৫৯৫

প্রকাশক : অরুণ ঘোষ

প্রথম প্রকাশ :
১লা বৈশাখ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

টাইপ সেটিং :
বিশ্বাস প্রিন্টার্স
৪৫/১, শরৎ পল্লী, বেলঘড়িয়া
কোলকাতা-৭০০০৫৬

মুদ্রণ :
ফাইভ স্টার প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২১এ, গড়পার রোড
কলকাতা-৭০০০০৯

মূল্য : ৬০ টাকা মাত্র

প্রাক্‌কথন

ইস্রায়েল—ম্যাপের দিকে তাকালে একটি ক্ষুদ্র দেশ। ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী, এশিয়ার পশ্চিম প্রান্তে। মানচিত্রে দেশটির চেহারাটা একটু অদ্ভুত—অনেকটা তীরের মত, অত্যন্ত সরু, একটা পাশ আবার খুব্‌লে খাওয়া। সেটার নাম 'পশ্চিম তীর', আইনত সে-অঞ্চলের মালিকানা যারাই হোক্‌, আপাতত সেটি ইস্রায়েলের হাতেই আছে। এহেন একটি ক্ষুদ্র দেশ—এমন দেশ পৃথিবীতে অনেক আছে— তাই নিয়ে আমাদের, অর্থাৎ ভারতবাসীর ভাবনা চিন্তা করার কী দরকার?

কিন্তু দরকার আছে। এই দেশটির ভূগোল যেমন বিভিন্ন ইতিহাস তার চেয়ে অনেক বেশি। আজ থেকে দু'হাজার বছর আগে এখানে ইহুদী জাতির মানুষ বাস করত। তারা ধর্মেও ইহুদী ছিল। এদের ধর্মশাস্ত্রকে অবলম্বন করে আরো দুটি ধর্মের উদ্ভব হয়—প্রথমে খ্রিস্টানধর্ম, তারপর ইসলাম। তারপর এই দুটি নতুন ধর্মের মানুষের সংখ্যা বহুগুণে ইহুদীদের ছাপিয়ে যায়। অল্প কিছুকালের মধ্যেই এই ইহুদীরা সেদেশ থেকে বিতাড়িত হয় এবং সারা পৃথিবীতে, বিশেষ করে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের জমিজায়গা নিয়ে নেয় স্থানীয় আরবরা, যারা বেশিরভাগ ধর্মে মুসলিম, সামান্য কিছু খ্রিস্টান।

যে সব ইহুদীরা ইউরোপে বসতি করে তাদের মধ্যে দুটো আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে। প্রথমত, এদের মধ্যে একটা অদ্ভুত প্রতিভার স্ফুরণ দেখা যায়, এবং এমন একটা বিশাল সংখ্যায় মনীষী জন্মান, যেটা এদের লোকসংখ্যার সঙ্গে আদৌ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। দ্বিতীয়ত, এদের উপর অসম্ভব এবং পৈশাচিক অত্যাচার করা হয়। বিশেষত জার্মানীতে এবং পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে। এরও কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। এই অত্যাচারের বলি হয়ে এই ইউরোপীয় ইহুদীরা আবার ইউরোপ ছাড়তে শুরু করে। অনেকটা আমেরিকায় চলে যায়, এবং সেখানে তারা যেমনি ধন উপার্জন করে তেমনি সমাজে প্রতিষ্ঠা পায়— সেখানে তাদের উপর তেমন কোন অত্যাচারও হয় নি। কিন্তু তাঁদের মধ্যে অনেকেই বহুদিন আগে ফেলে আসা পিতৃভূমিতে ফিরতে চাইছিলেন। শেষপর্যন্ত বহু ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে সেটা সম্ভব হয়। সেই পিতৃভূমিরই নাম ইস্রায়েল।

এই ইস্রায়েল রাষ্ট্র গঠনের সঙ্গে সঙ্গে আরবরা এর বিরুদ্ধাচরণ শুরু করে, এবং একে নিশ্চিহ্ন করে দেবে এমন প্রকাশ্য ঘোষণা করে। কিন্তু এই মানুষগুলো, যারা এখানে বসতি স্থাপন করেছিল, তাদের প্রবল দেশপ্রেম এবং প্রচণ্ড বুদ্ধির কাছে আরবরা পরাভূত হয়। বস্তুত মুখে চুণকালি মাখতে হয়। এই কাহিনী যেমন বিচিত্র তেমনি চিত্তাকর্ষক।

ইস্রায়েল চিরকালই ভারতের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে রেখেছিল। কেবল আমরাই, এক আত্মঘাতী রাজনীতির বশবর্তী হয়ে এদের স্বীকার পর্যন্ত করি নি। সুখের বিষয়, বিংশ শতাব্দীর শেষের দিক নাগাদ এই সর্বনাশ রাজনীতির থেকে আমরা সরে আসতে পেরেছি। এবং আজকে ইস্রায়েল ভারতের এক পরম উপকারী বন্ধু।

কিন্তু তা সত্ত্বেও, আমরা এই দেশটি সম্বন্ধে খুবই কম জানি। শুধু তাই নয়, যে সর্বনাশ ও আত্মঘাতী রাজনীতির বশবর্তী হয়ে আমরা ইস্রায়লকে স্বীকার করতাম না তার বেসাতীকারীরা আজও আছে, এবং ভারতীয় জনমানসে এর বিরুদ্ধে ধারণা তৈরির চেষ্টা করে যাচ্ছে।

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ এই দেশ সম্বন্ধে সবিস্তারে লিখে মানুষের ধন্যবাদার্হ হয়েছে। এই বই বহু ভুল ধারণা দূর করবে, এমন আমার স্থির বিশ্বাস।

রাজভবন, ত্রিপুরা

২১. ৫. ২০১৭

ইতি — তথাগত রায়

tathagata2@gmail.com,

ভূমিকা

জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইহুদীরা যে অনন্যতার স্বাক্ষর রেখেছে তার মূলে আছে তাদের দীর্ঘ বঞ্চনা ও তজ্জনিত সংহতি ও বিদ্যাবত্তা। প্রায় আড়াই হাজার বছর ব্যাপী তারা নিজ বাসভূমি থেকে উৎখাত ও বহুবিধ নির্যাতনের শিকার। এই পর্বকে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। মোজেসের সময় থেকে ১৯৪৮-এ ইস্রায়েল রাষ্ট্র গঠন এবং তৎপরবর্তীকাল থেকে ২০১৭ পর্যন্ত। এই দীর্ঘ ইতিহাস স্বল্প পরিসরে বর্ণনা করা প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। আমরা যেহেতু দ্বিতীয় পর্যায়ের উপর গুরুত্ব দেব তাই প্রথম পর্বের মুখ্য ঘটনা সমূহের শিখরগুলিকে দ্রুত লয়ে ছুঁয়ে যাব। কিছুটা তথ্য ভারাক্রান্ত হলেও ধৈর্য্য সহকারে অনুধাবন করলে একটা বিষয় স্বচ্ছ হবে যে বর্তমান ইস্রায়েল রাষ্ট্রের ভূখণ্ড ইহুদী জাতিসত্তার আদি বাসভূমি। নিরলস ও নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তারা তাদের কাঙ্খিত প্রতিশ্রুত স্বভূমি অর্জন করেছে এবং প্রায় জন্মলগ্ন থেকে অদ্যাবধি শত্রু দ্বারা বারংবার হিংস্র আক্রমনের শিকার হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে আমরা দেখব কেমন করে তারা শুধু নিপুণভাবে শত্রুর মোকাবিলা করেনি, সমস্ত প্রতিকূলতাকে হেলায় তুচ্ছ করে জীবনকে সর্বতোভাবে সার্থক করে তুলছে। এই পুস্তক প্রকাশে প্রকাশক বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্রের শ্রী অরুণ ঘোষ মহাশয়ের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

২৮.৫.২০১৭

উৎসর্গ

আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক
ডঃ অশোক কুমার বিশ্বাস,
প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক
সাহাপুর মথুরানাথ বিদ্যাপীঠ

এই লেখকের অন্যান্য বই

Puzzles of History
History of a Few Genosides
Rabindranath Tagore in the West

প্রথম অধ্যায়

প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস

ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত ইস্রায়েল। এটা উত্তর থেকে দক্ষিণে ৪০০ কিমি লম্বা এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে সর্বাধিক ১২১ কিমি চওড়া এবং মোট আয়তন ২০৭০০ বর্গ কিমি (ভারতের আয়তন ৩২,৬৬,৪১৪ বর্গ কিমি)। এর জনসংখ্যা ৭৬.৯৫ লাখ (ভারতে ১২,৮,২৪ লক্ষ)।

ইস্রায়েলের ইতিহাস দুইভাগে বিভক্ত—ইস্রায়েল ভূখণ্ডে ইহুদীদের ইতিহাস এবং আধুনিক ইশ্রায়েল রাষ্ট্রের জন্ম থেকে আজ অবধি ইতিহাস। প্রাচীন ইস্রায়েল এবং জুডাহ রাজ্যের জমিতে বর্তমান ইস্রায়েল, ওয়েস্টব্যাঙ্ক অবস্থিত। হিব্রু ভাষা ও আব্রাহামিক ধর্ম সমূহের জন্মভূমি এবং জুডাইজম (ইহুদীধর্ম), খ্রীষ্টধর্ম, ইসলাম, সামারিটান, ড্রুজ এবং বাহাই ধর্ম মতের পবিত্রভূমি এখানে আছে।

যদিও ইস্রায়েলী ভূখণ্ড বিভিন্ন সাম্রাজ্যের অধীনে থেকেছে এবং এখানে বহু জাতিসত্ত্বার বাস ছিল তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত এই এলাকা প্রধানতঃ ইহুদী অধ্যুষিত ছিল। তৃতীয় শতকের পর ঐ এলাকায় খ্রীষ্টান ধর্মের প্রভাব বাড়তে থাকে এবং তারপর প্রধানত মুসলিম হতে থাকে ৭ম শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত। কেমন করে তা পরে দেখব। ১০৯৬ থেকে ১২৯১ পর্যন্ত মুসলিম ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে সংঘর্ষের কেন্দ্রবিন্দু ছিল এই অঞ্চল। এই সংঘর্ষের নাম ক্রুসেড। ক্রুসেডের অবসানের পর এটা ছিল প্রথম মামলুক সুলতানেটের সিরিয় প্রদেশের অন্তর্গত এবং তারপর তা অটোমান সাম্রাজ্যে ছিল ও ১৯১৭ সাল থেকে ব্রিটিশরা একে দখল করে। উনবিংশ শতকের শেষের দিকে ইহুদী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সংগঠিত হয় যাকে জায়নিজম (Zionism) বলা হয়। ব্রিটিশ-কর্তৃক [১]লেভান্ট-এ অটোমান এলাকা দখল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বালফোর ঘোষণা এবং প্যালেস্টিনীয় সনদ এর কারণে আলিয়া (ইস্রায়েল ভূখণ্ডে ইহুদী অভিবাসন) বাড়তে থাকে যার ফলে আরব-ইহুদী উত্তেজনা চড়তে থাকে এবং আরব ও ইহুদী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যে বিবাদ বাধে। ১৯৪৮ সালে ইস্রায়েল স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্গে ইউরোপ ও মুসলিম দেশগুলি থেকে ইহুদীরা দলে দলে ইস্রায়েলে আসে এবং আরবরা ইস্রায়েল

১। (সাইপ্রাস, মিশর, ইরাক, ইস্রায়েল, জর্ডন, লেবানন ফিলিস্তিন, সিরিয়া, তুরস্ক-এর ঘটনা জাতি, রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের অংশ)

থেকে চলে যায় যার পরিণতিতে ব্যাপক আরব ইস্রায়েলী সংঘর্ষ হয়। সারা পৃথিবীর ৪৩ শতাংশ ইহুদী এখন ইস্রায়েলে বাস করে এবং এটাই সর্ব বৃহৎ ইহুদী রাষ্ট্র।

১৯৭০ সাল থেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ইস্রায়েলের প্রধান মিত্র শক্তি। ১৯৭৯ সালে ক্যাম্প ডেভিড সমঝোতা অনুযায়ী মিশর-ইস্রায়েলের মধ্যে শান্তি চুক্তি স্থাপিত হয়। ১৯৯৩ সালে প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেসনের সঙ্গে ইস্রায়েল অসলো চুক্তি করে যার ফলে প্যালেস্টাইন জাতীয় কর্তৃপক্ষ তৈরী হয় এবং ১৯৯৪ সালে জর্ডনের সঙ্গে শান্তি চুক্তি সই করে। শান্তি চুক্তি সম্পূর্ণ করার প্রয়াস সত্ত্বেও ইস্রায়েলী ও আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনীতির অঙ্গনে সংঘর্ষ অবিরাম চলছে। ১৯৭০ পর্যন্ত ইস্রায়েলের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল সমাজতান্ত্রিক এবং গণতন্ত্রী সমাজবাদী দলের আধিপত্য ছিল। তারপর থেকে ইস্রায়েলে অর্থনীতি ক্রমশ পুঁজিবাদ ও মুক্ত বাজার অর্থনীতির দিকে ঝোঁকে, কিছুটা পরিমাণে সামাজিক কল্যাণ ব্যবস্থা বজায় রেখেছে।

এই হল বর্তমান ইস্রায়েল রাষ্ট্রের অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এর পরে আমরা আবার ফিরব বিস্তারিত আলোচনায় তৎপূর্বে আমরা অনুসন্ধান করব ইস্রায়েল রাষ্ট্র গঠনের ঐতিহাসিক পটভূমিকা, তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা।

আদিম পর্ব

২৬ লক্ষ থেকে ৯ লক্ষ বছর আগে অন্ততঃ চার দফা পৃথক সংস্কৃতির মনুষ্য সম্প্রদায় আফ্রিকা থেকে লেভান্ট অঞ্চলে অভিগমন করেছে বলে জানা যায়। চকমকি পাথরের শিল্পকর্ম বর্তমান ইস্রায়েল রাষ্ট্রের এলাকায় খুঁজে পাওয়া গেছে, তার মধ্যে ইয়েরন এলাকা পড়ে, যেখানে অদ্যাবধি আবিষ্কৃত সবচেয়ে প্রাচীন প্রস্তর নির্মিত অস্ত্র পাওয়া গেছে। অন্যান্য গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে ১৪ লক্ষ বছর পুরনো আসিউলিয়ান শিল্প, বিজত রুহামা গোষ্ঠী এবং গেসার নট ইয়াকভ গোষ্ঠী।

নিয়েনডারথল ও আদিম মানবের অবশিষ্ট পাওয়া গেছে এল তাবুন এবং এম স্কুল-এর কারমেল পর্বত মালায়। তার মধ্যে আছে তাবুন ১ নামে এক নিয়েনডারথাল গোষ্ঠীভুক্ত নারীর কঙ্কাল এবং সেটা অদ্যাবধি লব্ধ মানব ফসিলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এল তাবুন এলাকার খনন কার্য থেকে সবচেয়ে দীর্ঘ, স্ত্রীলোক সম্বন্ধীয়, নথি ঐ অঞ্চলে পাওয়া যায়—যাতে ছয় লক্ষ বা ততোধিক বৎসর পুরাতন মনুষ্য কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হয়। এবং পুরাতন প্রস্তর যুগ থেকে আজ অবধি প্রায় ১০ লক্ষ বৎসরব্যাপী মানব বিবর্তনের কাহিনী এর মধ্যে বিবৃত আছে।

❐ প্রাচীনকাল—প্রাচীন ইস্রায়েল ও জুডার ইতিহাস

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে, ১৫৫০ থেকে ১১৮০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে মিশর রাজ্য ক্যানান গোষ্ঠী শাসন করত। তারই একটা অংশ ইস্রায়েল নামে পরিচিত হয়।

❐ হিব্রু, ইস্রায়েল ও বাইবেল

মিশরীয় ফারাও মার্নেপ্টা (দ্বিতীয় র‍্যামসেজ-এর পুত্র)র জন্য প্রোথিত প্রস্তর মার্নেপ্টা স্তেলে ইস্রায়েল নামের আদি সাক্ষর পাওয়া যায় এটা প্রায় ১২০৯ খ্রীঃ পূর্বাব্দে। ক্যানানের ও সামুদ্রিক জাতিসমুহের স্থানীয় লোকরাই ইস্রায়েলীদের পূর্বপুরুষ। প্রথম প্রস্তর যুগের কোনও এক সময়ে কিছু মানুষ নিজেদের ইস্রায়েলী বলে পরিচয় দিতে শুরু করে কারণ তাঁরা ক্যানানীয়দের থেকে পৃথক সত্ত্বা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁরা তাদের পার্থক্য বোঝাতে আন্তর্বিবাহে নিষেধাজ্ঞা এবং পরিবার ও বংশধারার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ১০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে ধ্রুপদী হিব্রুর লিখিত সাক্ষ্য পাওয়া যায়। এখান থেকে প্রাচীন হিব্রু বর্ণমালার আদিম অদ্যাবধি লব্ধ সাক্ষ্য মেলে।

❐ ইস্রায়েল ও জুডাহ অঞ্চলে ইহুদী ও অন্য উপজাতিদের মধ্যে লাগাতার সংঘর্ষের কথা হিব্রু বাইবেলে বর্ণিত আছে। রাজা [1]ডেভিড এক রাজ্য স্থাপন করেন এবং এক রাজবংশ প্রবর্তন করেন। তার পুত্র এক মন্দির নির্মাণ করেন। তেসডান স্তেল ও মেশা স্তেলে 'হাউস অব ডেভিড' বা ডেভিডের বাড়ী পাওয়া গেছে, যেখানে জুডিও বা ইহুদী দ্বারা মোয়াব আক্রমনের কথা পাওয়া যায়।

৯৩০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে সলোমনের[2] মৃত্যুর পর এই রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়—**দক্ষিণে জুডাহ রাজ্য ও উত্তরে ইস্রায়েল রাজ্য**। ইস্রায়েলের আহার এবং আরাম দামাস্কাসের দ্বিতীয় বেন হাদাদ এক আঁতাত করে অ্যাসিরীয়দের আক্রমণ ঠেকাতে চেষ্টা করে এবং কার্কার যুদ্ধে জয় লাভ করে, (৮৫৪ খ্রীঃপূর্বাব্দ)। কিন্তু অ্যাসিরীয় রাজা তৃতীয় টিগলাথ পাইলেজার আনুমানিক ৭৫০ খ্রিঃ পূর্বাব্দে ইস্রায়েল ধ্বংস করে। অ্যাসিরীয় রাজা দ্বিতীয় সার্গন ৭২৩ খ্রিঃপূর্বাব্দে ইস্রায়েল বিদ্রোহ দমন করেন। তার পুত্র সেনাচেরিব জুডাহ জয় করতে ব্যর্থ হন। কিন্তু ৪৬টা প্রাচীর বেষ্টিত নগর মাটিতে মিশিয়ে দেন এবং জেরুজালেম অবরোধ করেন এবং অবশেষে

১। খ্রীঃ পূঃ ১০ম শতকের ইস্রায়েলের ২য় ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা। হিব্রু ভাষায় এর মানে প্রিয় নিউটেস্টামেন্টে বলা হয়েছে যীশু তাঁর বংশধর। টেস্টামেন্টে তাঁর সম্পর্কে অনেক গল্প আছে।

২। ওল্ড টেস্টামেন্ট অনুযায়ী ডেভিড ও বাথসেবার পুত্র সলোমন ইস্রায়েলের রাজা, এর অর্থ শান্তি। জ্ঞান ও ঐশ্বর্যের জন্য তিনি বিখ্যাত। তিনি বুক অব প্রোভার্বস ও সঙও অব সলোমন লেখেন।

অনেক উপঢৌকন নিয়ে অবরোধ তোলেন। ৭১৫—৬৮৬ খ্রীঃপূঃ এই সময়কালে রাজা হেজেকিয়ার শাসন পর্বে ইস্রায়েল ধ্বংসের পর ইহুদী উদ্বাস্তুরা জুডাহ-এ চলে আসেন। তারা জেরুজালেম নগরের পরিধি বিস্তৃত করেন। তারা নতুন ধর্মীয় ধারনা আনয়ন করেন যার থেকে রাজা জোসিয়া ৬৪১-৬১৯ খ্রিঃ পূর্বাব্দে [১]ডয়টারোনমি লিখতে উদ্যোগী হয়। তখন থেকে জুডাহ-এ একেশ্বরবাদ প্রবর্তিত হয়।

❒ **"ওল্ড টেস্টামেন্ট"** — ইহুদীদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ সমূহকে একত্রে খ্রীষ্টানরা Old Testament বলে উল্লেখ করে। এবং ইহুদীরা একে acronym, TaNakh হিসাবে উল্লেখ করে (acronym মানে অন্য শব্দের আদ্যক্ষর দ্বারা গঠিত শব্দ)

এর মধ্যে তিনটি বই আছে ঃ ১) Ta বলতে তোরা বোঝায়—এতে আছে মোজেসের প্রথম "পাঁচ গ্রন্থ সমূহ" —জেনেসিস, এক্সোডাস, লেভিটিকাস, নাম্বারস এবং ডয়টারোনমি। জেনেসিস-কি করে ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করলেন তার বর্ণনা আছে।

এক্সোডার্স—মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্ত হ'য়ে ইস্রাযেলীদের পলায়ন ১৪৯১ খ্রীঃপূর্বে। মিশরে দশবার প্লেগ হয়ে ছিল এবং মোজেস তাদের নেতৃত্ব দিয়ে তাদের প্রতিশ্রুত ভূমিতে নিয়ে গিয়েছিলেন। গ্রীক ভাষায় এক্সোডাস অর্থ প্রস্থান।

লেভিটিকাস—মন্দির ও ইস্রায়েলী গৃহে পবিত্রতার আইন বা বিধিসমূহ, ডয়টারোনমি—মোজেসের বক্তৃতার সংকলন।

(২) Na বলতে বোঝায় নেভিম neviim অর্থাৎ ধর্মবেত্তাগণ। এখানে বিধৃত আছে ইস্রায়েলের পুত্র বা সন্তানদের ইস্রায়েলে আগমন থেকে ব্যাবিলনে নির্বাসনের পর তাদের পুনর্বাসন পর্যন্ত। (চারটি বই যশুয়া, জামেস, স্যামুয়েল, কিংস)

(৩) Kh বলতে পবিত্র রচনা সমূহ বোঝায় এবং এগারোটা গ্রন্থ আছে এর।

মোজেস বা মশে—বাইবেলের চরিত্র। তোরাহ অনুসারে মোজেস কথাটা এসেছে হিব্রু ক্রিয়া থেকে যার অর্থ টেনে তোলা (জল থেকে)। শিশু মোজেসকে ফারাও-এর কন্যা জল থেকে টেনে তুলেছিলেন। যাযাবর অনেক উপজাতিকে সংগঠিত করে তিনি ইহুদী জাতির স্রষ্টা হন। কোন মূর্তি বা শিলালিপি থেকে

১। ডয়টারোনমি- তোরার (ইহুদী ধর্মগ্রন্থ যাকে ইহুদী বাইবেলও বলা যায়) পঞ্চম গ্রন্থ এবং খ্রীষ্টান ওল্ড টেস্টামেন্ট-এরও অংশ।

মোজেসের অস্তিত্বের ঐতিহাসিক প্রমাণ মেলেনা। কিন্তু তাঁর অস্তিত্বকে অস্বীকারও করা যায় না। তাঁর জীবনে তিনটি পর্ব— প্রতিটা চল্লিশ বছর ধরে। প্রথম পর্ব রাজ অন্তঃপুরে তার জন্ম ও রাজপুত্র হিসাবে বেড়ে ওঠা। দ্বিতীয় পর্বে মিশরে তিনি ইহুদীদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে সিইনাই মরুতে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ লাভ এবং ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত ভুমি (বর্তমান জেরুজালেম) পর্যন্ত তাদের নিয়ে আসা।

আব্রাহাম—ইহুদীজাতির জনক

❒ **ব্যাবিলনীয়, পারসিক, টলেমিক ও সেলিডসিড শাসন**

৫৮৬ খ্রীঃ পূর্বাব্দে **ব্যাবিলনের** রাজা **দ্বিতীয় নেবুকাডনেজার** জুডাহ দখল করেন এবং সলোমনের মন্দির ধ্বংস করেন ও ইহুদীদের ব্যাবিলনে বিতাড়িত করেন। ডেভিড-এর উত্তরসূরী কেউ এই নির্বাসিতদের প্রধান হিসাবে ব্যাবিলনে থাকেন।

পারস্যের রাজা সাইরাস ৫৩৮খ্রীঃ পূর্বাব্দে ব্যাবিলন জয় করেন। এবং জুডাহ-র ইহুদীদের (অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে) ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করেন। ৫০০০০ ইহুদী জুডাহ ফেরেন এবং মন্দির পুনঃর্নির্মাণ করেন। ৪৫৬ খ্রীঃ পূর্বাব্দে ৫০০০ জনের দ্বিতীয় আর একটি গোষ্ঠী জুডাহ-এ আসেন।

৩৩৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে **আলেকজান্ডার** পারস্য জয় করেন এবং ঐ অঞ্চল দখল করেন। আলেকজান্ডার মারা গেলে তাঁর সেনাপতিরা ঐ এলাকার দখল নিয়ে লড়াই করেন। **সেলেউসিড সাম্রাজ্য** (সেলুকাসের নাম থেকে) এবং [১]**টলেমিক সাম্রাজ্যের** লড়াইয়ে সীমান্ত হয় এই জুডাহ; দ্বিতীয় খ্রীঃ পূর্বাব্দে তা সেলেউসিড সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৭৪ খ্রীঃ পূর্বে সেলেউসিড শাসক **চতুর্থ এনিফেনস অ্যান্টিওকাস** জুডাইস্‌ম (Judaism) বা ইহুদীধর্মের বদলে [২]**হেলেসীয় অ্যান্টিওকাস ধর্ম চাপিয়ে** দিতে সচেষ্ট হয়। এর ফলে ১৭৪-১৩৫ খ্রীঃ পূর্বাব্দে জুডাস ম্যাকাবিয়সের নেতৃত্বে ম্যাকবিয়ান বিদ্রোহ হয় এবং গ্রীক শাসনের অবসান হয়।

❒ **হাসমোনিয় রাজ বংশ ১৩৫-৪৭ খ্রীঃ পূর্ব ঃ** হাসমোনিয়ান রাজবংশের, **যারা আদতে ইহুদী পুরোহিত-রাজা ছিলেন** জুডাহশাসন কালে ফারিসি, সাডুউসিম এবং এসেনিজ এই তিন রকম ইহুদী সামাজিক আন্দোলন প্রবর্তিত হয়। ফারিসি নেতা সিমিরণ বেনশেতাহ তার মিলনক্ষেত্রে প্রার্থনা সভা, সিনাগগ বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং **র‍্যাবিনিয়** ইহুদীতন্ত্র শুরু হয়। হাসমোনিয়ান রাজা জন হিয়েরকানুস

১। টলেমিক—রাজা টলেমির নামানুসারে

২। হেলেসীয়—গ্রীক

[১]**এডম কে** পরাভূত করেন এবং বলপূর্বক তাদের লোককে ইহুদীতন্ত্রে ধর্মান্তরিত করেন।

রোমীয় শাসন (৬৪খ্রীঃ পূর্ব-৩৯০ খ্রীঃপূর্বাব্দ) ঃ ৬৪ খ্রীঃ পূর্বে রোমীয় সেনাপতি পম্পেই সিরিয়া জয় করেন এবং জেরুজালেমে হাসমোনিয়ান গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেন। ৪৭ খ্রীঃ পূর্বে রাজা হিয়ের কানুস প্রেরিত ৩০০০ ইহুদী সেনা **সিজার ও ক্লিওপেট্রাকে রক্ষা করেন**, এই যুদ্ধ পরিচালনা করেন অ্যান্টি পেটার— তার উত্তরসূরীকে সিজার জুডিয়ার বা জুডাহ-র রাজা করেন।

❒ হেরডিয়াস রাজবংশ ও রোমক প্রদেশ ঃ

অ্যান্টিপেটারের বংশধর ইহুদী রোমান রাজারা, হেরোডিয়ান বংশ, ৩৭ খ্রীঃ পূর্ব থেকে ৬-খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জুডাহ শাসন করেন। ৬ খ্রীষ্টাব্দে জুডিয়া রোমান প্রদেশ হয়। জুডাহ-র সমাজে গ্রেকো-রোমান ও ইহুদী জনগণের মধ্যে নিরন্তর অশান্তি লেগেই থাকে। যীশু জন্মেছিলেন রাজা হেরডের শাসনকালের শেষ পর্বে, সম্ভবত জুডাহ-র বেথলেহেম শহরে।

❒ **ইহুদী-রোমান যুদ্ধ ঃ ৬৬ খ্রীষ্টাব্দে জুডাহ-র ইহুদীরা রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তাদের নতুন রাষ্ট্রের নাম দেয় ইস্রায়েল।** ৬৯-৭০ খ্রীষ্টাব্দে জেরুজালেমে অবরোধে **দশ লক্ষ লোক মারা যায়।** ঐ মন্দির এবং জেরুজালেম প্রায় ধ্বংস হয়। ইহুদী বিদ্রোহের সময়ে খ্রীষ্টানরা, যারা ছিল ইহুদীদের উপ-গোষ্ঠী, তারা জুডিয়া থেকে সরে যায়। [২]ইচেয়োনান বেন জাকাই, যিনি স্যাডুইসি পৌরোহিত্যের বিরোধীতা করেছিলেন তার নেতৃত্বে র‍্যাবিনিকাল বা ফারিসি আন্দোলন করে রোমের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করে এবং রক্ষা পায়। এই জয়-তোরণ আজও রোমে দেখা যায়। ১১৫-১১৭ সালে ইহুদীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ ও বিক্ষোভ থেকে ইহুদী উত্থান হয় রোমক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে। লিবিয়া, মিশর, সাইপ্রাস ও মেসোপটেমিয়ার ইহুদীরা রোমের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। উভয় পক্ষে প্রচুর হতাহত হয়েছিলেন। সাইপ্রাস এমন জনশূন্য হয়ে পড়ে যে বাইরে থেকে লোক আনতে হয় কিন্তু ইহুদীদের সেখানে বসবাস নিষিদ্ধ করা হয়।

১৩১ সালে সম্রাট **হাদ্রিয়ান** জেরুজালেমের নামকরণ করেন এইলিয়া

১। এডম—একটা দেশের নাম এবং একটি জাতির নাম। এটা অবস্থিত ছিল ট্রান্সজর্ডানে, উত্তরে আম্মম, পশ্চিমে মৃত সাগর ও আরব এবং দক্ষিণ ও পূর্বে আরব মরুভূমি।

২। ১১৭-১৩৮ রোম সম্রাট

ক্যাপিটোলিনা এবং আগের ইহুদী মন্দির এর স্থলে জুপিটারের মন্দির বানায় কিন্তু ইহুদীদের জেরুজালেম থেকেও বহিষ্কার করা হয়। এবং এই নিষেধাজ্ঞা আরব বিজয় অবধি বজায় থাকে। এবং রোমান প্রদেশটি যা এতদিন লুডিয়া প্রদেশ নামে পরিচিত ছিল 'প্যালেস্টিনা' নামে নতুনভাবে নামাঙ্কিত হয়। এর থেকেই ইংরেজীতে 'প্যালেস্টাইন' ও আরব ভাষায় 'ফিলিস্তিন' নামকরণ হয়। ১৩২—১৩৬-এর মধ্যে ইহুদী নেতা **সিমন বার কোখবা রোমানদের বিরুদ্ধে আবার বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন এবং দেশের নাম দেন ইস্রায়েল**। খ্রীষ্টানরা এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকৃত হয় এবং এই সময় থেকে ইহুদীদের মধ্যে যীশুপন্থীরা নিজেদের স্বতন্ত্র খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী বলে গণ্য করতে শুরু করে। শেষমেষ হাড্রিয়ান নিজে এই বিদ্রোহ দমন করেন। [১]ব্যাবাইদের জমায়েতে স্থির হয় কোন বইগুলিকে হিব্রু বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত করা হবে, অপ্রামাণিক ইহুদী রচনাবলী ও খ্রীষ্টান পুস্তক সমূহ বাদ দেওয়া হবে। এর ফলে ম্যাকোরিয়ম-এর গ্রন্থ সমূহ হারিয়ে যায়।

সিমিয়ন বর ইয়োচাইকে জোহর-এর গ্রন্থকার মনে করা হয়। জোহর-এ Cabbalistic, (অর্থপূর্ণ চিন্তার) কথা আছে। তবে আধুনিক পণ্ডিতেরা মনে করেন এটা রচিত হয়েছিল মধ্যযুগের স্পেনে।

❑ **রোম সাম্রাজ্যের পতন ঃ** বার কোখবা বিদ্রোহের দমনের পর রোমানরা ইহুদীদের জুডাহ থেকে বিতাড়ন করে কিন্তু গ্যালিলির ইহুদীদের নয়। এবং এক বংশগত র‍্যাবাইকে রোমীয়দের সঙ্গে আদান প্রদানের ব্যাপারে ইহুদীদের প্রতিনিধিত্ব করার অনুমতি দেয়। এদের মধ্যে বিখ্যাততম ছিলেন জুডাহ হানাসি যাঁকে মিসনাহ (বাইবেলের ব্যাখ্যা সম্বলিত ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থের সুবৃহৎ সংগ্রহ)-এর চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার কৃতিত্ব দেওয়া হয় এবং তিনি অশিক্ষিত ইহুদীদের ব্রাত্য বলে গণ্য করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন এই বলে যে ইহুদী ধর্মের দাবী এটা। এর ফলে বহু ইহুদী খ্রীষ্টান হয়ে যান। গ্যালিলিতে এদের সিনাগগ পাওয়া যায় যা এই যুগের বলে চিহ্নিত করা গেছে। তবে তৃতীয় শতাব্দীতে রোমে নির্যাতন ও অর্থনৈতিক সংকটের কারণে সিরীয় প্যালেস্টিনা থেকে অনেক ইহুদী অধিকতর সহনশীল পারসিক সসানিড সাম্রাজ্যে চলে যান, যেখানে ব্যাবিলনে তাঁরা উন্নতিসাধন করেন। চতুর্থ শতকে সম্রাট কনস্টানটাইন কন্সটানটিনোপলকে পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী ঘোষণা করেন এবং খ্রীষ্টানধর্মকে সরকারি ধর্ম বলে ঘোষণা করেন এবং বেথলেহেমে

১। র‍্যাবাই—একজন তোরা শিক্ষক, ইহুদী ধর্মীয় পণ্ডিত।

অনেক গীর্জা নির্মাণ করান যা আজও অটুট আছে। জেরুজালেমের নাম পুনঃ পরিবর্তন করে এইলিয়া ক্যাপিটোলিনা করা হয় এবং এটাকে খ্রীষ্টান নগরী করা হয়। ইহুদীদের জেরুজালেমে বসবাস নিষিদ্ধ করা হয় এবং ইহুদীদের শুধু পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়া হয়; তখন থেকে ইহুদী ধর্মীয়দের নিকট Western Wall (বা পশ্চিম দেয়াল) পবিত্র বলে গণ্য করা হয়।

৩৫১-৩৫২ সালে আবার একবার ইহুদী বিদ্রোহ হয় দুর্নীতিগ্রস্ত রোমীয় শাসনের বিরুদ্ধে, ৩৬২ সালে শেষ প্যাগান রোমীয় সম্রাট জুলিয়াস ইহুদী মন্দির পুনর্নির্মাণ করার পরিকল্পনা করেন কিন্তু তা পূর্ণ হয় না কারণ তিনি রণক্ষেত্রে মারা যান।

বাইজেনেটাইন সাম্রাজ্য

৩৯০ খ্রীষ্টাব্দে রোমক সাম্রাজ্য বিভক্ত হয় এবং ঐ অঞ্চলটি খ্রীষ্টান পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়। এর নাম হয় বাইজানটাইন সাম্রাজ্য। এখানে গ্রীক পূর্ব অর্থোডক্স চার্চের আধিপত্য ছিল। পঞ্চম শতকে পশ্চিম রোমক সাম্রাজ্যের পতনের পর প্যালেস্টিনা প্রিমা প্রদেশে খ্রীষ্টান অনুপ্রবেশ হয় এবং খ্রীষ্টানরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ইহুদীদের সংখ্যা ১০-১৫ শতাংশে নেমে আসে যারা মূলত গালিলি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। জুডাইজম (বা ইহুদী ধর্ম) ছিল একমাত্র অ-খ্রীষ্টান ধর্ম যাকে সহ্য করা হয়ে ছিল বা যাকে খ্রীষ্টানরা সহ্য করেছিল এই অঞ্চলে, কিন্তু ইহুদীদের ওপর নানাবিধ নিষেধ ছিল, যেমন তারা নতুন পূজাস্থল নির্মাণ করতে পারবে না, সরকারী পদ গ্রহণ করতে বা ক্রীতদাস রাখতে পারবে না (তখন ক্রীতদাস বা দাসী রাখা ঐ অঞ্চলে খুব স্বাভাবিক ছিল) খ্রীষ্টানরা পারবে, ইহুদীরা পারবে না —সেই সময়ের প্রেক্ষিতে এটা বৈষম্য। (তৃতীয়-চতুর্থ শতকে বাগদাদের পটভূমিকার রচিত আলিবাবার কাহিনী স্মর্তব্য) কয়েকজন সামরিটান ইহুদী খ্রীষ্টানদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তার ফলে **১০ লক্ষ সামারিটান** ইহুদী নিকেশ হয়।

৬১৪ খ্রীষ্টাব্দে সসানিড পারস্য বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য আক্রমণ করে এবং দ্বিতীয় খোসরু জেরুজালেম দখল করেন, এই কাজে ইহুদীরা বিশেষতঃ ইয়েমেনের ইহুদী হিমাইরাইট রাজ্য সহায়তা করে। ইহুদীদের অধিকার দেওয়া হয় জেরুজালেম শাসন করার। বাইজেন্টাইন সম্রাট হেরাক্লিয়াস আশ্বস্ত করেন ইহুদীদের অধিকার ফিরিয়ে দেবেন এবং তাদের সাহায্যে পারসিকদের পরাস্ত করেন। কিন্তু তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন এবং প্যালেস্টিনা জয় করে ইহুদীদের বাইজেনস্টাইনে নিষিদ্ধ করেন।

ইসলামের জয়যাত্রা

ইসলামের আদিযুগে, ইসলামিক সূত্র অনুযায়ী বানু কুরাইজা নামের একটি ইহুদী গোষ্ঠীর মুসলিমদের সঙ্গে সহমত না হওয়ার অজুহাতে ৮০০ জন পুরুষকে গণহত্যা করা হয়। জীবিত স্ত্রীলোকদের মুসলিম অনুচরদের মধ্যে ক্রীতদাস হিসাবে ভাগ বাটোয়ারা করা হয়। কিনানা ইবনুল র‍্যাবাইকে শিরচ্ছেদ করার পর তাঁর স্ত্রী সফিয়া বিনতে লুয়াইকে মহম্মদ বিবাহ করেন। ইহুদীদের, আগে বলা হয়েছে, অতিরিক্ত করের বিনিময়ে ধিম্মী, (আশ্রয়প্রাপ্ত) হিসাবে থাকতে হতো। অর্থাৎ তোমরা আমাদের কর দাও আর থাক কুকুর বেড়ালের মত। না হলে হবে এই সমস্ত—যেমন, ১০৩৩ সালে ফেজে গণ হত্যা, ১০৬৬ সালে গ্রানাডার গণহত্যা, ১৮৩৪ সালে সাফেদের লুঠতরাজ। উনবিংশ শতকের শেষ পাদে জায়নিস্ট আন্দোলন-এর মধ্য দিয়ে ইহুদীরা চাইল ঐতিহাসিক ইস্রায়েলে তাদের স্বদেশ, স্বভূমি—খুব ন্যায়সঙ্গত দাবী। এই ইস্রায়েল ছিল ঐতিহাসিক প্যালেস্টাইন বা জায়ন (যার অর্থ পূণ্যভূমি) নামেও পরিচিত, তার মধ্যে অবস্থিত একটি জায়গা। প্যালেস্টাইনের ইহুদী ও আরবদের মধ্যে উত্তেজনা তৈরী হয়, তার থেকে তৈরী হয় ১৯৪৭ সালে গৃহযুদ্ধ, বহু আরব প্যালেস্টাইন ছেড়ে পালায়। ১৯৪৮ সালে ইস্রায়েল রাষ্ট্র ঘোষিত হয়। স্বাধীনতা ঘোষণার পর পরেই আরব দেশগুলি একযোগে ইস্রায়েল আক্রমণ করে। সেই থেকে আজ অবধি আরো বারো বার আরবদেশগুলি ইস্রায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ করে।

মুসলিমরা কেমন করে ইহুদীদের উপর অত্যাচার চালিয়েছিল বা চালাত তার কিছু নিদর্শন নীচে দেওয়া হল।

আয়ুস উপজাতিভুক্ত মারোয়ানের কন্যা কবি আসমা হজরৎ মহম্মদকে প্রকাশ্যে সমালোচনা করতেন। তিনি কয়েকটি শ্লেষাত্মক কবিতা লেখেন এবং তাতে মদিনার উপর মহম্মদের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করেন। অন্ধ ওমর, যিনি আসমার প্রাক্তন স্বামী ছিলেন তাঁকেই মহম্মদ নিযুক্ত করলেন আসমাকে খুন করার জন্য। একরাতে আসমা যখন তাঁর শিশুপুত্রকে নিয়ে তাঁর গৃহে ঘুমিয়ে ছিলেন ওমর সেখানে ঢুকলেন, তাঁর শরীরকে তরোয়াল দিয়ে এমনভাবে বিদ্ধ করলেন যে সেটার অপরপ্রান্ত বিছানা ভেদ করে চলে গেল। ওমর ফিরলে মহম্মদ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন "তুমি কি মারওয়ানের কন্যাকে হত্যা করেছ? ওমর বলল, "হ্যাঁ, কিন্তু ভয়ের কিছু আছে কি?" মহম্মদ তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, "কিছুমাত্র নেই।" এই ঘটনা ঘটেছিল নবী বদর যুদ্ধ থেকে ফেরার অল্প দিনের মধ্যে। তিনি তাঁর অনুগামীদের বললেন, "এই

ব্যক্তি অন্য যে কোনো লোকের থেকে আল্লাহকে এবং তাঁর প্রতিনিধিকে বেশী সাহায্য করেছেন।”

এই খুনের দু সপ্তাহ বাদে মহম্মদের নির্দেশে কবি আবু আফাককে হত্যা করা হয়। যদিও সে একজন ইহুদী থেকে মুসলিম-এ ধর্মান্তরিত হয়েছিল কিন্তু সে বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। কারণ সে মহম্মদের নিকট পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করে নি। সুতরাং তাকে খুন করার জন্য তিনি তাঁর এক অনুগামীকে নিযুক্ত করলেন। আততায়ী আফাককে হত্যা করল যখন সে তার বাড়ির উঠানে একটি খাটে শুয়েছিল।

• কবি কাব ছিলেন ইহুদীদের নাজির গোত্রের লোক। তিনি মক্কায় গিয়ে কোরেশদের বীরগণের মৃত্যুর জন্য শোক গান রচনা করলেন। সুতরাং মহম্মদ, কাবকে হত্যার জন্য মোয়াজের পুত্র সাদকে নিযুক্ত করলেন। কাবের বৈমাত্রেয় ভাই আবুনয়লা, যে মুসলমান হয়েছিল সে সহ আরো তিন জন এই কাজে রওনা হল। কাব রাতে ঘুমের জন্য তৈরী হচ্ছিল এমন সময়ে নয়লা বাইরে থেকে কাবকে খুব আদর করে ডাকল। কাবের স্ত্রী বললেন তিনি আঁচ করতে পারছেন যে কিছু একটা অমঙ্গল ঘটতে চলেছে। কিন্তু কাব তাঁর ভাইকে অবিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনি বেরিয়ে এলেন। ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে লাগলেন মদিনাবাসীরা কি খারাপ অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এই মহম্মদ এবং তাঁর অনুগামীদের জন্য এবং এইভাবে তাঁর আস্থা অর্জন করলেন। তারপর আবু নয়লা চুল টেনে তাঁকে মাটিতে শুইয়ে ফেলেন এবং চীৎকার করলেন “আল্লাহ-র এই শত্রুকে খতম কর।” খুনীরা তাদের তরোয়াল তাঁর শরীরের ভিতর ঢুকিয়ে দিল এবং কাবের ছিন্ন মুণ্ড মহম্মদ কে উপহার দিল। মহম্মদ বললেন, সাবাশ!

কানুইকা গোত্রের ইহুদীদের মদিনা থেকে বিতাড়ন— কবি কাব-এর হত্যার পর ইহুদীরা খুব সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল কারণ হজরৎ মহম্মদ এর পর তাঁর অনুগামীদের যে কোনও ইহুদীকে হত্যা করার অনুমতি দিলেন। কানুইকারা ছিল অলঙ্কার শিল্পী। একদিন সামান্য কারণে একজন মুসলিম একজন ইহুদীকে কেটে ফেলল, বদলা নিতে অন্য ইহুদীরা তাকে মারল। নবী এক বিরাট দল নিয়ে যাত্রা করলেন এবং তাদের একটা দূর্গে বন্দী করলেন। পনের দিন পর ইহুদীরা আত্মসমর্পণ করল। মহম্মদ আদেশ দিলেন তাঁর অনুগামীরা যেন তাঁদের সকলকে মেরে ফেলে। আবদুল্লা বিন ওব নামে এক ইহুদী এই ক্রুরতা সহ্য করতে না পেরে মহম্মদের পায়ে ধরে অনুরোধ করল ক্ষমা ভিক্ষার জন্য। মহম্মদ তাদের মুক্ত করলেন এবং ফতোয়া জারি করলেন তাদের সবাইকে মদিনা ছেড়ে যেতে হবে। সুতরাং ৭০০ জন ইহুদী

সিরিয়ার পথে আলখোরার ইহুদী মহল্লায় পালাল। সুতরাং মহম্মদের সুস্পষ্ট নির্দেশ হল একজন মুসলিম যেকোনও অমুসলিমকে খুন করতে পারে কিন্তু কোনও অ-মুসলিম কখনও কোনও মুসলিমদের রক্তপাত ঘটাতে পারে না।

নাজির গোত্রের ইহুদীদের মদিনা থেকে বিতাড়ন

এদের একজন আমির-বিন-ওমিয়া পথে যেতে যেতে আমর গোষ্ঠীর দুজনের দেখা পেল। তারা মহম্মদের সঙ্গে মদিনায় এক চুক্তি করে ফিরছিল। ওমিয়া তাদের সঙ্গে বন্ধুর মত আচরণ করল। তারা ঘুমিয়ে পড়লে ওমিয়া দুইজনকে খুন করল। ক্রুদ্ধ হয়ে মহম্মদ ওমিয়াকে তিরস্কার করলেন এবং তার কাছে ক্ষতিপূরণ চাইলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হল যেহেতু নাজির গোষ্ঠীর ইহুদীরা আমর গোষ্ঠীর লোকেদের বন্ধু নাজির গোষ্ঠীকেও কিছু ক্ষতিপূরণ তাদের দিতে হবে। একদিন তিনি তিন মাইল দূরের ইহুদীদের শিবিরে হাজির হ'লেন। ইহুদীরা ক্ষতিপূরণ দিতে রাজী হল। কিন্তু মহম্মদ হঠাৎ মদিনায় ফিরে এলেন। তাঁর অনুগামীরা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন ইহুদীরা তাঁকে খুন করার চেষ্টা করেছিল। তারা একটা বাড়ির ছাদ থেকে একটা পাথর গড়িয়ে তাঁর মাথায় ফেলে তাঁকে থেতলে মারতে চেয়েছিল। এটা একটা বাজে অজুহাত, কোনও প্রমাণ ছিল না। মহম্মদ বিন মাসলামা নবীর নির্দেশে ঘোষণা করল যে দশ দিনের মধ্যে ইহুদীদের মদিনা ছেড়ে যেতে হবে নতুবা তাদের মেরে ফেলা হবে।

ইহুদীরা প্রথমে মহম্মদের সঙ্গে রফায় আসতে চেয়েছিল। নবী অনড়। তাঁর ভয়ে অন্য কোনও গোষ্ঠীর লোকেরা তাদের সাহায্যে এগিয়ে এল না। নাজিররা মহম্মদকে প্রতিস্পর্ধা জানালে তিনি তাদের ঘিরে ফেলেন এবং তাদের খেজুর গাছ কেটে ফেলতে বললেন (আরব দেশে খেজুর গাছ কাটা মহা অপরাধ) এবং শস্য গোলায় আগুন জ্বালালেন। তিন সপ্তাহ অবরোধের পর তারা বাধ্য হয়ে মদিনা ছাড়তে রাজী হল। দুটি পরিবার ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করল।

একটি দল উত্তরে খয়বারে বসত স্থাপন করল এবং বাকিরা সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের মাঝামাঝি জেরিকা শহরে গেল। মহম্মদ বিশাল কৃষি জমি ও অস্ত্র সম্ভার লাভ করলেন। আয়াত ৫১/৬, ৫১/২, ৫৯/৩ উৎকীর্ণ হল, "তোমরা কল্পনাও করতে পারনি যে তারা নির্বাসিত হবে এবং তারা আশা করেছিল আল্লাহর সেনাবাহিনীর হাত থেকে তাদের দুর্গকে রক্ষা করতে পারবে। কিন্তু আল্লাহ-র শাস্তি তাদের উপর নেমে এল যা তারা ধারণাও করতে পারেনি এবং তাদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হ'ল। " যদি আল্লাহ চাইতেন তিনি তাদের নির্বাসনের পরিবর্তে ক্রুরতর শাস্তি দিতেন।

পরেব জীবনে তারা দোজখে যাবে।" এবং "যেহেতু তারা আল্লাহ এবং তার রসুলকে বিরূপ করেছে এবং যদি কেউ আল্লার বিরুদ্ধে কাজ করে তিনি তাদের নিষ্ঠুর শাস্তি দেন।" (৫৯/৪)।

পরিখার যুদ্ধ শেষে মহম্মদ কুরাইজাদের দুর্গ দখল করতে অগ্রসর হ'লেন। বিলাল সমস্ত মুসলিম যোদ্ধাদের জড় করতে লাগলেন। প্রায় তিনশ জনের একটি দল দু'তিন মাইল দুরে কুরাইজাদের বসতির দিকে রওনা হল। দুর্ঘটনা বশত একজন কুরাইজা মহিলা একটি পাথর একজন মুসলমানের উপর ফেলে দেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহুদীদের মধ্যে আতঙ্কের সঞ্চার হয়। তারা মহম্মদকে বার্তা পাঠায় যে তারা নিঃশর্তে মদিনা ছেড়ে যেতে চায়। মহম্মদ কর্ণপাত করলেন না। তিন মাস লাগাতার অবরোধের পর কুরাইজারা আত্মসমর্পণ করল।

তৎক্ষণাত পুরুষদের বেঁধে ফেলা হ'ল দড়ি দিয়ে আর মহিলা ও শিশুদের থেকে আলাদা করা হ'ল; মাসলামাকে রাখা হ'ল পুরুষদের জন্য আর একজন ধর্মান্তরিত ইহুদী মহিলা ও শিশুদের তত্ত্বাবধান করতে লাগল। কুরাইজারা মিনতি করল অর্থাৎ তাদের যেন হত্যা না করে নির্বাসিত করা হয় (পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের অনেকটা একইরকম কায়দায় বিতাড়ন করা হয়— (অসহিষ্ণুতা মুসলিমদের একচেটিয়া অধিকার, অথচ অর্ধ-শিক্ষিত সিউডো-সেকুলার কিছু হিন্দু পরম সহিষ্ণু হিন্দুদের বলে অসহিষ্ণু!)

মহম্মদ জানতেন যে সাদ ইবনে মোয়াজ এখন আর কুরেশ-ইহুদীর প্রতি ততটা অনুরক্ত নয়। তিনি তাই জানতে চাইলেন কোনও কুরেশ কুরাইজাদের বিচার করবে কিনা। মোয়াজ, যদিও কুরেশ, তাকে নিয়ে আসা হল। সে তখন অসুস্থ। তার কাছে কুরাইজারা ষড়যন্ত্রকারী। একটা করুণ দৃশ্যের অবতাড়না হ'ল। একদিকে ক্রন্দনরত কুরাইজা শিশু ও মহিলারা, ভয়ে কাঁটা। অন্যদিকে প্রায় আটশো পুরুষ শক্তভাবে দড়ি দিয়ে বাঁধা। মধ্যে কুরাইজাদের লুট করা সম্পত্তি স্তূপীকৃত করে রাখা। কুরাইজারা ক্রমাগত তাদের ক্ষমা ভিক্ষা করে চলেছে। সাদ জিজ্ঞেস করল "তোমরা কি আমার বিচারকে আল্লাহর বিচার বলে মানবে?" তারা মৃদু স্বরে, না বুঝে, 'হ্যাঁ' বলল। সাদ বলল "সব পুরুষদের হত্যা করা হবে এবং নারী ও শিশুদের ক্রীতদাস করা হবে এবং লুঠের সম্পত্তি (গনিমতের মাল) মুসলিমদের মধ্যে বাঁটোয়ারা করা হবে।" নবী তৎক্ষণাত এই রায় মেনে নিয়ে বললেন ঠিক আছে, "সপ্ত বেহেস্ত থেকে আল্লাহর বিচার সাদের মাধ্যমে ঘোষিত হয়েছে।"

সেই রাতে আটশত কুরাইজাদের জন্য বিশাল গর্ত খোঁড়া হল। পরের দিন ফরজ-এর নামাজের পরই হত্যা শুরু হ'ল। পুরুষ কুরাইজারদের গুদামে ডাঁই করে ফেলা হ'ল। পাঁচ-ছয় জন কুরাইজা পুরুষকে একসঙ্গে বেঁধে এক একটা দলে ক্ষেপে

ক্ষেপে নিয়ে যাওয়া হতে লাগল। জুবের তাদের গলাকেটে ঐ গর্তে ফেলতে লাগল। একজন বৃদ্ধ তাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জানতে চাওয়ায় এক মুসলিম বলল 'মাথা মোটা এখনও বুঝতে পারছ না? যারা যাচ্ছে তারা আর ফিরছে কি?" এইভাবে আটশ ইহুদীকে হত্যা করা হ'ল। একজন কুরাইজা মহিলা রিহানা, যিনি এক ইহুদী র‍্যাবাইর স্ত্রী ছিলেন, তার উপর মহম্মদের নজর পড়ল এবং তিনি তাকে তৎক্ষণাত বিবাহ করলেন। স্যার উইলিয়াম ম্যুর, লিখেছেন, "সকালবেলা শুরু হ'ল জবাই করার পালা, সারাদিন ধরে চলল এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত আলো জ্বালিয়ে চলল। এইভাবে বাজার এলাকা সাত-আটশ হতভাগ্যের রক্তে ভিজিয়ে এবং সেই বধ্যভূমি ভালভাবে মাটি দিয়ে চাপা দিয়ে মহম্মদ সেই ভয়াবহ বীভৎস স্থান থেকে চললেন রিহানার সৌন্দর্য ভোগ করার জন্য। রিহানার স্বামী ও অন্য সকল পুরুষ সদ্য সেই নারকীয় হত্যালীলায় প্রাণ দিয়েছেন।"

মহিলাদের সঙ্গে জন্তুর মত ব্যবহার করা হ'ল এবং মুসলিমরা প্রচুর টাকা পয়সার মালিক হল। আয়াৎ উৎতীর্ণ হ'ল, "যারা কোরেশদের সহায়তা দিয়ে ছিল আল্লাহ তাদের দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করল, তাদের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার করল, এখন তুমি তাদের কয়েক জনকে হত্যা করেছো এবং বাকীদের বন্দী করেছো। তিনি এখন তোমাদেরকে তাদের জমি, বাড়ী ও অন্য সম্পত্তির মালিক করেছেন।" (৩৩/২৬, ২৭)

কুরাইজাদের গণহত্যা বাকী নবী বিরোধী গোষ্ঠীদের সরিয়ে দিল। এমন একটা ভয়ের সঞ্চার হ'ল ইহুদীদের মধ্যে যে প্রতিরোধ দূরের কথা, কেউ টুঁ শব্দটি করল না। (এখন বাঙালী পূর্ববাংলার হিন্দুরা যা করছে)। স্যার ম্যুর মন্তব্য করেছেন, "মদিনায় আগমনের অব্যবহিত পর থেকে ইহুদীদের প্রতি তার নীতি ছিল কঠোর দমনমূলক... তিনি এমন উপায়ে ইহুদীদের সংহার করলেন যে একটা সর্বাত্মক অনাস্থা ও ভীতি সৃষ্টি হল, কিন্তু আটশত মানুষের নির্বিচার হত্যা এবং একটা গোটা উপজাতির সমুদায় মহিলা ও শিশুদের ক্রীতদাসত্বে বন্দী করাকে দানবীয় নিষ্ঠুরতা ছাড়া অন্য কোনও ভাবে চিহ্নিত করা যায় না। সংক্ষেপে বেনী কুরাইজাদের জবাই করা মহম্মদের জীবনে অনপনায় কলঙ্ক আরোপ করে।"

সাব বিনমোয়াজ অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগছিল। সে এই ঘটনায় এত উত্তেজিত হ'ল যে এই যন্ত্রণা ও ব্যথা সহ্য না করতে পেরে মারা গেল। দীর্ঘকালীন অসুখে সে মারা গেল কিন্তু মহম্মদ ঘোষণা করলেন যে "স্বর্গ থেকে ফরিস্তারা তার মৃতদেহ বহনের জন্য কাঁধ দিয়েছিলেন।"

ক্রুসেড ১০৯৯—১২৯১

মধ্যযুগে ল্যাটিন চার্চ অনুমোদিত ধারাবাহিক ধর্মযুদ্ধ কে ক্রুসেড বলা হয় [খ্রীষ্টান ধর্মের অসহিষ্ণুতাকে আলঙ্করিক নাম দেয়া হয় ক্রুসেড, ইসলামপন্থীদের ক্ষেত্রে তাকে বলা হয় জিহাদ এবং এর মধ্যে একরকম 'পবিত্রতার' সুগন্ধ ছড়ান থাকে। আর হিন্দুরা তাদের উপর অত্যাচারের সামান্যতম প্রতিবাদ করলে হয় অসহিষ্ণুতা! এর বিশেষ লক্ষ্য ছিল পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে মুসলিম শাসন থেকে জেরুজালেম এবং পবিত্রভূমি দখল করা, খ্রীষ্টান অঞ্চল পুনর্দখল করা ও খ্রীষ্টান তীর্থসমূহ রক্ষা করা। তথাকথিত জনগণের ধর্মযুদ্ধে রাইনল্যাণ্ডের গণ হত্যা হয়েছিল, হাজারে হাজারে ইহুদীকে খুন করেছিল।

১০৯৯ সালে প্রথম ক্রুসেডে জেরুজালেম দখলে মুসলিম ও ইহুদীরা সেখানে খুন হয় বা ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি হয়। ক্রুসেডাররা ইউরোপ বরাবর যাত্রা করে এবং পথে যত ইহুদী পায় হত্যা করে এবং এইটা চলে ছিল যতক্ষণ না তারা পবিত্রভূমি, মানে জেরুজালেমে পৌঁছেছিল। আসকেনাজি ইহুদীরা আজও এই ক্রুসেডে হত্যা ও ধ্বংসের স্মৃতিতে প্রার্থনা করে।

১১৮৭ সালে আয়ুবিদ সুলতান সালাদিন হাতিন যুদ্ধে ক্রুসেডারদের পরাস্ত করেন। পূর্বতন জেরুজালেম রাজত্ব পুনরুদ্ধার হয়। সালাদিনের সভা চিকিৎসক মেমোলাইডস, যাকে টাইবেরিয়াসে সমাধিস্থ করা হয়, যে সমস্ত রচনাবলী রেখে গেছেন তা ইহুদীধর্মের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। একর কে ঘিরে ক্রুসেডার রাষ্ট্র আরো একশ বছর টিকেছিল।

তারপর ১২৬০-১২৯১ পর্যন্ত মোঙ্গল আক্রমণকারী (তারা ক্রুসেডারদের মিত্র শক্তি ছিল) ও মিশরের মামলুক গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের পটভূমি এই অঞ্চল। জেরুজালেমের দারিদ্রগ্রস্থ মাইন জালুতের যুদ্ধে মিশরের সুলতান কুতুজ মোঙ্গলদের পরাস্ত করেন এবং তাঁর উত্তরসূরী এবং আততায়ী বাইবর ১২৯১ সালে শেষ ক্রুসেডার রাজ্য একরকে উৎখাত করেন, এইভাবে শেষ হয় ক্রুসেড।

মিশরে মামলুক সুলতান বাইবর (১২৬০-১২৭৭) ঐ অঞ্চল দখল করেন ও মামলুকরা ১৫১৭ পর্যন্ত রাজত্ব করে। কিন্তু বাইবর ইহুদীদের দ্বিতীয় পবিত্র স্থান কেভ অব পেট্রিয়ার্ক-এ পূজা প্রার্থনা করা নিষিদ্ধ করে, এই নিষেধাজ্ঞা চালু ছিল ৭০০ বছর, মানে ১৯৪৮ পর্যন্ত।

ক্রুসেডের ব্যর্থতার পর ইউরোপে ইহুদী নির্যাতন ও বহিষ্কার বেড়ে গেল। ১২৯০ সালে ইংলণ্ডে শুরু হল এবং তা ফ্রান্সে ব্যাপ্ত হল ১৩০৬ সালে। স্পেনে

দৃঢ় ঐক্যবদ্ধ এবং সফল ইহুদীদের নির্যাতন শুরু হ'ল— এর মধ্যে ছিল ব্যাপক হত্যালীলা, ধ্বংস এবং বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ। ব্ল্যাক ডেথের সময়ে অনেক ইহুদীকে খুন করা হয় তারা কুয়োর জলে বিষ মিশিয়েছে এই অপবাদ দিয়ে; ১৪৯২ সালে স্পেনে ইহুদী বিতাড়ন শেষ হয় এবং পর্তুগালে হয় ১৪৯৭ সালে। অনেক ইহুদী খ্রীষ্টানে ধর্মান্তরিত হয়। স্পেন থেকে বহিষ্কৃত ইহুদীদের বেশীরভাগ উত্তর আফ্রিকা, পোল্যাণ্ড (হিটলার-এর গণ হত্যার শিকার এরা, ১৯৩৯-১৯৪৫) অটোমান সাম্রাজ্য এবং প্রাচীন অবিভক্ত ইস্রায়েলের বিলাম-এ সাম অঞ্চলে চলে যায়। ইটালীতে পোপের অধীন রাষ্ট্রগুলিতে তাদের পৃথক ঘেটোয় থাকতে বাধ্য করেন পোপ। এই ঘেটো ১৮৮০ সাল পর্যন্ত ছিল।

১৫১৭-১৯২০ পর্যন্ত এই অঞ্চল অটোমান সাম্রাজ্যের অধীনে চলে যায়—বিলাদ-এ সাম (বা অটোমান সিরিয়া)। তুর্কী সুলতান ১ম সেলিম তা জয় করেন এবং প্রায় চারশ বছর সেটা তুর্কী সুলতানদের হাতে থাকে।

মধ্যযুগ থেকে ইহুদীদের ছোট ছোট আকারে ইস্রায়েল ভূখণ্ডে আগমন শুরু হয় যখন অন্যত্র ইহুদী নির্যাতন বেড়ে গিয়েছিল। ইহুদীরা সমবেত হয়েছিল, জেরুজালেম, হেব্রন, সাফেদ ও টাইবেরিয়াসে, যা ইহুদী ঐতিহ্যে চার পবিত্র ধাম হিসাবে চিহ্নিত হয়। ষোড়শ শতকে স্পেনীয় অভিবাসনের ফলশ্রুতিতে সাফেদ ইহুদী চর্চার কেন্দ্র বিন্দু হয়ে ওঠে (কাবালা নামে পরিচিত)। মধ্য-সপ্তদশ শতকে অর্থনৈতিক অবক্ষয় ও দ্রুজ ও অটোমানদের মধ্যে সংঘর্ষের দরুন ইহুদীদের অবনতি শুরু হয়। ১৬৬০ সালে দ্রুজ বিদ্রোহের ফলে পুরাতন ইহুদী শহর সাফেদ ও টাইবেরিয়াস শহর ধ্বংস হয়। ১৬৬৩ সালে সাবাতাই জেভি নিজেকে ইহুদীদের মসীহ বলে ঘোষণা করে জেরুজালেমে স্থিত হন। তিনি ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দে বৃহৎ সংখ্যক অনুগামী নিয়ে ইস্তানবুলে গেলে সেখানকার সুলতান তাঁকে জোর করে ইসলামে ধর্মান্তরিত করেন।

১৭৯৯ সালে নেপোলিয়ন ঐ ভূখণ্ড অনতিকালের জন্য দখল করেন ও ইহুদীদের আমন্ত্রণ জানান সেখানে রাষ্ট্রস্থাপনের জন্য। কিন্তু একরে তাঁর পরাজয়ের জন্য তিনি সফল হলেন না। মিশরের মহম্মদ আলি অটোমান সিরিয়া জয় করেন এবং অধিকাংশ এলাকা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু বলপূর্বক সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টায় ১৮৩৪ সালে আরবি বিদ্রোহ হয়। মহঃ পাশা প্রায় ১০০০০ স্থানীয় কৃষককে মিশরে পাঠান এই অটোমান সিরিয়া থেকে (যার মধ্যে বর্তমান ইস্রায়েল ভূখণ্ড ছিল) যা আরব মুসলিমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের ওপর গণহত্যা চালায়। এবং অনুগত মুসলিমদের ঐ জেরুজালেম অঞ্চলে আনে। ১৮৩৩ সালে মোজেস মন্টিফোর মহঃ পাশার সঙ্গে চুক্তি সাক্ষর করেন এবং তার দ্বারা অটোমান সিরিয়া দামাস্কান আয়ালেতে ১০০-২০০

ইহুদী গ্রাম স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। ১৮৪০ সালে চুক্তি কার্যকর না করে ঐ জায়গাটি পুনরায় অটোমান সাম্রাজ্যের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ফলত ১৮৪৪ সালে জেরুজালেমে ইহুদীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ জন গোষ্ঠী ছিল। ১৮৯০ সালে তারা সার্বিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে কিন্তু গোটা দেশে তারা ছিল জনসংখ্যার ১০ শতাংশ। ১৮৬৮ সালে অটোমান সম্রাট বাহা উল্লাহ (বাহাই ধর্মমতের প্রতিষ্ঠাতা)-কে একরে নির্বাসিত করেন। ১৮৭৪ সালে অটোমান সংস্কারের ফলে জেরুজালেম মুসিরাফেত অব জেরুজালেম নামে বিশেষ মর্যাদা পায়।

অর্থাৎ এতাবৎ আলোচিত অংশে দেখা যায় ইহুদীরা বর্তমান ইস্রায়েল ভূখণ্ডের আদিমতম সমৃদ্ধ গোষ্ঠী। তারা বারংবার সাম্রাজ্যলোভী এবং তথা কথিত ধর্মভিত্তিক (খ্রীষ্টান ও মুসলিম উভয়) উন্মদনার শিকার হয়ে দেশান্তরী হয়েছেন। অজস্রবার (পরবর্তীকালের হিটলারের ইহুদী নিধন বা রাশিয়ার ইহুদী পগ্রম্ সেই ধারাবাহিকতার অংশ) তারা গণহত্যার কবলে পড়েছেন। একটু শান্তি লাভের আশায় তাঁরা নিজস্ব ভূমি স্থাপন করেছেন তাঁদের স্মরণাতীতকালের বাসভূমিতে কিন্তু কতটা সফল?

জিয়নিজমের উদ্ভব
রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

জিয়ন হচ্ছে জেরুজালেমের এক পাহাড়, ইহুদীদের কাছে অতিপবিত্র আধ্যাত্মিক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। তাদের ধর্মগ্রন্থে প্রাচীনকালে (বর্তমান ইস্রায়েল রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত) প্যালেস্টাইনের জেরুজালেমকে ইহুদীদের জন্য ঈশ্বর প্রতিশ্রুত বাসভূমি বলা হয়েছে। খ্রীষ্টান ও ইসলামধর্মের প্রচার ও প্রসারের ফলে অত্যাচারিত, নিপীড়িত ইহুদীরা বিভিন্ন দেশে বিশেষত ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু কোথাও তারা সমাদৃত হয়নি। জায়ন-এ ফিরে সেখানে স্থায়ী বসতি স্থাপন এবং স্বাধীন ইহুদীরাষ্ট্র গঠনের আন্দোলনকে জিয়নিজম বলা হয়।

উনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপে নবজাগ্রত উদার খ্রীষ্টানপন্থীদের চেষ্টায় ইহুদীদের অধিক মাত্রায় সম নাগরিকত্ব এবং আইনের চোখে সমান অধিকার প্রদান করা হ'ল। ইহুদীরা এর ফলে তাদের আদিম স্বপ্ন স্বভূমি, স্বদেশ, স্বধর্ম ও স্বাধীনতালাভের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠল। কিন্তু পূর্ব ইউরোপে তারা বর্ধিত মাত্রায় নির্যাতন ও আইনি বাঁধার সম্মুখীন হ'ল এবং আবার তারা বহুল মাত্রায় নিধনযজ্ঞের বলি হ'ল। (রাশিয়ার ১৮৮০-৮৫ পগ্রম্ দ্রষ্টব্য)। রাশিয়াতে ইহুদীদের অর্ধেক অংশ বাস করত। সেখানে তাদের স্বতন্ত্র জাতিসত্ত্বা হিসাবে গণ্য করা হত। তাদের রুশ সাম্রাজ্যের পশ্চিমে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় রাখা হ'ত এবং তার বাইরে তারা যেতে পারতনা। অন্য জাতীয় গোষ্ঠীগুলো যাদের রুশ সাম্রাজ্যে পরাধীন করে রাখা হয়েছিল যেমন পোল লিথুয়ানিয় বা ইউক্রেনীয়রা স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করছিল এবং তাদের বিদেশী ইহুদী মনে করা হ'ত। ইহুদীরা ছিল অ-খ্রীষ্টান সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং তাদের সম্পূর্ণ পৃথক ইদ্দিশ ভাষায় তারা কথা বলত। একটা স্বাধীন ইহুদী জাতীয় আন্দোলন প্রথমে রাশিয়ায় উদ্ভব হয় এবং লক্ষ লক্ষ ইহুদী যারা অন্য দেশে (প্রধানত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে) পালাচ্ছিল তারা যেখানেই থাক এই জাতীয়তাবাদের বীজ তারা বহন করত।

১৮৭০ সালে মিকভে ইস্রায়েল নামে জাফার কাছে এক কৃষি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এটা করেছিল অ্যালায়েন্স ইস্রায়েলাইট ইউনিভার্সেল নামে এক ফরাসী ইহুদী সংগঠন। ১৮৭৮ সালে রুশ ইহুদী অভিবাসীরা পেটা টিকভা এবং তারপর ১৮৮২ সালে রিশন লা-জায় নামে গ্রাম গঠন করেন। রুশ ইহুদীরা বিলু এবং 'হবেবেই

জিয়ন' (Zion, জিয়ন-এর জন্য ভালবাসা) নামে আন্দোলন সংগঠিত করেন যার অভিষ্ট লক্ষ ছিল বসতি স্থাপনকারীদের সহায়তা করা এবং এটা থেকে সৃষ্ট হল [১]**আসকেনোজাহ** ব্যতীত অতিরিক্ত গোষ্ঠী এবং তারা চাইল আর বিদেশী দান-এর উপর নির্ভর না করতে। এতদিন চার পবিত্র নগরীতে আবদ্ধ আসকেনাজাই ইহুদীরা বিদেশ থেকে পাওয়া অনুদানের উপর নির্ভর করত। তারা ছিল ভীষণ গরীব। নতুন অভিবাসীরা এদের পরিহার করত এবং তারা সচেষ্ট থাকত ক্ষুদ্র কৃষি নির্ভর বসতির উপর জীবিকা নির্বাহ করতে। কিন্তু জাফায় অভিবাসীরা একটা উজ্জীবিত বাণিজ্যিক সম্প্রদায় গড়ে তুলল এবং আসকেনাজাই ও সেফার্দি ইহুদীরা তাদের সঙ্গে মিশল। অসুবিধা সত্ত্বেও এই ধরনের বসতি তৈরী হ'ল এবং নতুন নতুন ইহুদী সম্প্রদায় গড়ে উঠল।

এর সঙ্গে সঙ্গে হিব্রুভাষা পুনর্জন্ম লাভ করল এবং সমস্ত ধরনের ইহুদীদের আকৃষ্ট করল ঃ ধার্মিক, ধর্মনিরপেক্ষ, জাতীয়তাবাদী এবং বামপন্থী সমাজবাদীরা ছিল। তারা নতুন ভূখণ্ড তৈরী করে গোষ্ঠী বানাল। ইহুদী ধর্মীয় তত্ত্বের ইতিহাসে বিভিন্ন ধারার বসতিদের আলিয়া বলা হত। **১৮৮২—১৯০৩, প্রথম আলিয়ার সময়ে প্রায় ৩৫০০০ ইহুদী বর্তমান ইস্রায়েলে অভিগমন করল।** ১৮৯০ সালে ইহুদীরা জেরুজালেমে সংখ্যাগরিষ্ঠ হল। যদিও ঐ দেশে মুসলিমরা (তার মধ্যে ছিল আগত মুসলিম ও বেদুইনরা) এবং কিছু পরিমানে আরব খ্রীষ্টানরা ছিল।

১৮৯৬ থিয়োডর হার্সেল ইহুদী রাষ্ট্র নামে বই প্রকাশ করলেন যেখানে জোর দিয়ে বলা হল ইউরোপে বর্ধমান ইহুদী বিরোধীতার সমাধান (ইহুদী প্রশ্ন) রয়েছে ইহুদী-রাষ্ট্র গঠনের মধ্যে। ১৮৯৭ তে (জিয়ানিস্ট) ইহুদীপন্থী সংগঠন এবং প্রথম ইহুদীবাদী কংগ্রেস ঘোষণা করল তার লক্ষ্য ঃ প্যালেস্টাইনে সাধারণ আইনের দ্বারা সুরক্ষিত ইহুদী জনগণের জন্য একটি স্বদেশ প্রতিষ্ঠা করা। তবে জিয়নিজমকে (ইহুদীপন্থা) অটোমানরা সন্দেহের চোখে দেখত এবং জিয়নিজম সেই কারণে খুব অগ্রগতি লাভ করেনি। **১৯০৪-১৯১৪ দ্বিতীয় আলিয়ায় ৪০০০০ ইহুদী বর্তমান ইস্রায়েল ভূখণ্ডে বসতি স্থাপন করল।** ১৯০৮ সালে জিয়নিস্ট সংগঠন প্যালেস্টাইন ব্যুরো ('ইয়েৎস ইস্রায়েল অকিস' নামেও পরিচিত) জাফায় প্রতিষ্ঠিত হল এবং একটি রীতিমাফিক ইহুদী বসত নীতি গৃহীত হল। অভিবাসীরা মূলত ছিল রাশিয়া থেকে (যার মধ্যে পোল্যাণ্ডের অংশ ছিল)। তারা নির্যাতন থেকে বাঁচতে পালাচ্ছিল।

১। আসকেনাজাই— প্রথম সহস্রাব্দের শেষে হোলি রোম সাম্রাজ্যের ইহুদী জাতি গোষ্ঠীসমূহ একাত্ম হয়ে যায়। এদের ভাষা ছিল ইদ্দিশ। অতি সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত হীব্রু তাদের কাছে একটা পবিত্র ভাষা ছিল মাত্র। মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে এরা বিস্তৃত ছিল।

১৯০৯ সালে নয় জন রুশ সমাজবাদী দ্বারা প্রথম কিবুজ দেগানিয়া স্থাপিত হল। জাফার অধিবাসীরা ১৯০৯ সালে প্রথম সম্পূর্ণ হিব্রু-ভাষী 'আহুজাত বেইত' নামে নগরী পত্তন করেন। পরে নাম হয় 'তেল আভিভ' (বর্তমান ইস্রায়েল রাষ্ট্রের রাজধানী)। হিব্রু সংবাদপত্র এবং গ্রন্থ মুদ্রিত হল, হিব্রু বিদ্যালয়, ইহুদী রাজনৈতিক এবং শ্রমিক সংগঠন স্থাপিত হল।

❒ প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে ইহুদী আন্দোলনের অগ্রগতি

অধিকৃত শত্রু এলাকা শাসন এবং ব্যালফোর ঘোষণা—প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে অধিকাংশ ইহুদী জার্মানদের সমর্থন করেছিল কারণ তারা রুশদের; ইহুদীদের প্রধান শত্রু বলে গণ্য করত। এদিকে ব্রিটেন আর এক পাটিগণিতের হিসাব কষল। তারা এই যুদ্ধে ইহুদীদের সমর্থন চাইল। তার কয়েকটি কারণ ছিল— যদিও তা ভ্রমাত্মক—অটোমান সাম্রাজ্যের তরুণ তুর্কী আন্দোলনের চেয়ে ইহুদী ক্ষমতা অধিক ছিল এবং দ্বিতীয় কারণ ছিল আমেরিকান ইহুদীদের সহানুভূতি আদায় করে ব্রিটেনের তরফে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ।

ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে জিয়নিজমের লক্ষ্যের প্রতি ইত্যবসরে যথেষ্ট সহানুভূতি সঞ্চার হয়েছিল, তার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ ও ছিল। **১৯১৭ সালে ব্রিটিশ দক্ষিণ সিরিয়া (যেখানে বর্তমান ইস্রায়েল ছিল) থেকে তুর্কীদের অপসৃত করল।** তাঁর দলের সদস্য এবং ইহুদী সম্প্রদায়ের নেতা লর্ড রথসচাইল্ডকে ব্রিটিশ বিদেশমন্ত্রী জর্জ লর্ড ব্যালফোর একটা খোলা চিঠি লেখেন। এই চিঠি পরবর্তীকালে ১৯১৭-র ব্যালফোর ঘোষণা নামে পরিচিত হয়। এতে বলা হয়েছিল যে ব্রিটিশ সরকার ইহুদী জনগণের জন্য প্যালেস্টাইনে একটি জাতীয় স্বভূমি স্থাপনে সাহায্য করবে। এই ঘোষণা ব্রিটিশ সরকারকে ঐ দেশ অধিকার এবং শাসন করার সুযোগ দিল। ব্রিটিশ ও ফরাসী আমলাদের মধ্যে একটা চুক্তির মাধ্যমে নতুন মধপ্রাচ্যদেশীয় সীমান্ত স্থিরীকৃত হল। এই চুক্তি ব্রিটিশ সরকারকে 'প্যালেস্টাইন' বলে কথিত অঞ্চলে কর্তৃত্ব দিল।

জ্যারেবিস্কি ও ট্রাম্পেলডর সংগঠিত প্রধানত জিয়নিস্ট স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা তৈরী একটি ইহুদী সুশৃঙ্খল বাহিনী ব্রিটিশ আক্রমণে অংশগ্রহণ করে। এরা গ্যালিপল্লী অভিযানেও অংশগ্রহণ করল। অটোমান সৈন্যদলের অনুপুঙ্খ ব্রিটিশদের সরবরাহ করত ইহুদীপন্থী গুপ্তচর সংস্থা।

১৯২২ সালে লীগ অব নেশনস (রাষ্ট্রপুঞ্জ) প্যালেস্টানের ব্রিটিশ আদেশকে (প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রিটিশ শাসন) ব্যালফোর ঘোষণাপত্র সহ সীলমোহর দিল এবং

১৯২৩ সালে তা ফলপ্রসূ হ'ল। প্রাথমিকভাবে অধুনা জর্ডান প্যালেস্টাইনের অন্তর্গত ছিল। কয়েক বৎসর পরে চার্চিল তাকে বাদ দেন। ব্রিটেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি চুক্তি করল সেখানে যুক্তরাষ্ট্র ঐ আদেশকে সমর্থন করল।

১৯১৯ থেকে ১৯২৩, ৪০,০০০ ইহুদী বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার বিশৃঙ্খলা থেকে পালিয়ে প্যালেস্টাইনে হাজির হয় (তৃতীয় আলিয়া)। কারণ এইপর্বে ১০০০০০ ইহুদীকে ইউক্রেন ও রাশিয়ায় কচুকাটা করে কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা লেনিনের নেতৃত্বে (ইহুদী হত্যার জন্য শুধু হিটলারকে দায়ী করে সবাই কারণ হিটলার হেরে গিয়েছিলেন এবং তাঁর হয়ে ঢাক পেটানোর কেউ ছিল না)। এইসব অভিবাসীদের অগ্রদূত (হালুতজিম) বলা হয়। এরা কৃষিকাজে প্রশিক্ষিত এবং স্বনির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েমের জন্য দক্ষ ছিল। জাজরিল উপত্যকা এবং হেফার সমতলের জলাভূমি নিষ্কাশন করে এরা চাষোপযোগী করে। এই উদ্দেশ্যে বিদেশ থেকে সংগৃহীত অর্থে ইহুদীজাতীয় তহবিল গঠন ক'রে তাই দিয়ে জমি কেনা হয়। একটি মুখ্যত সমাজবাদী আত্মগোপনকারী ইহুদী সেনাদল, হাগানাহ (প্রতিরক্ষা) স্থাপন করা হয় সীমান্তবর্তী ইহুদী বসতিগুলিকে রক্ষা করার জন্য।

ফ্রান্স কর্তৃক আরব রাজ্য সিরিয়া জয় এবং ব্যালফোর ঘোষণা থেকে প্যালেস্টাইন জাতীয়তাবাদের সূচনা হ'ল এবং তার ফলে আরবরা দাঙ্গা করল। ঐগুলো ১৯২০-২১ সালের ঘটনা। প্রত্যুত্তরে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ইহুদী অভিবাসনের জন্য কোটা আরোপ করল। ব্যতিক্রম হ'ল যে সমস্ত ইহুদীদের ১০০০ পাউণ্ড (আজকের দিনে ১০০০০০ পাউণ্ডের সমতুল্য) নগদ ছিল বা ইহুদী পেশাজীবীদের ক্ষেত্রে ৫০০ পাউণ্ড পর্যন্ত। ইহুদী এজেন্সী ব্রিটিশ প্রবেশপত্র জারি করল এবং বাইরের দেশগুলিতে ইহুদীদের দান করা অর্থ তাদের মধ্যে বিতরণ করল। **১৯২৪ থেকে ১৯২৯-এর মধ্যে আরো ৮২,০০০ ইহুদী (চতুর্থ আলিয়া) পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরীতে ইহুদী বিরোধীতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ১৯২০-এর অভিবাসন আইন বলবৎ হওয়ায় ইহুদীদের আর প্রবেশাধিকার না দেওয়ায়, প্যালেস্টাইন পৌছল**। নবাগতরা, যাদের মধ্যে মধ্যবিত্তরা ছিল, শহরে গিয়ে ছোট ব্যবসা এবং শিল্প গড়ে তুলল—যদিও অর্থনৈতিক সুযোগ না থাকায় এক-চতুর্থাংশ প্যালেস্টাইন ছেড়ে গেল। প্রথম বিদ্যুৎ জেনারেটর তৈরী হ'ল ১৯২৩ সালে— পিনহাস রোটেনবার্গ-এর তত্ত্বাবধানে। ইনি ছিলেন প্রাক-বলশেভিক কেরেন্সকি সরকারের সেন্ট পিটার্সবার্গ স্থিত পূর্বতন কমিসার। ১৯২৫ সালে জেরুজালেমে ইহুদী এজেন্সী কর্তৃক হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয় এবং হাইফাতে টেকনিয়ন (কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়) স্থাপন করল।

১৯২৮ সালে গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত 'বাদ লিউমি' (ইহুদী জাতীয়তা পর্ষদ)

হয়ে উঠল প্যালেস্টাইন ইহুদী সম্প্রদায়ের মুখ্য সংস্থান ('ইসুভ') এবং এদের মধ্যে অ-জিয়নিস্ট (যারা ইহুদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল না) ইহুদীরাও ছিল। ইউসুভ বর্ধিত হওয়ায় তারা প্রায় সরকারী প্রতিষ্ঠানের কাজ করতে লাগল, যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা। এরা ব্রিটিশ অনুমতি সাপেক্ষে "বাদ" কর আদায় করত এবং ইহুদী জনগণের জন্য স্বাধীন পরিষেবা চালাত। ১৯২৯ সাল থেকে এর নেতা নির্বাচন করত ২৬টি দেশের ইহুদীরা।

১৯২৯ সালে কোটেল (বিলাপরত দেয়াল) নিয়ে বিবাদ বাঁধল। এটা অবস্থিত ছিল একটা সঙ্কীর্ণ গলিপথে যেখানে ইহুদীদের চেয়ার বা অন্য কোন আসবাব ব্যবহার করা নিষিদ্ধ ছিল। মুফতি দাবী করলেন এটা মুসলিম সম্পত্তি এবং ইহুদীরা টেম্পল মাউন্ট-র অধিকার দাবী করছিল। এই বিরোধ এবং নিরন্তর শত্রুতা ১৯২৯ সালে প্যালেস্টাইন দাঙ্গা বাধায়। হেব্রণ-এর প্রাচীন ইহুদী সম্প্রদায় ছিল প্রধান ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়। যা প্রায় নির্মূল হয়ে যায়। এর থেকে দক্ষিণ পন্থী জিয়নবাদীরা (ইহুদীধর্ম আন্দোলনকারীরা) ১৯৩১ সালে নিজেদের সৈন্যদল গঠন করে— ইরগুন এতজাইলেউমি (জাতীয় সামরিক সংগঠন, হিব্রুতে এর সংক্ষিপ্ত নাম এতজেল)

ইহুদীবাদী রাজনৈতিক দলগুলি বেসরকারীভাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি প্রদান করত। সাধারণ জিয়নিস্টরা মিজবাহী ও সমাজবাদী জিয়নিস্ট প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা স্থাপন করে এবং স্থানীয় কর, অনুদান ও বেতন থেকে ক্রীড়া সংগঠনও চালাত (ব্রিটিশরা গণপরিষেবায় বিনিয়োগ করত না)। সমগ্র যুদ্ধ-অন্তর্বর্তী পর্যায়কালে ব্রিটিশ সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসনের নীতি বর্জন করেছিল যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ আরবরা প্যালেস্টাইন অঞ্চলের দখল না নিতে পারে।

পঞ্চম আলিয়া ও নুরেমবার্গ আইন।

১৯৩৩ সালে ইহুদী সংস্থা ও নাৎসীরা হাভারা চুক্তি সম্পাদন করেন (বদলি চুক্তি) যার দ্বারা ৫০০০০ ইহুদীকে প্যালেস্টাইনে বদলি করা হয়। ইহুদীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হ'ল এবং পরিবর্তে নাৎসীরা হাভারা সংগঠনকে এককোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের জার্মান দ্রব্য প্যালেস্টাইনে রপ্তানি করবে। নাৎসীরা ইহুদীদের কোন টাকা নিয়ে যেতে বা দুটোর বেশী স্যুটকেস নিতে অনুমতি দিত না। লেবার জিয়নিস্ট নেতা হাইম আর্লোসোরফ, যিনি এই চুক্তি সম্পাদন করেন, তাঁকে তেল-আভিভে ১৯৩৩-এ খুন করা হয়। বামপন্থী জিয়নিস্ট ও দক্ষিণপন্থী জিয়নিস্টদের মধ্যে এই হত্যা দীর্ঘদিন ধরে বিবাদের কারণ হয়েছিল। জোসেফ গোয়েবলসের বিবাহের কয়েক বৎসর পূর্ব থেকে আর্লোসোরফ মাগদারিৎসেমের সঙ্গে জড়িত ছিল। অনুমান

যে এই যোগাযোগ গোপন করার জন্য নাৎসীরাই তাঁকে খুন করেছিল। আবার প্রমাণ হ'ল বামপন্থীরা সবসময় আত্মঘাতী এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে যুক্ত থাকে ও নিজ সম্প্রদায়কে ছুরি মারে। এই বিষয়টা সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে, প্যালেস্টাইনে ইহুদী অভিভাসন এর হাভারা দ্রব্যাদি ঐ এলাকা উন্নয়নে সহায়তা করে। হাইফাতে একটা বন্দর ও শোধনাগার নির্মিত হয়। এবং প্রধানত কৃষিভিত্তিক প্যালেস্টিনীয় অর্থনীতিতে শিল্পায়ন ত্বরান্বিত হয়।

১৯২৯ ও ১৯৩৮-এর মধ্যে ২,৫০,০০০ ইহুদী প্যালেস্টাইনে পৌঁছয় (পঞ্চম আলিয়া)। ১৭৪,০০০ এসেছিল ১৯৩৩—৩৬-এর মধ্যে। যার পর ব্রিটিশরা অভিবাসনে কড়াকড়ি আনে। এই আগমন ১৯৩৩-র দাঙ্গার জন্ম দেয়। এই অভিবাসন ছিল মূলত ইউরোপ থেকে এবং তার মধ্যে ছিল জার্মানী থেকে পেশাদার চিকিৎসক, আইনজীবি এবং অধ্যাপকরা। এর ফলে জার্মান [1]বাউহাউ স্থপতিরা তেল আভিভকে প্রতিবেশীদের দ্বারা গঠিত পৃথিবীর একমাত্র শহর হিসাবে তৈরী করেছিল। প্যালেস্টাইনে পৃথিবীর মাথা পিছু সর্বাধিক চিকিৎসক ছিল। ইউরোপ জুড়ে ফ্যাসিস্ট রাজত্ব কায়েম হওয়ায় ইহুদীদের উপর নির্যাতন ভীষণভাবে বেড়ে যায় এবং ইহুদীরা আগের মতই আবার নাগরিক ও অর্থনৈতিক অধিকার বঞ্চিত হয়ে অনাগরিক যায়। এবং তারা যথেচ্ছ নির্যাতনের শিকার হয়। পোল্যান্ডে ইহুদী বিরোধী সরকার ক্ষমতায় এল, সরকার ইহুদীদের বয়কট করল এবং ১৯৩৭ পর্যন্ত ইহুদীদের সম্পূর্ণ বর্জন করল। হাঙ্গেরী, রোমানীয়া এবং নাৎসী-সৃষ্ট ক্রোয়েশিয়া ও স্লোভাকিয়াতে ইহুদী-বিরোধী (অ্যান্টি-সেমাইটিক) সরকার তৈরী হল আর জার্মানী, অস্ট্রিয়া ও চেক অঞ্চল যুক্ত করল।

আরব বিদ্রোহ ঃ

১৯৩৬-৩৯-এর মধ্যে আরব বিদ্রোহ হয় ও শ্বেতপত্র, ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত হয়। ইহুদী অভিবাসন এবং নাৎসী প্রচারের ফলে প্যালেস্টাইনে ব্যাপক আরব বিদ্রোহ হয়। ইহুদী সংস্থার প্রধান বেন গুরিয়ন আরব বিদ্রোহের মোকাবিলা করেন হাভলাগাগ নীতির দ্বারা —মেরুকরণ রুখতে, আরব আক্রমণ দ্বারা উত্তেজিত হতে প্রত্যাখ্যান করা এবং সংযম রাখা। এৎজেল গোষ্ঠী 'হাগানা' থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এই নীতির বিরোধীতা করে।

এর উত্তরে ব্রিটিশরা পিল আয়োগ গঠন করে একটা প্রকাশ্য তদন্ত হয় যা সুপারিশ করে— গ্যালিলি এবং ওয়েস্টার্ন কোস্টে সম্পূর্ণভাবে ইহুদী অঞ্চল সৃষ্টি

১। বাউহাউ— ১৯১৯-১৯৩৩ পর্যন্ত চালু জার্মান আর্ট স্কুল, তারা কারুশিল্প ও চারুকলা একত্রিত করেছিল এবং তারা নক্সা তৈরীর জন্য বিখ্যাত ছিল।

হবে এবং ২,২৫,০০০ আরবদের অন্যত্র স্থানান্তরিত করতে হবে, অবশিষ্ট অংশ সম্পূর্ণ আরব এলাকা হবে। চেম ভিজম্যান এবং ডেভিড বেন গুরিয়ন এই দুই প্রধান ইহুদী নেতা ইহুদীবাদী কংগ্রেসকে রাজি করালেন যে তারা যেন এই পিল সুপারিশ অকুণ্ঠভাবে অনুমোদন করে যাতে এটাকে ভিত্তি করে পরবর্তী আপস আলোচনা চালানো যাবে। প্যালেস্টানের আরব নেতৃত্ব সরাসরি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং নতুন করে বিদ্রোহ করে। এতে ব্রিটিশরা আরবদের তোষণ করতে লেগে পড়ে এবং এই পরিকল্পনা রূপায়ন যোগ্য নয় বলে পরিত্যাগ করে।

পিল আয়োগের সম্মুখে আর্জি পেশ করে ভিজম্যান বলেন, "ইউরোপে ৬০,০০,০০০ মানুষ আছে যারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে, যেখানে তারা বাস করতে পারেনা এবং যেখানে তারা প্রবেশ করতে পারেনা।" ১৯৩৮ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপ থেকে পালাতে উন্মুখ বিশাল সংখ্যক ইহুদীর সমস্যা সমাধানের জন্য এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন ডাকে। ব্রিটেন শর্ত আরোপ করে যে সে উপস্থিত থাকবে যদি প্যালেস্টাইনকে এই আলোচনার বাইরে রাখা হয়। কোনো ইহুদী প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানানো হল না। নাৎসীরা তাদের মত করে সমাধান প্রস্তাব করল। ইউরোপের ইহুদীদের মাদাগাস্কারে জাহাজ করে পাঠানো হোক (মাদাগাস্কার পরিকল্পনা—পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের আন্দামানের পাঠানোর চেয়েও ভয়ঙ্কর—মাদাগাস্কার ভয়ানক হিংস্র শ্বাপদ সঙ্কুল চূড়ান্ত অনুন্নত এক জায়গা, অন্ততঃ তখন)। যখন লক্ষ লক্ষ ইহুদী ইউরোপ ছাড়তে চাইছে এবং পৃথিবীর সমস্ত দেশ তাদের জন্য দরজা বন্ধ করেছে ব্রিটেন সিদ্ধান্ত নিল তাদের জন্য প্যালেস্টাইনও বন্ধ করে দেবে (পূর্বতন বাম পন্থী সরকার এবং বর্তমান সরকার একই পরিস্থিতি তৈরী করেছে এবং করছে বাঙলী হিন্দুদের জন্য। বিগত ৮০ বছর ধরে সেই দশা চলছে)। ১৯৩৯ সালের শ্বেতপত্র সুপারিশ করেছিল, দশ বছরের মধ্যে আরব ও ইহুদীদের যৌথপরিচালনায় স্বাধীন প্যালেস্টাইন গঠিত হবে। শ্বেতপত্রে বলা হয়েছিল ১৯৪০-৪৪-এর মধ্যে ৭৫০০০ ইহুদী অভিবাসীকে প্যালেস্টাইনে প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে। তারপর অভিবাসনের জন্য আরবদের সম্মতি লাগবে। আরব ও ইহুদী উভয় গোষ্ঠীর নেতারা শ্বেতপত্র খারিজ করল। ১৯৪০-এ প্যালেস্টাইনে ব্রিটিশ হাইকমিশনার ফরমান জারি করল প্যালেস্টাইনের ৯৫% জায়গায় ইহুদীরা জমি কিনতে পারবেনা। ইহুদীরা তখন আইন ভেঙ্গে অভিবাসন শুরু করল (আলিয়াবেট বা হাপালা) তারা [১]'মোসাদ লা অলিয়া বেট' এবং ইর গুন (defence council) দ্বারা

১। 'ব্রিটিশ প্যালেস্টাইন'-এ হাগানাহ-র শাখা (পরবর্তীকালে যা ইস্রায়েল রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল)। এরা কাজ করত ব্রিটিশ প্যালেস্টাইনে (পরবর্তীকালে ইস্রায়েল)-এবং ইহুদী অভিবাসনে সহায়তা করত।

সমর্থিত হয়েছিল। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫-এর মধ্যে খুব কম ইহুদী ইউরোপ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল।

❒ **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ইহুদী ধ্বংসলীলা/মারণ যজ্ঞ**— দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইহুদী সংস্থা ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধের জন্য সৈন্য তৈরী করল। চার্চিল এই পরিকল্পনায় সায় দিলেন কিন্তু ব্রিটিশ সামরিক বাহিনী এবং সরকারের বিরোধীরা একে বাতিল করল; ব্রিটিশরা দাবি করল যে ইহুদীদের সৈন্য সংখ্যা আরব সৈন্য সংখ্যার তুল্যমূল্য হতে হবে কিন্তু কোনো আরবই ব্রিটেনের জন্য লড়াই করবেনা অন্যদিকে প্যালেস্টাইন নেতা জেরুজালেমের মুফতি ইউরোপে নাৎসীদের সঙ্গে যোগদিল। কারণ নাৎসীরা ইহুদীর চরম শত্রু, মুফতিও তাই।

১৯৪১-এর মে মাসে উত্তর আফ্রিকা দিয়ে অক্ষশক্তির আক্রমণ থেকে [১]**ইসুভকে** রক্ষা করতে মরিয়া হয়ে ১৯৪২-র জুনে যখন রোমেলের বাহিনী মিশরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল তখনও ব্রিটেন ইহুদীদের অস্ত্র সরবরাহ করতে অরাজি হওয়ায় এবং শ্বেতপত্রের কারণে প্যালেস্টাইনে এক জিয়নিস্ট (ইহুদীবাদী) নেতৃত্বের অভ্যুদয় ঘটল এবং তারা বুঝল যে ব্রিটিশদের সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য। এতদসত্ত্বেও ইহুদী সংস্থ্যা প্যালেস্টাইনের ইহুদী যুব সম্প্রদায়কে সংগ্রামে সামিল হওয়ার জন্য (নারী পুরষ উভয়) ৩০,০০০ প্যালেস্টিনীয় ইহুদী এবং ৬০০০ প্যালেস্টিনীয় আরব ব্রিটিশ বাহিনীতে নাম লেখাল যুদ্ধপর্বে। জুন ১৯৪৪ ব্রিটিশরা সম্মত হল, ইটালিতে লড়াই করার জন্য বিশেষ ইহুদী সৈন্যদল সৃষ্টি করাল। প্রায় ১৫ লক্ষ ইহুদী সারা পৃথিবী জুড়ে মিত্র শক্তির সমস্ত শাখায় কাজ করল বিশেষতঃ সোভিয়েত রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্য বাহিনীতে। সোভিয়েত বাহিনীতে যোগ দিয়ে দু'লক্ষ ইহুদী মারা গেল। পরবর্তী কালে এই সব অভিজ্ঞ সমরবিদরা ইস্রায়েলের সঙ্গে যুদ্ধে স্বেচ্ছায় অংশ নিয়েছিল বা একে সক্রিয় সমর্থন জুগিয়েছিল।

[২]আব্রাহাম স্টার্ন-এর নেতৃত্বে, প্যালেস্টাইনে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে উৎসর্গীকৃত ২০০ জন কর্মীর একটি দল, এৎজেল (যারা ব্রিটিশদের সমর্থন করার পক্ষে ছিল) এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করল। বোঝা যায় চার দিক থেকে সাঁড়াশী আক্রমনে ইহুদীরা বিভ্রান্ত, অসহায় দিশাহারা। ১৯৪০ সালে সোভিয়েত রাশিয়া 'শোধনবাদী' ইহুদী নেতা মেনাচেম বিগিনকে মুক্তি দিল এবং তিনি প্যালেস্টাইন গেলেন। তিনি এৎজেল সংগঠনের হাল ধরলেন এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বর্ধিত আকারে সংঘর্ষে যাওয়ার রণনীতি অবলম্বন করলেন। সম সময়ে [৩]ইৎঝাক সামির ইরিস্ট্রিয়া শিবির থেকে,

১। ইসুভ—ইস্রায়েলের ইহুদী বসবাসকারী।

২। ইহুদী আধা সামরিক বাহিনী ইরগুন-এর অন্যতম নেতা। ১৯৪০-এর সেপ্টেম্বর মাসে তিনি লেহি নামে এক স্বতন্ত্র জঙ্গী গোষ্ঠী স্থাপন করেন।

৩। জিয়নপন্থী আধা-সামরিক বাহিনী লেহির নেতা ছিলেন। ইস্রায়েল স্বাধীন হওয়ার পর তিনি দুদফা প্রধানমন্ত্রী হন।

যেখানে বিনা বিচারে লেহি কর্মীদের বন্দী করে রেখেছিল, সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন এবং লেহিদের (স্টার্ন গোষ্ঠী) ভার নিলেন। মধ্যপ্রাচ্যে ইহুদীরাও যুদ্ধদ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ছিল। উত্তর আফ্রিকার অধিকাংশ অঞ্চলও নাৎসীদের দখলে চলে গেল; ইহুদীদের ক্রীতদাস হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছিল। ১৯৪১-এ অক্ষশক্তির সমর্থকরা ইরাকে অভ্যুত্থান ঘটাল এবং তার সঙ্গে চলল ইহুদী নিধন। [১]রোমেল প্যালেস্টাইন আক্রমণ করলে কিভাবে তার মোকাবিলা করা হবে ইহুদী সংস্থা একযোগে এর পরিকল্পনা ফাঁদল। নাৎসীরা ছক করেছিল প্যালেস্টাইনের ইহুদীদের নির্মূল করবে।

১৯৩৯-৪৫ হিটলারের নাৎসী তাঁর দেশের এক বৃহৎ অংশের সঙ্গে ইউরোপের সমস্ত ইহুদীকে খতম করার এক ভয়াবহ চক্রান্ত করে যা **হোলোকস্ট বা ব্যাপক মারণ** যজ্ঞ নামে পরিচিত। এবং ৬০ লক্ষ ইহুদীকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে। এর এক-চতুর্থাংশ ছিল শিশু যাতে ইহুদীদের ভবিষ্যত প্রজন্ম বলে কিছু না থাকে। পোল্যাণ্ড ও জার্মানীর যে ইহুদীরা প্রাক ১৯৪৫-এর ইহুদী দুনিয়ার নির্দ্ধারক ছিল; তারা প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেল। যুক্তরাষ্ট্র এবং প্যালেস্টাইনের ইউরোপীয় শিকড়যুক্ত ইহুদীরা তাদের পরিবার ও মূল ধারার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। **যে সেফারাদি ও মিরজাহী ইহুদীরা সংখ্যালঘু ছিল তা ইহুদী দুনিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল**। মধ্য ইউরোপের যে ইহুদীরা প্রাণে বেঁচে গেল তারা হয়ে গেল উদ্বাস্তু; একটা ইঙ্গ-মার্কিন তদন্ত কমিটি তৈরী হ'ল প্যালেস্টাইন সমস্যা পরখ করার জন্য; তারা সমীক্ষা করে জানাল যে ৯৫%-এর বেশী ইহুদী প্যালেস্টাইনে চলে যেতে চায়।

নরমপন্থী ব্রিটিশ-সমর্থক এবং ব্রিটিশ নাগরিক ভিজম্যান ব্রিটেনের ইহুদী বিরোধী নীতির জন্য খানিকটা খাটো হয়ে গেলেন। **ব্রিটিশ বিরোধী সমাজবাদী-ইহুদীবাদী দল মাপাই, যার নেতৃত্বে ছিলেন ডেভিড বেন গুরিয়ন, এখন ইহুদীবাদী আন্দোলনের পুরোভাগে চলে এল। এখন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদীরা ইহুদীবাদী আন্দোলনকে হাতের মুঠোয় নিয়ে নিল।**

এই যুদ্ধে ব্রিটিশরা সাংঘাতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ল এবং তারা আরব দেশগুলির তেল সম্পদের উপর নির্ভরশীল হ'ল। লেবার পার্টি এতদিন ইহুদীদের জন্য প্যালেস্টাইনে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবী করত কিন্তু এখন ভোটে জিতে ১৯৩৯-এর শ্বেতপত্রের নীতি আঁকড়ে ধরল। পূর্বতন তরবারিধারী এবং [২]ঘেটো যোদ্ধারা একটা সংগঠন তৈরী করে ব্রিখা নামে ("লড়াই")। তারা নিধনকাণ্ডের জীবিতদের লুকিয়ে

১। রোমেল —নাৎসী বাহিনীর দুর্দ্ধর্ষ মার্শাল তাঁকে 'মরুভূমির শেয়াল' বলা হ'ত।

২। ঘেটো—শহরের যে সীমিত অংশে সংখ্যালঘুরা থাকে সামাজিক আইনি ও অর্থনৈতিক চাপে। বহু জায়গায় ইহুদীদের ঘেটোয় রাখা হত।

ছোট নৌকোয চাপিয়ে ব্রিটিশ অবরোধ ভেঙ্গে প্যালেস্টাইনে আনে। আরব দেশ-গুলো থেকে ইহুদী দলে দলে প্যালেস্টাইনে ঢোকে। এই [১]আলিয়া বেট-এর মারফৎ ১১০,০০০ ইহুদী প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করে। এবং মহাযুদ্ধ শেষে তারা প্যালেস্টাইনের জনসংখ্যার ৩৩% হয়।

হাগানা নামে ইহুদী গেরিলা সংগঠন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে চকিত আক্রমণ শানাতে লাগল। এৎজেল আর স্টার্নগ্যাঙ সঙ্গে মিলে ইহুদী প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠল। ব্রিটিশরা ১৯৪৬-এ অপারেশন অগাথা শুরু করল ইহুদী অন্তর্ঘাত-এর বিরুদ্ধে। ২৭০০ ইহুদী বন্দী হল তাদের নেতৃবৃন্দ সহ বিনা বিচারে আটকে রাখা হল। তাদের সদর দফতরে ব্রিটিশরা হানা দিল।

পোল্যাণ্ড কিয়েলশ ধ্বংসলীলায় (জুলাই, ১৯৪৬) অজস্র ইহুদীর প্রাণ গেল জীবিতরা পালাল। '৪৫—'৪৮, ১২০০০০ ইহুদী পোল্যাণ্ড ছেড়ে গেল—চোরাগোপ্তা সংগঠন বেরিহাহ এর বন্দোবস্ত করে। একইভাবে হাঙ্গেরী রোমানীয়া, চেকোস্লোভাকিয়া যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি দেশের আড়াইলক্ষ হোলোকস্ট-জীবিতরা প্যালেস্টাইনে আসে। ব্রিটিশরা এই সমস্ত ইহুদীদের আটলিট আটক শিবির এবং সাইপ্রাস অন্তরীপ শিবিরে বন্দী করে। এদের মধ্যে শিশু ও অনাথরাও ছিল। সাইপ্রাসবাসীদের আশঙ্কা হ'ল যে যেহেতু তাদের কোনও দলিল দস্তাবেজ নেই এবং ১৯৩৯-এর শ্বেতপত্রের কোটা পূরণ হয়নি এরা ওখানেই থেকে যাবে। তাই ব্রিটিশরা প্রতি মাসে ৭৫০ করে ৭৫০০০ ইহুদীকে দশ বছরে প্যালেস্টাইনে ঢোকার অনুমতি দিল।

১৯৪৬-এর জুলাইয়ে একত্রিত ইহুদী প্রতিরোধ আন্দোলন ভেঙ্গে গেল যখন এৎজেলরা কিঙ ডেভিড হোটেলে ব্রিটিশ সামরিক সদর দফতরে বোমা মেরে ৯১ জনকে হত্যা করল। বোমাবর্ষণের পর তেল আভিভে কার্ফু জারি হ'ল এবং ১২০,০০০ ইহুদীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হ'ল। যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস পরিস্থিতি পরিচালনায় ব্রিটিশ গাফিলতির সমালোচনা করল। ১৯৪৭-এ লেবারসরকার প্যালেস্টাইন সমস্যাটিকে নবগঠিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিকট প্রেরণ করল।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিভাজন পরিকল্পনা

১৯৪৭-এর ২রা এপ্রিল ব্রিটেন সাধারণ সভায় (General Assembly) বিষয়টি উল্লেখ করল। সাধারণ সভা রাষ্ট্রসঙ্ঘ বিশেষ প্যালেস্টাইন কমিটি (UNSCOP) তৈরী করল; আরবরা বয়কট করল। কমিটি ইহুদী সংগঠন গুলির সঙ্গে আলোচনা করল।

১। আলিয়াভেট— অবৈধ ইহুদী অনুপ্রবেশ।

ব্রিটেন জাহাজে করে আবার অবৈধ ইহুদীদের ফেরৎ পাঠাতে চেষ্টা করল (Exodus 1947) কিন্তু জার্মানীর হ্যামবুর্গে ব্রিটিশ সৈন্যরা তাদের বলপূর্বক সরিয়ে দিল। অ-জিয়নিস্ট গোঁড়া ইহুদী (জারেদী) দল **অ্যাকুইডাট** ইস্রায়েল সুপারিশ করল যে প্রাচীনপন্থী মহিলাদের সামরিক বাহিনীতে যোগদান বা ছাত্রদের ধর্মীয় আলোচনা সভা থেকে মুক্তি দিতে হবে, সাবাথ হবে জাতীয় ছুটির দিন এবং [১]কোশারখাদ্য সরকারী প্রতিষ্ঠানে নিশ্চিত করতে হবে। এবং ইহুদী রাষ্ট্র গঠন করতে হবে।

UNSCOP সুপারিশ করল এক স্বাধীন ইহুদী রাষ্ট্র, এবং স্বাধীন আরব রাষ্ট্র এবং জেরুজালেম শহর থাকবে আন্তর্জাতিক অছি পরিষদের হাতে। ১৯৪৭-এর ২৯, নভেম্বর সামান্য অদল বদল করে সভা এই রিপোর্ট গ্রহণ করল ব্রিটিশদের বলা হ'ল তারা যেন ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮-এর মধ্যে যথেষ্ট পরিমানে ইহুদী অভিবাসনে সায় দেয়।

ব্রিটেন বা রাষ্ট্রসঙ্ঘ কেউই এই প্রস্তাব কার্যকর করতে পদক্ষেপ করল না। ব্রিটেন ইহুদী অভিবাসনে বাঁধা দিতে থাকল। তারা ইঙ্গ-আরব সম্পর্কের অবনতির কথা মাথায় রেখে এই কাজ করছিল অর্থাৎ চিরাচরিত স্বার্থপরতা, মানবতার কথা ধোপদুরস্ত বুকনির সমষ্টি মাত্র। আমেরিকা এখন সুপার পাওয়ার তারা ব্রিটিশ আধিপত্য মানবেনা এবং বহু ইহুদীকে তারা আশ্রয় দিয়েছিল। এমনকি রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিনিধিদেরও ব্রিটেন প্যালেস্টাইনে ঢুকতে দেয়নি। অবশেষে ১৯৪৮-এর মে মাসে ব্রিটিশরা পিছু হটল কিন্তু যোদ্ধবয়সের তরুণ ইহুদী ও তাদের পরিবারবর্গকে ১৯৪৯-এর মার্চ পর্যন্ত ব্রিটেন আটকে রাখল।

সাধারণ সভার আদেশ ইহুদী শিবিরে উল্লাস ও আরব সম্প্রদায়ের মধ্যে অসন্তোষ আনল। দুই পক্ষের মধ্যে হিংসা ছড়ালো এবং তা গৃহযুদ্ধে পরিণত হ'ল। ১৯৪৮-এর জানুয়ারী পর্যন্ত লড়াই হ'ল পুরোপুরি সামরিক—আরব লিবারেশন আর্মি (মুক্তি বাহিনী) তাতে অংশ নিল, আলাদা আলাদ অংশ বিভিন্ন উপকূলবর্তী শহরে লড়াই চালাল। গালিলি ও সামরিয়াতে সেনা সমাবেশ হ'ল। পবিত্র যুদ্ধ বাহিনী এল মিশর থেকে আব্দাল কাদির আলহুসেনীর নেতৃত্বে কয়েকশ সৈন্য নিয়ে। জেরুজালেমের ১০০০০ ইহুদীকে তারা কয়েক হাজার স্বেচ্ছাসেবক দিয়ে অবরোধ করল। [২]ইসুভ চেষ্টা করল অস্ত্র সজ্জিত গাড়ী দিয়ে শহরে সরবরাহ বজায় রাখার কিন্তু ব্যর্থ হ'ল। মার্চ নাগাদ হাগানাহ-র সমস্ত অস্ত্র সজ্জিত যান ধ্বংস হ'ল অবরোধ চলল পুরোমাত্রায় এবং শ'য়ে শ'য়ে হাগনাহ সৈন্যকে হত্যা করা হ'ল। হাইফা, জাফা, জেরুজালেম থেকে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রায় ১,০০,০০০ আরব বাইরে বা পূর্ব দিকে আরব

১। ইহুদী ধর্মীয় খাদ্য বিধি। ইহুদী আইন হালাখা অনুযায়ী যে সমস্ত খাদ্য খাওয়া হয়।
২। ইস্রায়েলের ইহুদী বসতকারী—ইসুভ।

অঞ্চলে সরে গেল। এই পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র বিভাজন পরিকল্পনা থেকে সরে এল তাই আরব লীগ মনে করল যে প্যালেস্টাইনের আরবরা 'আরব মুক্তি বাহিনীর' সহায়তায় বিভাজন পরিকল্পনা ভেস্তে দিতে পারবে। অন্যদিকে ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ ব্রিটিশরা প্যালেস্টাইনের আরব অংশটি জর্ডনের সঙ্গে জুড়ে দেবে ঠিক করল।

পাল্টা মার ইহুদীদের

ডেভিড বেনগুরিয়ন হাগানাহকে স্বীকৃতি দিল এবং বাধ্যতামূলক করল সেনাবাহিনীতে যোগদান। প্রতিটি ইহুদী পুরুষ ও মহিলাকে সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে গোল্ডমায়ারের কল্যানে সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদের থেকে অর্থ সংগ্রহ এবং ইহুদীবাদী আন্দোলনকে **স্টালিনের সমর্থনের কারণে** প্যালেস্টাইনে ইহুদীরা পূর্ব ইউরোপ থেকে অস্ত্র ক্রয় করতে সমর্থ হ'ল। আরব দেশগুলিতে হস্তক্ষেপ করার জন্য ডেভিড বেন গুরিয়ন ইয়াগেন ইয়াদিনকে দায়িত্ব দিলেন। প্ল্যান ডালেট অনুযায়ী আত্মরক্ষার চেয়ে আক্রমণ করাই শ্রেয়তর মনে করা হ'ল। মিশ্র এলাকা জয় করে ইহুদী রাষ্ট্রের অবিচ্ছিন্নতা বজায় রাখার উদ্যোগ নেওয়া হ'ল। টাইবেরিয়াস, হাইফা, সাফেদ, বেইসান জাকা এবং একর-এর পতন হ'ল—এর ফলে আড়াইলক্ষ প্যালেস্টিনীয় আরব পালাল। এই পরিস্থিতিতে পড়শি আরব দেশগুলি হস্তক্ষেপ করল।

১৯৪৮-এর ১৪ই মে যেদিন শেষ ব্রিটিশ বাহিনী হাইফা ছাড়ল ইহুদী গণপরিষদ (Jewish Peoples Council) তেল আভিভ মিউজিয়ামে সমবেত হ'ল, [১]এরেৎস ইস্রায়েলে একটি ইহুদী রাষ্ট্র স্থাপনের কথা ঘোষণা করল— যার নাম হবে ইস্রায়েল রাষ্ট্র।

প্রায় তিন হাজার বছরের নিরবচ্ছিন্ন অত্যাচার আক্রমণের পর ইহুদীরা শুধুমাত্র ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের নৈষ্ঠিক একতার জোরে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র পেল সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, বহু প্রাণের বিনিময়ে—বাঙালী হিন্দুরা কি শিখবে কিছু?

তবে এর পরেও মুসলিম দুনিয়া তাদের শান্তি দেয়নি। কিন্তু ইহুদীদের লড়াই চলেছে।

১। **এরেৎস ইস্রায়েল— দক্ষিণ লেভান্ট-এ অনির্দিষ্ট ভৌগলিক বিস্তৃতির ঐতিহ্যগত ইহুদী নাম। এটা ক্যানানের দেশ ভূমি, প্রতিশ্রুত ভূমি, পবিত্রভূমি এবং প্যালেস্টাইন প্রভৃতি বিভিন্ন ঐতিহাসিক নামে পরিচিত।**

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বাধীনতাযুদ্ধ ১৯৪৮—বর্তমান কাল আরব-ইস্রায়েল যুদ্ধ—নতুন রাষ্ট্র ঘোষণার অব্যবহিত পরে, দুই বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্র, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হ্যারি এস ট্রুম্যান ও সোভিয়েত নেতা স্ট্যালিন উভয়ই তাকে স্বীকৃতি দিল। অন্যদিকে সমস্ত আরবলীগ সদস্য মিশর, জর্ডন, সিরিয়া, লেবানন এবং ইরাক রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিভাজন পরিকল্পনা মেনে নিতে অস্বীকার করল এবং সমস্ত প্যালেস্টাইনে আরবদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী জানাল। আরব দেশগুলি ইস্রায়েল আক্রমণ করল এবং আরব ইস্রায়েল যুদ্ধ শুরু হ'ল। আরব দেশগুলির ভারী সমরাস্ত্র ছিল; আর ইস্রায়েল ১৫ই মের আগে রাষ্ট্র ছিল না তাই তারা অস্ত্র কিনতে পারেনি। ১৯৪৮-এর ২৯ শে মে ব্রিটিশরা রাষ্ট্রসঙ্ঘ নিরাপত্তা পরিষদের ৫০ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে ঐ অঞ্চলে অস্ত্র সম্বরণ জারি করল। চেকোস্লোভাকিয়া কিন্তু ইস্রায়েলকে অস্ত্র পাঠালো যাতে ব্রিটিশদের সরবরাহ করা ভারী অস্ত্রের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। ১১ই জুন রাষ্ট্রসঙ্ঘের মাসব্যাপী অস্ত্র-বিরতি কার্যকর হ'ল।

স্বাধীনতার পর হাগানাহ পরিণত হ'ল ইস্রায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনীতে। পালম্যাখ, এৎজেল এবং লেহিকে বলা হ'ল আলাদা অস্তিত্ব ঘুঁচিয়ে আইডিত্রফ (Israel Defence Forces)-এ যোগ দিতে। যুদ্ধবিরতি কালে এৎজেল কিছু বেসরকারি অস্ত্র আনতে চেষ্টা করেছিল আল্টালেনা নামে জাহাজে। যখন তারা সরকারকে অস্ত্র তুলে দিতে অসম্মত হ'ল বেন-গুরিয়নের আদেশে জাহাজ ডুবিয়ে দেওয়া হ'ল। কয়েকজন এৎজেল সদস্য এই সংঘর্ষে মারা গেল।

বৃহৎ সংখ্যক ইহুদী অভিবাসী, যাদের মধ্যে ছিল প্রচুর সমরাভিজ্ঞ এবং হোলোকস্ট-ফেরৎ ইহুদী, তারা IDF-এ যোগ দিল।

ইহুদী রাষ্ট্র প্রারম্ভিক ভাবে কিছু অঞ্চল খোয়ালেও জুলাই থেকে উল্টো স্রোতে তারা আরবদের শুধু হারালো না প্রস্তাবিত আরবরাষ্ট্রের কিছু অংশ দখল করল। নভেম্বরের শেষে ইস্রায়েলী সিরিয় এবং লেবানীয়দের মধ্যে এক অস্বস্তিকর যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা হ'ল। আরবে রাজা আব্দুল্লা জর্ডনের পশ্চিমাংশ আরব প্যালেস্টাইনের সঙ্গে জুড়ে দিল। একমাত্র ব্রিটেন তাকে স্বীকৃতি জানাল।

মিশর (২৪শে ফেব্রুয়ারী), লেবানন (২৩শে মার্চ), জর্ডন (৩রা এপ্রিল) এবং সিরিয়া ২০শে জুলাই সামরিক যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে কিন্তু প্রকৃত কোনও শান্তি চুক্তি হয়নি। স্থায়ী যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ায়, গ্রীণলাইন বলে পরিচিত নতুন সীমানা তৈরী হ'ল ইস্রায়েলের। কিন্তু আরবরা এই আন্তর্জাতিক সীমান্ত মানল না। ইস্রায়েলের

প্রতিরক্ষা বাহিনী গাসিলী, জাজরীল উপত্যাকা, পশ্চিম জেরুজালেম, উপকূলবর্তী সমভূমি এবং নেগেভ ছিনিয়ে নিল বীরদর্পে। সিরিয়রা গালিলী সাগরের ধারে একটা সরু অংশ, যা মূল ইস্রায়েলের অংশ ছিল তা দখল করে রাখল, লেবানীয়রা রোশ হাঙ্কিরা নামে একটা ক্ষুদ্র এলাকা অধিকারে রাখল আর মিশর গাজাস্ট্রীপ ধরে রাখল। জর্ডন বাহিনী ওয়েস্টব্যঙ্ক দখল করে রাখল।

যুদ্ধ বিরতির পর ব্রিটেন ২০০০ ইহুদী বন্দীকে ছেড়ে দিল এবং ইস্রায়েলকে স্বীকৃতি দিল। ১৯৪৯ সালে ১১ই মে ইস্রায়েলকে রাষ্ট্র সঙ্ঘের সদস্য করা হ'ল। এই যুদ্ধে সাড়ে ছয় লক্ষ ইহুদীদের মধ্যে ৬ হাজার পুরুষ ও নারী নিহত হয়েছিল। রাষ্ট্রসঙ্ঘের হিসাব অনুসারে ৭,২৬,০০০ প্যালেস্টিনীয়রা হয় পালিয়ে ছিল বা ইহুদী দ্বারা বিতাড়িত হয়েছিল ১৯৪৭-৪৯-এর মধ্যে। এই প্যালেস্টিনীয় উদ্বাস্তুদের সহায়তা দেবার জন্য ইউনাইটেড নেশন রিফিউজিস অব ওয়ার এজেন্সি (UNRWA) গঠন করা হয়েছিল ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বরে।

১৯৪৮—১৯৫৫ ঃ—

১২০ সদস্যের ইস্রায়েলী সংসদ নেসেট গঠন করা হয়। কোন দল একা সরকার গঠন করেনি, '৭৭ সাল পর্যন্ত মাপাই দল নেতৃত্ব দিয়েছে। ৭ লক্ষ ইহুদী বাইরে থেকে এসেছিল। ৩ লক্ষ আরব দেশগুলি থেকে এবং ২,৭০,০০০ পূর্ব ইউরোপ থেকে, মূলত রোমানিয়া ও পোল্যাণ্ড থেকে। এদের মধ্যে মাত্র ১,৩৬,০০০ জন বৈধ নাগরিক ছিল। ১৯৫০ সালে নেসেট বিল আনে যে সমস্ত ইহুদী এবং ইহুদী-বংশোদ্ভুত ইস্রায়েলে ফিরতে পারবে ও নাগরিকত্ব পাবে। ইয়েমেন থেকে ৫০,০০০, ইরাক থেকে ১,২০,০০০, আলজিরিয়া, মরক্কো ও টিউনিশিয়া থেকে ৫,০০,০০০ ইহুদী ইস্রায়েলে আসে। মনে রাখতে হবে ঐ সমস্ত দেশ থেকে আগত ইহুদীরা ওখানকারই আদি অধিবাসী ছিল কিন্তু ইহুদীরা ইলসামের উত্থানের সময় থেকে ক্রমশ কোণঠাসা হয়েছিল চিরাচরিত ইসলামী প্রথার আধিপত্য কায়েমের পদ্ধতি দ্বারা—নির্যাতন, খুন, প্রলোভন, বিতাড়ন, আন্তর্বিবাহ এবং ধর্মান্তরণ। কুড়ি বছরে ৮,৫০,০০০ ইহুদী আরব দেশগুলো থেকে এবং ফ্রান্স ও আমেরিকা থেকে এসেছিল। বর্তমানে আরব দেশসমূহে ৯০০০ ইহুদী আছে যার মধ্যে ৭৫% টিউনিশিয়াতে, দশবছরে লোক সংখ্যা ৮,০০,০০০ থেকে ২০ লাখে পৌঁছয়। এই কালপর্বে খাদ্য, বস্ত্র ও আসবাব রেশনিং করা হয়েছিল আর্থিক কঠোরতা আইনে (কুফাৎ হা সেনা)। অভিবাসীরা ছিল অধিকাংশ উদ্বাস্তু, কপর্দক শুন্য এবং তারা থাকত মাবারত নামে অস্থায়ী শিবিরে। ৫২ সালে ২ লক্ষ অভিবাসী সরকার নির্মিত

তাঁবু বা কাপড়ের তৈরী ছাউনীতে বাস করত। ইস্রায়েল প্রধানত যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদী নাগরিকদের থেকে অর্থসাহায্য পেত। তারপর অনেক বিতর্কের শেষে পশ্চিম জার্মানী থেকে কয়েকশ কোটি মার্ক অর্থ পায়, বিনিময়ে তাদের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে।

১৯৪৯-এ ১৪-বৎসর পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয়। রাষ্ট্র ইহুদীবাদী শিক্ষা প্রথা চালু করেছিল অন্য একটি সংগঠন বাকি প্যালেস্টিনীয় আরবদের শিক্ষার ব্যবস্থা নেয়। বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলি তখন নিজেদের শিক্ষা ব্যবস্থায় অভিবাসীদের আনার চেষ্টা করল। ১৯৫৩-এ শিক্ষা সেকুলার করা হল।

আবার ১৯৫২-এ ইহুদী বিদ্বেষের ফলে একদল ইহুদী ডাক্তারকে স্ট্যালিন কে বিষ-প্রয়োগে হত্যার অভিযোগে বিচার হল এবং একই রকম বিচার হ'ল চেকোশ্লোভাকিয়াতে। ইস্রায়েলকে নির্জোট আন্দোলনে প্রবেশাধিকার দেওয়া হ'ল না [১](বান্দুং সম্মেলন)। মিশর ইস্রায়েলী জাহাজের জন্য সুয়েজখাল বন্ধ করে দিল। গামাল আব্দুল নাসের (নেহরুর প্রাণাধিক বন্ধু) সামরিক অভ্যুত্থানে মিশরে ক্ষমতা দখল করে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র নতুন আরব রাষ্ট্রগুলি বিশেষ করে নাসেরের মিশরের সঙ্গে ভাল কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে এবং সৌদি আরবের সঙ্গেও। এর ফলে যে কূটনৈতিক বিচ্ছিন্নতা হয়েছিল তার সমাধান ইস্রায়েল করে ছিল আফ্রিকার সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি ও ফ্রান্সের সঙ্গে (ফ্রান্স তখন আলজিরীয় যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল) সম্পর্ক স্থাপন ক'রে।

'৫৩ থেকে '৫৬-এর মধ্যে আরব সন্ত্রাস ও অস্ত্র-বিরতি লঙ্ঘিত হওয়ার ফলে ইস্রায়েলের সীমান্ত বরাবর সংঘর্ষ মাঝে মাঝেই হয়। সংগঠিত ফিদায়ে আক্রমণ শানানো হয় মিশর অধিকৃত গাজা থেকে। ইস্রায়েল পাল্টা আক্রমণ করে গাজায়। '৫৫ তে মিশর সরকার নাৎসী রকেট বিজ্ঞানীদের কাজে লাগায়।

১৯৫৩-৫৫ শ্যারেট সরকার চলে। একটা মিথ্যা ইউ এস-মিশর সম্পর্ক বিঘ্নকারী ঘটনায় সরকারকে জড়ানোয় শ্যারেট পদত্যাগ করে এবং গুরিয়ন আবার প্রধানমন্ত্রী হন এবং '৬৩ সাল পর্যন্ত এ পদে আসীন ছিলেন।

১৯৫৫-১৯৬৩ : — ১৯৫৬ সালে নাসের ক্রমশ রাশিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং সুয়েজখাল জাতীয়করণ করে ও আকাবা উপসাগরও ইস্রায়েলের জন্য বন্ধ করে দেয় যাতে তারা লোহিত সাগরে না যেতে পারে। ইস্রায়েল গোপনে ফ্রান্সের

১। বান্দুং—ইন্দোনেশিয়ার একটি অঞ্চল এখানে প্রথম আফ্রো-এশিয় দেশগুলির সম্মেলন হয়। এপ্রিল ১৮-২৪,১৯৫৫।

সঙ্গে সেভর চুক্তি করে মিশরের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালানোর জন্য। ফ্রান্স ইস্রায়েলের সঙ্গে এক চুক্তি করে পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণের জন্য এবং '৬৮ সালে তারা পারমাণবিক অস্ত্র প্রস্তুতে সক্ষম হয়। ব্রিটেন ও ফ্রান্স এক হয়ে ইস্রায়েলের সঙ্গে হাত মেলায়। তারা ইস্রায়েলের সঙ্গে যোগসাজশে একটা অজুহাত খাড়া করে যাতে সুয়েজখাল অবরোধ করা যায়। ইস্রায়েলকে মিশর আক্রমণ করতে হবে এবং ব্রিটেন ও ফ্রান্স একযোগে উভয় পক্ষকে অস্ত্র প্রত্যাহার করতে বলবে। যখন প্রত্যাশা মতো মিশর গররাজী হবে তখন ব্রিটেন ও ফ্রান্স বাহিনী সুয়েজখালের দখল নিতে অগ্রসর হবে।

১৯৫৬ সালের ২৯শে অক্টোবর জেনারেল মশে দয়ানের নেতৃত্বে ইস্রায়েল বাহিনী মিশর আক্রমণ করে, ৩০শে অক্টোবর ব্রিটেন ও ফ্রান্স তাদের পূর্ব পরিকল্পনা মতো দুপক্ষকেই অস্ত্র সম্বরণ করতে আহ্বান জানাল, যখন মিশর শুনলনা, ব্রিটেন ও ফ্রান্স বলল যে তারা যেন খাল থেকে সরে যায়, কিন্তু মিশর কিছুই মানল না, ওরা বলল ওদের নৌবাহিনী খালের দখল নেবে। মিশর অস্বীকৃত হওয়ায়, মিত্র-বাহিনী ৩১শে অক্টোবর মিশরীয় বায়ুসেনাকে নস্যাৎ করার জন্য বিমান হানা চালাল। ৫ই নভেম্বরের মধ্যে ইস্রায়েল সিনাই পুরো কব্জা করল। ইঙ্গ ফরাসী আক্রমণ সেইদিনই চলল, রাষ্ট্রসঙ্ঘে অনেক সোরগোল উঠল। যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া একযোগে ইস্রায়েল, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের নিন্দায় মুখর হল। রাষ্ট্রসঙ্ঘের শান্তিরক্ষী বাহিনী সিনাই অঞ্চলে মিশর ও ইস্রায়েলের জন্য আলাদা স্থান নির্দিষ্ট করল। কতকগুলি শর্তে ইস্রায়েল নেগেভ থেকে হাত গোটাল —যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ইস্রায়েলের সুয়েজখাল ব্যবহারের নিশ্চিতকরণ, আকারা উপসাগর থেকে ইস্রায়েলের নিষ্ক্রমণের পথ উন্মুক্ত করা এবং গাজা আক্রমণ থেকে ইস্রায়েলকে বিরত করা। এই সংঘর্ষের পর মধ্য প্রাচ্যে পশ্চিম ইউরোপের আধিপত্য হ্রাস পেল।

১৯৫৯ সাল থেকে ইস্রায়েলের সীমান্ত বরাবর বিবাদ নতুন করে শুরু হ'ল এবং ষাট-এর দশক জুড়ে তা চলল, আরব লীগ অর্থনৈতিক বয়কট জারি রাখল এবং জর্ডন নদীর অববাহিকায় জল-সম্পদ বণ্টন বিবাদ জিইয়ে রাখল। একদিকে রাশিয়া আরব দেশগুলিকে সমর্থন করছিল অন্যদিকে ফ্রান্স ইস্রায়েলকে সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করছিল। নাৎসী হোলোকস্টের অন্যতম ভাগীদার এ্যাডলফ্ আইখম্যান ধরা পড়ল আর্জেন্টিনায় মোসাদ-এর হাতে। তাকে ১৯৬২ সালে ফাঁসি দেওয়া হ'ল এবং ঐ বছরই মিশরে কর্মরত নাৎসী রকেট বিজ্ঞানীদের খতম করা শুরু করল। জানা গিয়েছিল যে তারা রাসায়নিক অস্ত্রপ্রয়োগ করতে চলেছে।

১৯৬৩—১৯৬৯ ঃ —

১৯৬৩ সালে জর্ডন নদীর জল সরবরাহ অব্যাহত রাখতে ইস্রায়েল একটা বিশাল জাতীয় জল প্রকল্প বানালো। এটা ছিল দক্ষিণ দিকে। আর আরবরা জর্ডন নদীর জলের মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে ইস্রায়েলের নেগেভ মরু অঞ্চলে জলহীন অবস্থায় শুখিয়ে মারার চেষ্টা করল। ইস্রায়েল ও সিরিয়ার মধ্যে সংঘর্ষ বেড়ে গেল।

১৯৬৪ সালে বেনে ইস্রায়েল যারা ভারতে ছিল তারা প্রকৃতই ইহুদী বলে সাব্যস্ত হ'ল তখন র‍্যাবিনিক্যাল কর্তৃপক্ষ তাদের ইস্রায়েলে ফিরিয়ে নিল।

১৯৬৬ সালে আলজিরিয়া যুদ্ধের অবসানে দ্য গল, স্থির করলেন আর ইস্রায়েলে অস্ত্রসরবরাহ করবে না এবং ৫০টা যুদ্ধ বিমান কেনার অর্থও ফেরৎ দেবে না। ১৯৬৬-র ৫ই ফেব্রুয়ারী যুক্তরাষ্ট্র মধ্য প্রাচ্যে সামরিক ভারসাম্য বজায় রাখতে পূর্বতন ফ্রান্স ও জার্মানির দায়বদ্ধতা নিজেদের হাতে তুলে নেবে স্থির করল। তারা ইস্রায়েলকে ২০০ টা এম ৪৮ ট্যাঙ্ক ও এ-৪ সাইহক সামরিক বিমান প্রদান করবে বলে অঙ্গীকার করল। ১৯৬৬ সালে ইস্রায়েলে বসবাসকারী আরবদের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে তাদের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনা হল।

১৯৬৬ থেকে সাদা-কালো টেলিভিশন চালু হ'ল এবং ১৫ই মে ৬৭তে নাওসি সেমারের ধ্রুপদী সঙ্গীত 'জেরুজালেম অব গোল্ড' দূরদর্শনের মুখ্য বিষয় হয়ে রইল। দুদিন পর সিরিয়া, মিশর ও জর্ডন ইস্রায়েল সীমান্তে সৈন্য মজুত করল। মিশর টাইরান প্রণালীতে ইস্রায়েলের জাহাজ ঢোকা বন্ধ করল, ২৬শে নাসের ঘোষণা করলেন এই যুদ্ধ হবে এক সার্বজনীন যুদ্ধ এবং এর লক্ষ হবে **ইস্রায়েলকে ধ্বংস করা**। নাসের দাবি করলেন রাষ্ট্রসঙ্ঘ যেন তাদের এমার্জেন্সী ফোর্সকে সরিয়ে নেয় এবং ভয় দেখালেন যে সিনাই-এর সংঘর্ষ সার্বিক যুদ্ধে পরিণত হবে। মিশরীয় বেতার আসন্ন গণহত্যার কথা বলাবলি করতে লাগল। টাইরান প্রণালী অবরোধ, ইস্রায়েল, যুদ্ধ ঘোষণার সমতুল্য বলে ধরে নিল। ইস্রায়েল তার অসামরিক লোক জনদের সৈন্যদলে যোগ দেয়ার জন্য ডাক দিল। ইস্রায়েলে অর্থনীতি স্তব্ধ হয়ে গেল। ইস্রায়েলীরা জাতীয় ঐক্য মোর্চা গঠন করল এবং প্রথম বারের জন্য মেনাচেম বেগিন-এর দল হেরাতকে মোর্চায় নিল। জাতীয় বেতার সম্প্রচারের সময় প্রধানমন্ত্রী লেভি এস কল ভয়ে তোতলামি করলে ইস্রায়েলে ব্যাপক উদ্বেগের সঞ্চার হল। টাওা মাথার মশে দয়ানকে (যিনি সিনাই যুদ্ধে বাহিনীর প্রধান ছিলেন) প্রতিরক্ষা মন্ত্রী করা হ'ল। ১৯৬৭, ৫ই জুন দয়ান শপথ নেবার আগে সকালে আগাম আক্রমণ করে মিশর বিমানবাহিনীকে খতম করল এবং ঐদিনই জর্ডন ও সিরিয়াকে পরাভূত করল। ১১ই জুন আরব বাহিনী উৎখাত হ'ল এবং সব পক্ষ রাষ্ট্রসঙ্ঘের যুদ্ধবিরতি

শর্ত মেনে নিল। **সিনাই উপদ্বীপ, গাজা ভূখণ্ড, গোলান হাইটস এবং জর্ডন নদীর জর্ডন নিয়ন্ত্রিত ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক ইস্রায়েল দখল করল।** পূর্ব জেরুজালেমকে স্বাভাবিক ভাবে ইস্রায়েল সংযুক্ত করেছিল। তাদের অধিবাসীদের স্থায়ী অধিবাসীর মর্যাদা ও ইস্রায়েলী নাগরিকত্বের আবেদন করার জন্য ইস্রায়েল ব্যবস্থা নিল। আন্তর্জাতিকভাবে এই সংযোজন স্বীকৃতি পায়নি।

অন্য অধিকৃত অঞ্চল সামরিক শাসনে রইল চূড়ান্ত নিষ্পত্তি পর্যন্ত। গোলান হাইটস ১৯৮১তে সংযুক্ত হ'ল। ১৯৬৭-র ২২শে নভেম্বর নিরাপত্তা পরিষদের রিজলুসন ২৪২ অনুসারে 'শান্তির দেশ' সূত্র গৃহীত হয়। স্থায়ী শান্তির জন্য ইস্রায়েলকে বলা হল ১৯৬৭ যুদ্ধে অধিকৃত অঞ্চল সমূহ ছেড়ে দিতে হবে, তার বিনিময়ে মিলবে 'রণংদেহী' মনোভাব প্রশমন, ঐ অঞ্চলে সব রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রতি পূর্নমর্যাদা এবং নিরাপদ স্বীকৃত সীমানার ভেতর শান্তিপূর্ণ বসবাসের অধিকার। উভয় পক্ষ দ্বারা এই প্রস্তাবনা গৃহীত হয়েছিল যদিও ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এবং পরবর্তী সমস্ত আলাপ আলোচনার ভিত্তি হিসাবে একে ধরা হয়। ১৯৬৭-র পরে যুক্তরাষ্ট্র ইস্রায়েলকে অস্ত্র সরবরাহ শুরু করে এবং রাশিয়া ইস্রায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আবার ইহুদী বিদ্বেষের কারণে শেষতম পোলিশ ইহুদীরা ইস্রায়েলে অভিবাসী হয়েছে।

ব্রিটিশ ম্যান্ডেট শেষ হওয়ার পর প্রথমবার ইহুদীরা পুরনো জেরুজালেম প্রবেশ করেছে এবং ওয়েস্টার্ন ওয়াল (পশ্চিম প্রাচীর)-এ প্রার্থনা করতে পেরেছে। কয়েক শতাব্দী পরে প্রায় ১৩ ফুট প্রশস্ত সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত পশ্চিম প্রাচীরের ধারে অবস্থিত ঐ গলিপথে তারা প্রার্থনা করে। (এটা সবচেয়ে পবিত্র স্থান ইহুদীদের)। হেব্রনে প্যাট্রিয়ার্কের গুহা দ্বিতীয় পবিত্রতম স্থান; ১৪শ শতাব্দীর পর ইহুদীরা ঐ স্থানে প্রার্থনার অনুমতি পায়, তৃতীয় পবিত্র স্থান বেথলেহেমের র‍্যাচেল টম্ব (Rachel's Tomb) তাদের গম্যস্থান হল। সিনাইয়ের তেলখনি ইস্রায়েলকে শক্তি উৎপাদনে স্বয়ম্ভর হতে সাহায্য করেছে। ১৯৬৮ সালে ১৬ বৎসর পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হল।

মার্চ ১৯৬৮তে জর্ডন ইস্রায়েলের রাস্তায় মাইন পুঁতে রাখায় ইস্রায়েল জর্ডনে ঘাঁটি গাড়া ফাতাহ-এর উপর আক্রমণ চালায়। ৬৯-এর গোড়ায়, সুয়েজখাল বরাবর আবার মিশর-ইস্রায়েল যুদ্ধ হয়; বারংবার মিশরীয় শেলিং এর (বোমাবর্ষণের) কারণে ইস্রায়েল মিশরের গভীরে গিয়ে আক্রমণ চালায়, ৬৯-এ গোল্ডা মায়ার প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হন ইস্রায়েলের।

❑ ১৯৬৯-১৯৭৪ ঃ-

ডিসেম্বর, ১৯৬৯-এ ইস্রায়েলী নৌসেনা ফ্রান্সের চেরবুর্গ বন্দর থেকে পাঁচটি

মিসাইল জাহাজ নেয় কারণ তারা আগে টাকা দিলেও ফ্রান্স তাদের তা দেয় নি। ১৯৭০-এর জুলাইয়ে ইস্রায়েলীরা পাঁচটি রুশ যুদ্ধ বিমানকে গুলি করে নামায়। কারণ তারা মিশরকে সাহায্য করছিল। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় ১৯৭০-এর অগাস্টে যুদ্ধ বিরতি হয়।

১৯৭০-এর সেপ্টেম্বর মাসে জর্ডান-এর রাজা হুসেন প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনকে সেখান থেকে বার করে দেয়। এই কারণে ১৮ই সেপ্টেম্বর সিরিয়া জর্ডান আক্রমণ করে। আবার যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে যুদ্ধ বিরতি হয়। পি এল ও-র কর্মকাণ্ড তখন লেবাননে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৬৯-এর কায়রো চুক্তি অনুযায়ী ইস্রায়েল তার দক্ষিণে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দেয় প্যালেস্টিনীয়দের এবং একে ফাতাহল্যাণ্ড বলা হয়। ১৯৭৫-৯০ পর্যন্ত লেবানন যুদ্ধের সূচনা থেকে, রাশিয়ায় নতুন করে ইহুদী-বিদ্বেষ হয় এবং অনেক ইহুদীকে গুলাগ ক্যাম্পে আটকে অত্যাচার করা হয়। ১৯৭১ জুড়ে ইস্রায়েলী ব্ল্যাক প্যান্থার্স বিক্ষোভ দেখায়। ১৯৭২ মিউনিখ অলিম্পিকে ১১জন ইস্রায়েলীকে প্যালেস্টিনীয় সন্ত্রাসবাদীরা আটক করে। জার্মানিরা উদ্ধার করতে গেলে ১১ জনই, পাঁচ আটককারী সহ নিহত হয়। বাকি তিন জীবিত আটককারী সন্ত্রাসবাদীকে পশ্চিম জার্মানী আট সপ্তাহ বাদে অন্য একটি আটক লুফথানসা বিমান-এর বিনিময়ে মুক্তি দেয়। ইস্রায়েল বোমা বর্ষন করে, মারণ কাণ্ডের হোতাদের চোরাগোপ্তা খুন করে ও লেবাননে পি এল ও সদর দপ্তর হানা দেয়।

১৯৭২-এ মিশরের প্রেসিডেন্ট সাদাত রুশ উপদেষ্টাদের বহিষ্কার করে এবং মিশর ও সিরিয়ার আক্রমণের কারণে কিছুটা তৃপ্ত হয় ইস্রায়েল, কিন্তু তারা আসন্ন দুর্যোগের আগাম সতর্কতা পেয়েও প্রস্তুত হয় নি। কারণ তারা আগে যুদ্ধ করার দোষে অভিযুক্ত হতে চায় নি এবং তারা নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

ইয়ম কিপ্পুর যুদ্ধ বা অক্টোবর যুদ্ধ ১৯৭৩-এর ৬ অক্টোবর শুরু হয় (ইহুদীদের প্রায়শ্চিত্তের দিন)। ইস্রায়েলী প্রতিরক্ষা বাহিনী অপ্রস্তুত ছিল এই অবস্থায় মিশর সিরিয়া সুপরিকল্পিতভাবে চকিত আক্রমণ শানায়। প্রথম কয়েকদিন ইস্রায়েল অপ্রস্তুত অবস্থায় ছিল, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া তাদের নিজ নিজ মিত্র পক্ষকে অস্ত্র পাঠায়। গোলানে সিরিয়া হঠে যায় স্বল্প ইস্রায়েলী ট্যাঙ্কে ঘায়েল হয়ে, যদিও মিশর সিনাই-এর এক টুকরো দখল করে নেয়। ইস্রায়েল সুয়েজখাল অতিক্রম করে মিশরীয়দের ঘিরে ফেলে এবং কায়রোর ১০০ কিমি এর মধ্যে পৌঁছে যায়। ইস্রায়েলে ২০০০ জন মারা যায় এবং অস্ত্রখাতে অনেক খরচ হয়। হেনরি কিসিংগার (মার্কিন বিদেশ সচিব)—এর দৌত্যে মিশর ও সিরিয়া অস্ত্র সম্বরণ চুক্তি সই করে।

সৌদি আরব ইস্রায়েলের সঙ্গে সংযোগকারী দেশগুলিতে তেল সরবরাহে নিষেধাজ্ঞা জারি করে, অনেক দেশ ইস্রায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে।

১৯৭৪ মে মাসে প্যালেস্টিনীয়রা মাংলোত-এ বিদ্যালয় আক্রমণ করে। ১০২ শিশুকে বন্দী করে। **২২ জন শিশু কে হত্যা করা হয়।** নভেম্বর, ৭১-এ পি এল ও কে পরিদর্শকের মর্যাদা দেওয়া হয় কিন্তু গণরোষের মুখে মায়ারকে প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিতে হয়।

❒ ১৯৭৪—১৯৭৭

রাবিন প্রধানমন্ত্রী হন। আধুনিক গোঁড়া জিয়নিস্টরা [১]গাস এমুনিম আন্দোলন গঠন করে এবং ওয়েস্টব্যাঙ্ক ও গাজায় নিষ্পত্তির চেষ্টা করে। নভেম্বর ১৯৭৫-এ রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভা ৩৩৭৯ প্রস্তাবনা আনে এবং তাতে বলা হয় জায়ওনিজম এক ধরনের রেসিজম (স্বাজাতিকতা); এর নেতৃত্বে ছিলেন কুর্ট ভালদহাইম, যিনি নিজেই একজন প্রাক্তন নাৎসী। এই প্রস্তাবনা ১৯৯১ ডিসেম্বরে বাতিল হয়। যখন ইস্রায়েল গালিলির জমি ক্রয় ক'রে সরকার অধীনে আনার চেষ্টা করে তখন ইস্রায়েলের আরবরা গুরুতরভাবে আঘাত হানে।

১৯৭৬-এর জুলাইয়ে প্যালেস্টিনীয় ও জার্মান সন্ত্রাসবাদীরা ২৬০ জন যাত্রী সহ এয়ার ফ্রান্স-এর বিমান অপহরণ করে এবং অ-ইহুদীদের পৃথক করে এবং ছেড়ে দেয়। ছিনতাইকারীরা ১০০ জন ইহুদীকে প্রাণে মারার হুমকি দেয়। (ফরাসী বিমান সেবক যারা বিমান ছাড়তে চায়নি তাদেরও ছাড়ে নি)। তাদের শর্ত ছিল ৫৩ জন উগ্রপন্থী বন্দীকে ছেড়ে দিতে হবে। এই সময়ে উগাণ্ডা প্রেসিডেন্ট ছিল নরপিশাচ নর-মাংস-ভোজী ইদি আমিন। ইদি আমিন এই সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের স্নেহধন্য ছিল এবং সোভিয়েত অস্ত্র দিয়েই নিজের নিষ্ঠুরতা বজায় রেখেছিল। এনটেবে বিমান বন্দরে সোভিয়েতদের পাঠানো এগারটি মিগ জঙ্গী বিমান তৈরী ছিল।

বিমান দস্যুদের দাবির উত্তরে ইস্রায়েল দুশো কমাণ্ডো (বিশেষ প্রশিক্ষিত সৈন্য) ও ফ্যানটম জঙ্গী বিমান পাঠায়, এই বিমানগুলি মিগ বিমানগুলোকে ধ্বংস করে ও কম্যান্ডো নামিয়ে দেয়। এই কমান্ডো ক্ষিপ্রগতিতে রাতের অন্ধকারে অপহৃত বিমানে উঠে সাতজন ছিনতাইবাজ জঙ্গীকে হত্যা করে এবং বন্দী ইস্রায়েলীদের মুক্ত করে।

১। গাস এমুনিম—ওয়েস্টব্যাঙ্কে, গাজা ভূখণ্ড ও গোলান হাইটস-এ ইহুদী বসতি স্থাপনের জন্য উৎসর্গীকৃত দক্ষিণপন্থী ইস্রায়েলী মসীহবাদী কর্মী গোষ্ঠী। ১৯৬৭ সালে ছয় দিনের যুদ্ধ শেষে গজিয়ে ওঠে, এখন না থাকলেও এর প্রভাব ইস্রায়েলী সমাজে আছে। তারা বিশ্বাস করত ঐ এলাকাগুলি, তোরা অনুসারে ঈশ্বর ইহুদীদের দিয়ে ছিলেন।

একজন ইস্রায়েল সৈন্য ও তিনজন বন্দী যাত্রী মারা গিয়েছিলেন। এই পুরো অপারেশনটি নিখুঁতভাবে পরিচালনা ও রূপায়ণ করেছিলেন মসাদ বাহিনী।

বিমান ছিনতাই, অন্তর্ঘাত নাশকতা ইস্রায়েলের বিমান এল. আল এয়ারলাইনে কখনো ঘটেনি। দুটো কারণ আছে, প্রত্যেক যাত্রীর শরীর এবং মালপত্র এল-আল-এর কর্মীরা প্রথমে খুব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খুটিয়ে দেখে। দ্বিতীয় কারণ মসাদের গুপ্তচর চক্র। যে কোনও রকম ছিনতাইয়ের খবর মসাদ আগে ভাগেই পেয়ে যায় এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেয়—যার অর্থ সাধারণত ছিনতাইকারীর মৃত্যু দণ্ড। বেইমান সেক্রেটারী জেনারেল ভালদহাইম এই অভিযানকে আখ্যা দেন, "একটি রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য দেশের জাতীয় সার্বভৌমত্বের গুরুতর লঙ্ঘন।"

লেবাননে জারি গৃহযুদ্ধের কারণে ইস্রায়েল দক্ষিণ লেবানিয়দের সীমান্ত অতিক্রম করে ইস্রায়েলে কাজ করতে অনুমতি দেয়। ১৯৭৭ জানুয়ারী মাসে ফরাসী কর্তৃপক্ষ **মিউনিখ হত্যাকাণ্ডের কাণ্ডারী আবু দাউদকে গ্রেপ্তার করে।**

৭৭ সালে বিগিনের নেতৃত্বে লিকুদ দল ক্ষমতায় আসে। তিনি ওয়েস্টব্যাঙ্কের স্থিতিশীলতা আনতে অধিকৃত অঞ্চলের প্যালেস্টিনীয়দের সঙ্গে তীব্র সংঘর্ষে জড়িয়ে পরেন।

১৯৭৭—১৯৮৩ ঃ নভেম্বর '৭৭-এ মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাৎ তেল আভিবে আসেন ও নেসেটে বক্তৃতা করেন। **তিনি ইস্রায়েল রাষ্ট্রের অস্তিত্ব স্বীকার করেন** এবং ইস্রায়েলও মিশরের মধ্যে সরাসরি আলাপ আলোচনার জমি প্রস্তুত করেন। সাদাত-এর সফরের পরে ৩৫০ জন **[1]ইয়ম কিপ্পুর** যুদ্ধ-বিশারদ পিস নাউ আন্দোলন শুরু করেন এবং ইস্রায়েল সরকারকে আরবদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করতে উৎসাহিত করেন।

মার্চ ১৯৭৮, ১১ জন **সশস্ত্র** লেবানীজ প্যালেস্টিনীয় নৌকায় করে ইস্রায়েলে পৌছয় এবং ভ্রমণরত একটি বাসকে অপহরণ করে এবং **৩৮ জন যাত্রীকে খুন করে, তার মধ্যে ১৩ জন শিশু—তাদের আক্রমণ ছিল মিশর-ইস্রায়েল শান্তি প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে,** তিনদিন পর ইস্রায়েল লেবাননের সীমানায় ঢুকে পড়ে এবং অপারেশন **লিটানী'** চালায়। রাষ্ট্রসঙ্ঘ শান্তি রক্ষী বাহিনী পাঠালে ইস্রায়েল ফিরে আসে।

১৯৭৮-এর সেপ্টেম্বর মাসে প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার মিশরের সাদাত ও

১। ইয়ম কিপ্পুর যুদ্ধ—১৯৭৩ আরব ইস্রায়েলী যুদ্ধ। এই যুদ্ধে মিশর-সিরিয়ার নেতৃত্বে আরব রাষ্ট্র জোট ইস্রায়েল আক্রমণ করে। চলে ৬-২৫ অক্টোবর, ৭৩। সাইনাই ও গোলান হাইটস-এ মূল সংঘর্ষ হয়।

ইস্রায়েলের মেনাচেম বিগিনকে ক্যাম্প ডেভিডে আমন্ত্রণ জানান এবং ১১ই সেপ্টেম্বর তারা মিশর-ইস্রায়েল শান্তির একটা রূপরেখা রচনা করেন। ১৯৭৯-র ২৬ শে মার্চ বিগিন ও সাদাতের মধ্যে চুক্তি সাক্ষর হয় কার্টার-এর সাক্ষাত উপস্থিতিতে। এই চুক্তি অনুযায়ী ইস্রায়েল সিনাই উপদ্বীপ মিশরকে ফিরিয়ে দিল ১৯৮২-র এপ্রিলে। এইলাত সংলগ্ন তাবা ফেরত দিতে হবে ১৯৮৯-এ। আরব লীগ এর প্রতিবাদে মিশরকে তাদের সঙ্ঘ থেকে ছেঁটে ফেলল এবং সদর দপ্তর কায়রো থেকে টিউনিসে সরাল। **মিশর সৈন্য বাহিনীর ইসলামিক মৌলবাদী সদস্যরা আনোয়ার সাদাতকে গুপ্ত হত্যা করল ১৯৮১ সালে**। তারা ইস্রায়েলের সঙ্গে শান্তি চায়না। এই চুক্তির পর ইস্রায়েলের সর্বাধিক যুক্তরাষ্ট্রীয় সামরিক ও অর্থনৈতিক সহায়তা মিলেছিল।

১৯৭৯ সালে ইসলামিক বিপ্লবের কারণে ৪০০০০ ইরানীয় ইহুদী ইস্রায়েলে চলে এল। ৩০ শে জুন ১৯৮১, ইস্রায়েলী বিমান বাহিনী, ফ্রান্স, ইরাকের জন্য যে অসামরিক পারমাণবিক চুল্লী নির্মাণ করছিল তা ধ্বংস করে দেয়। ১৯৮১ তে নব নির্বাচিত সরকার গোলান হাইটস সংযুক্ত করে। ১৯৮০-র দশকে বিভিন্ন ধরনের উচ্চ প্রযুক্তি যুক্ত শিল্প গড়ে ওঠে ইস্রায়েলে।

এযাবৎ শান্ত লেবানন-ইস্রায়েলী সীমান্ত ১৯৮০ সালে কায়রো চুক্তির পর অশান্ত হয়ে ওঠে। পি এল ও দক্ষিণ লেবানন থেকে ইস্রায়েলে আক্রমণ চালাতে শুরু করল। ঐ জায়গাটি লেবানন সরকারের শাসন মুক্ত ছিল এবং পি এল ও ইস্রায়েলের উত্তর শহর কিরিয়াতে অনবরত বোমা বর্ষণ করতে থাকে। এই নিয়ন্ত্রণের অভাবে লেবাননে গৃহযুদ্ধ ঘটে। ১৯৮২ জুন মাসে ব্রিটেনের রাষ্ট্রদূতকে হত্যার চেষ্টার অপরাধে ইস্রায়েল দক্ষিণ লেবানন থেকে পি এল ও কে হঠিয়ে দেয় এবং বেইরূট দখল করে। এমনকি শিয়া মুসলিম ও খ্রীষ্টানরা খুশী হয়। কিন্তু শিয়া পন্থী ইরানের মগজধোলাইয়ের ফলে লেবাননের শিয়ারাও ধর্মোন্মাদ হয়ে ওঠে। ইস্রায়েলের বহু সৈন্য হতাহত হয়, ইস্রায়েলে ক্ষোভ জমা হয়। ১৯৮২-র অগাস্ট মাসে পি এল ও লেবানন থেকে সরে আসে ও টিউনিশিয়ায় চলে যায়। **লেবাননের নতুন প্রেসিডেন্টের (গামায়েল) সঙ্গে শান্তি চুক্তি হবার আগেই তাকে হত্যা করা হয়।** তার পর ফ্যালনিস্ট খ্রীস্টানেরা প্যালেস্টাইন উদ্বাস্তু শিবিরে সংহার চালিয়ে অনেককে মারে। তদন্তে জানা যায় ইস্রায়েলী প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্যারন-এর হাত ছিল এই ঘটনায়।

১৯৮৩-র ১৭ মে লেবানন ইস্রায়েলের চুক্তি হয় এবং ইস্রায়েল ধাপে ধাপে সৈন্য সরায় কিন্তু দক্ষিণ লেবানন সেনার সঙ্গে কিছু ইস্রায়েলী সৈন্য মোতায়েন রাখে ২০০০ পর্যন্ত।

১৯৮৩—১৯৯২ ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩তে বিগিন পদত্যাগ করলে সামির প্রধানমন্ত্রী হন। ৮৪তে ইথিওপিয়ায় দুর্ভিক্ষের সময়ে ৮০০০ ইথিওপিও ইহুদীকে গোপনে ইস্রায়েলে আনা হয়। ৮৬তে নাতান সারান্সকি নামে একজন ইহুদীবাদী ও মানবতাবাদীকে গুলাগ থেকে ছাড়িয়ে আনা হয় দুইজন সোভিয়েত গুপ্তচরের বিনিময়ে।

ইস্রায়েলকে হেজবোল্লার বিরুদ্ধে অনেকদিন লড়াই করতে হয়েছে। ৮৫তে ইস্রায়েলে মূল্য সূচক বেড়ে যায় মাত্রাতিরিক্ত এবং মুদ্রাস্ফীতি ৪৮০% হয়। প্রধানমন্ত্রী পেরেস জরুরী ভিত্তিতে মূল্য নিয়ন্ত্রণ করেন এবং সরকারি খরচ দারুনভাবে কমান। পুরনো কারেন্সির বদলে নতুন কারেন্সি চালু হয় (1000 পুরনো=১ নতুন কারেন্সি)। ১৯৮৫-এর অক্টোবরে পি এল ও সাইপ্রাসে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ চালালে ইস্রায়েল তার জবাব দেয় টিউনিস সদর দপ্তরে বোমাবর্ষণ করে। ক্রমবর্ধমান ইস্রায়েলী বসতি ও ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক আর গাজা ভূখণ্ড দখলে রাখায় প্যালেস্টিনীয় অভ্যুত্থান (ইনতিফাদা) হয় ১৯৮৭তে। এবং তা চলেছিল মাদ্রিদ সম্মেলন (১৯৯১) পর্যন্ত। ইস্রায়েলের মানবতাবাদী সংগঠন বি টি সেলিম ইস্রায়েলের সরকারকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে।

ইস্রায়েল স্বাধীনভাবে যুদ্ধ বিমান তৈরী করতে চেয়েছিল কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র তার সামরিক আধিপত্য খর্ব হবার আশঙ্কায় তাতে বাধা দেয়। তাই অগাস্ট, ১৯৮৭ তে তার এ সংক্রান্ত 'আই এ আই লাভি' প্রকল্প বাতিল করে।

১৯৮৮-তে ইস্রায়েল আট দেশের অন্যতম হয় **মহাকাশে নিজস্ব প্রযুক্তি ব্যবহার করে রকেটে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন ক'রে।**

১৯৯০-তে রাশিয়া অনুমতি দিলে ১০ লক্ষ রুশ-ইহুদী ইস্রায়েলে চলে আসে এবং ইস্রায়েলে শক্তিশালী রুশ সংস্কৃতি গড়ে ওঠে।

১৯৯০-এর অগাস্টে ইরাক কুয়েত আক্রমণ করলে, গাল্ফ ওয়ার শুরু হয়। ইরাক ৩৯টি স্কাড মিসাইল দিয়ে ইস্রায়েল আক্রমণ করে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ইস্রায়েলকে পাল্টা আক্রমণ করতে বারণ করে পাছে অন্য আরব দেশগুলি আমেরিকার বিরুদ্ধে যায়। এই যুদ্ধে আমেরিকা ইরাকের বিরুদ্ধে অন্য দেশগুলিকে পেয়েছিল। ইস্রায়েল তার সমস্ত নাগরিককে, প্যালেস্টিনীয় আরব সহ, গ্যাসমাস্ক প্রদান করে আত্মরক্ষার জন্য। এই যুদ্ধে আমেরিকা জয়ী হয় এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ এইচ. ডব্লিউ বুশ এবং সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী মিখাইল গর্বাচভ, ইস্রায়েল, লেবানন, জর্ডন, সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের নেতাদের [১]**মাদ্রিদে** এক বৈঠকে আহ্বান করেন। সামির রাশিয়ার অভিবাসী ইহুদীদের ইস্রায়েলে অন্তর্ভুক্ত করেন রাশিয়া ঋণ পাওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করায়।

১। মাদ্রিদ—স্পেনের রাজধানী।

১৯৯২—১৯৯৬ ঃ ১৯৯৩ ইস্রায়েল সপ্তাহব্যাপী লেবাননে [১]**হেজবোল্লা** ঘাঁটিতে আক্রমণ চালায়। ১৩ই সেপ্টঃ ইস্রায়েল ও পি এল ও [২]**অসলো** চুক্তি সম্পাদন করে। তাতে একটা প্যালেস্টিনীয়ান রাষ্ট্র পারস্পরিক মর্যাদার ভিত্তিতে গঠিত হবার ব্যবস্থা হয়। ১৯৯৪-এর ২৫ জুলাই ওয়াশিংটন ঘোষণা এবং ২৬ অক্টোবর ইস্রায়েল-জর্ডন শান্তিচুক্তি যুদ্ধ সমাপ্তি ঘোষণা করে।

১৯৯৫-এর ২৮ সেপ্টেম্বর ইস্রায়েল প্রধানমন্ত্রী ইৎঝাক রাবিন ও পি এল ও চেয়ারমান আরাফত ইস্রায়েল প্যালেস্টাইন অন্তবর্তী চুক্তি সই করেন ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক ও গাজা ভূখণ্ড নিয়ে। এতে অধিকৃত অঞ্চল সমূহের পুনঃর্বিন্যাস এবং প্যালেস্টিনীয়দের স্বায়ত্বশাসনের অধিকার দেওয়া হয়। **প্যালেস্টিনীয়রা প্রতিশ্রুতি দেয় তারা সন্ত্রাস চালাবেনা, এবং যে কভেন্যান্ট-এর দ্বারা তারা ১৯১৭ পরবর্তী সমস্ত ইহুদী বসতস্থাপনকারীকে বিতাড়ন ও ইস্রায়েলকে মুছে ফেলার ব্যবস্থা রেখে ছিল তা পরিবর্তন করা হয়। অর্থাৎ ইস্রায়েলকে পূর্ণ স্বীকৃতির মর্যাদা দেওয়া হয়।**

কিন্তু হামাস ও অন্য প্যালেস্টিনীয় গোষ্ঠী এর বিরোধিতা করে, তারা ইস্রায়েলের উপর আত্মঘাতী বোমারু বিমান হামলা চালায়, রাবিন গাজার চতুর্দিকে ব্যারিকেড তৈরী করে আক্রমণ ঠেকাতে। এই সময়ে ইস্রায়েলে শ্রমিক ঘাটতি হওয়ার সুযোগে বহু আফ্রিকান অবৈধ অনুপ্রবেশ করে ইস্রায়েলে। **৪ নভেম্বর ১৯৯৫ দক্ষিণপন্থী জিয়নিস্ট অসলো চুক্তি বিরোধীরা প্রধানমন্ত্রী রাবিনকে গুপ্ত হত্যা করে।** ১৯৯৬-এর এপ্রিলে ইস্রায়েল দক্ষিণ লেবাননে আক্রমণ চালায় কারণ হিজবুল্লাহ ক্যাটিউসা রকেট আক্রমণ চালিয়েছিল সীমান্ত বরাবর ইস্রায়েলী লোকজনদের উপর।

অর্থাৎ যতবারই ইস্রায়েল শান্তিচুক্তি করেছে মুসলিমরা নতুন নতুন নাম নিয়ে তা বানচাল করেছে। এতেও যদি কেউ ইস্রায়েলকে দোষারোপ করে, (তাদের মধ্যে আছে ভারতের কমিউনিস্টরা), তারা হয় মূর্খ নয় শয়তান।

❒ **১৯৯৬—২০০১ ঃ** ১৯৯৬-এর মে মাসে নেতানইয়াহু প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর [৩]**হামাস** গোষ্ঠী বহুবার বোমা বর্ষণ করে। সেপ্টেম্বর মাসে প্যালেস্টাইন দাঙ্গায় ৮০ জনকে খুন করা হয়, ওয়েস্টার্ন ওয়ালের সুরঙ্গ পথে একটা বহির্গমনের দরজা খুলে দেবার জন্য। হেব্রম প্রোটোকল সই হল জানুয়ারী ১৯৯৭ সালে যাতে

১। 'নব গঠিত ইস্রায়েলের সংগ্রাম' অধ্যায় দেখুন।

২। অসলো— নরওয়ের রাজধানী।

৩ 'নব গঠিত ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম' অধ্যায় দেখুন।

হেব্রনে ইস্রায়েলী সৈন্য সমাবেশ বাড়ানো হ'ল এবং প্যালেস্টাইনকে অসামরিক শাসনের অধিকার দেওয়া হ'ল।

২৫শে মে ২০০০ ইস্রায়েল দক্ষিণ লেবানন থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে। সেবা ফার্ম যা ইস্রায়েল ১৯৬৭ সালে দখল করেছিল হেজবুল্লাহ সেখান থেকে আক্রমণ করতে থাকে। অগাস্ট ২০০০-এ ক্যাম্প ডেভিডে আলোচনায় ইস্রায়েলের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এহুদ বারাক প্যালেস্টাইনের সমস্ত শর্ত পূরণের আশ্বাস দিলেন, কিন্তু তার মধ্যে ছিল প্যালেস্টাইনের পূর্ব জেরুলালেমের আরব এলাকাও, কিন্তু আরাফত কোনো প্রস্তাব না করেই আলোচনা ছেড়ে বেরিয়ে যান।

এর পর ইস্রায়েল পশ্চিম ইউরোপ গোষ্ঠীর সদস্য হল। আরব দেশগুলি ইস্রায়েলকে এশীয় গোষ্ঠীতে ঢুকতে দেবে না যার ফলে ইস্রায়েল রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ, আন্তর্জাতিক আদালত এবং অন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে যোগ দিতে পারতনা।

(ডিসেম্বর ২০১৩ থেকে ইস্রায়েল এই গোষ্ঠীর স্থায়ী সদস্য।)

২০০০-এর ২৮ সেপ্টেম্বর প্যালেস্টিনীয়রা আল আকমায় [১]**ইনতিফাদাহ** চালায় এবং অক্টোবরে **ইহুদীদের ধর্মীয় স্থান জোসেফস টুম্ব (জোসেফের সমাধি) কে ধ্বংস করে**। তখন ইস্রায়েল এ্যারো মিসাইল ব্যবহার ক'রে ইরাক ও প্যালেস্টাইনের স্কাড মিসাইল ধ্বংস করে।

□২০০১—২০০৬ ঃ শান্তি প্রক্রিয়া ব্যর্থ হওয়া, বর্ধমান প্যালিস্টিনীয় সন্ত্রাস এবং লেবাননে ঘনঘন হেজবুল্লাহ এর আক্রমণ-এর কারণে ইস্রায়েলী জনগণ এবং রাজনীতিবিদরা প্যালেস্টাইন কর্তৃপক্ষের উপর বিশ্বাস হারায়। আত্মঘাতী বোমা একের পর এক ঢেউ-এর মত আছড়ে পড়ে ইস্রায়েলের উপর যার ফলে 'পাসওভার ম্যাসাকার হয় ও কয়েক হাজার ইস্রায়েলী মারা যায়। প্যালেস্টিনীয়রা শান্তি প্রক্রিয়াকে একটা অস্থায়ী ব্যবস্থা মাত্র ভাবে। ইস্রায়েল তখন অপারেশন ডিফেন্সিভ শান্তি চালায় ২০০২ সালে এবং স্যারন ওয়েস্টব্যাঙ্কের চতুর্দিকে একটা ব্যারিকেড রচনা করে। এই সময় গাজা থেকে অনবরত গোলা ও বোমা বর্ষণ হতে থাকে ইস্রায়েলী শহর সেরট ও গাজার নিকটবর্তী ইস্রায়েলী বসতির উপর। ল্যাটিন আমেরিকা থেকে হাজার হাজার ইহুদী ঐসব দেশে আর্থিক অবনতির কারণে ইস্রায়েলে চলে আসে। ২০০৪ সালে কৃষ্ণাঙ্গ ইহুদীদের স্থায়ী বসতির সুযোগ দেওয়া হয়।

শ্যারণ সরকার ডিসানিলনাইজেসন (Desalinisation) প্রকল্প চালু করে যাতে ইস্রায়েলকে খরার কবলে না পড়তে হয়। এইগুলি পৃথিবীর বৃহত্তম ঐজাতায় প্লান্ট।

১। 'নব গঠিত ইস্রায়েলের সংগ্রাম' অধ্যায় দেখুন।

২০০৪ মে মাসে **ফিলাডেলফি** পথে দক্ষিণ গাজায় ইহুদী প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য নিরাপদ অঞ্চল তৈরী করতে ইস্রায়েল অপারেশন রেনবো চালায়। ৩০ শে সেপ্টেম্বর উত্তর গাজায় ইস্রায়েল অপারেশন 'ডে'স অব পেনিটেন্স চালায়' এবং গাজা থেকে প্যালেস্টিনীয় সন্ত্রাসীরা ইস্রায়েলী শহরের উপর রকেট আক্রমণ চালাত— সেই উৎক্ষেপণ মঞ্চগুলিকে ধ্বংস করে, ২০০৫ সালে গাজা থেকে সমস্ত ইহুদীদের সরিয়ে নেওয়া হয় এবং উত্তর ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক থেকে সামরিক বাহিনীকে ইস্রায়েল সরিয়ে আনে।

২০০৬ সালে [১]**হামাস** প্যালেস্টাইনে ক্ষমতায় আসে। তারা ইস্রায়েলের সঙ্গে সমস্ত চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে, ইস্রায়েলের টিকে থাকার অধিকার অস্বীকার করে, সন্ত্রাস বর্জন করতে অস্বীকার করে এবং [২]প্রায়ই দাবী করে নাৎসী হোলোকস্ট ছিল ইহুদী চক্রান্ত (হাস্যকর, অবিশ্বাস্য!) গাজার পরিস্থিতি অস্পষ্ট হয়ে রইল। ইস্রায়েল গাজার ভূমিতে অধিকার ছেড়ে দিলেও তার আকাশ ও সমুদ্র নিয়ন্ত্রণ করছিল, মিশর তার গাজা সীমান্ত খুলে দিতে অস্বীকার করল।

২০০৬ সালে এহুদ ওল মার্ট প্রধানমন্ত্রী হলেন।

২০০৬—২০০৯ ঃ ইরানের আহমেদিনেজাদ দক্ষিণ লেবাননে হেজবুল্লাহ এবং গাজায় হামাস গোষ্ঠীকে অস্ত্র সরবরাহ করে শান্তি প্রক্রিয়া বানচাল করে চলেছে এবং ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য পরমাণু অস্ত্র তৈরী করেছে, ইরানের এই সমস্ত কিছুই রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবনা ১৯৫৯ এবং ১৯৪৭-এর বিরুদ্ধে। ইরান হোলোকস্ট-এর অস্বীকার করাকে উৎসাহিত করে। লেবানন থেকে ইস্রায়েলের সৈন্য প্রত্যাহারের পর হেজবুল্লাহ ইস্রায়েলের উপর আক্রমণের পর আক্রমণ চালিয়ে গেছে। ভারতের মুসলিম ও কমিউনিস্টরা অনবরতঃ ইস্রায়েলের নিন্দা ও মুসলিম দেশগুলির ইস্রায়েলের উপর নিরবচ্ছিন্ন আক্রমণের সমর্থন করে। অন্য দিকে গাজা থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের পরেও গাজার চার দিকে প্যালেস্টিনীয়রা গোলাবর্ষণ করে চলেছে। ইস্রায়েল কিন্তু প্রত্যাঘাত করেনি। এই ব্যর্থতা ইস্রায়েলে জনগণের রোষ উৎপাদন করেছে।

২০০১ সালে ইস্রায়েলী রাজনীতিক রেহবাম জিভীকে হত্যার জন্য দায়ী আহমেদ সাদাৎ ও কতিপয় প্যালেস্টিনীয় আরব বন্দীদের ধরার জন্য ২০০৬ সালের ১৪ই মার্চ প্যালেস্টিনীয় কর্তৃপক্ষের কারাগার জেরিকোতে ইস্রায়েল অভিযান চালায়।

১। হামাস—'নবগঠিত ইস্রায়েলের সংগ্রাম' অধ্যায় দেখুন।

২। মুসলিমরা প্রচার করে নাৎসী হলোকস্ট, যাতে ৬০-লক্ষ ইহুদীকে নাৎসী বাহিনী ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে, সেটা ছিল ইহুদীদেরই ষড়যন্ত্র।

[১]**হামাস** এই সমস্ত বন্দীদের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিল। ২৫শে জুন ২০০৬ হামাস বাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করে গাজা থেকে আক্রমণ চালায় এবং ইস্রায়েলী সৈন্য গিলাদ শালিতকে বন্দী করে নিয়ে যায়।

১২ জুলাই [২]**হেজবুল্লাহ** লেবানন থেকে ইস্রায়েলকে আক্রমণ করে, ইস্রায়েলী শহর গুলিতে গোলাবর্ষণ করে এবং দুজন ইস্রায়েলী সৈন্যকে ঘায়েল করে ধরে নিয়ে যায়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইস্রায়েল দ্বিতীয় লেবানন যুদ্ধ শুরু করে। যেটা ২০০৬-এর অগাস্ট মাস বরাবর চলে। ইস্রায়েল বাহিনী দক্ষিণ লেবাননের গ্রামে ঢুকে পড়ে এবং বিমান বাহিনী সারাদেশ জুড়ে ঘাঁটিগুলিতে আক্রমণ হানে। অপারেশন চেঞ্জিং ডিরেক্সন ১১ পর্যন্ত ইস্রায়েল বড়সড় সাফল্য পায়নি। ইউ এন অস্ত্রবিরতির আগে ইস্রায়েল [৩]**ওয়াদি শালুকি** দখল করেছিল। হেজবুল্লা দক্ষিণ লেবানন থেকে সরে যায়।

২০০৭-এ শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয় ১৮ বছর বয়স অবধি। মুসলিমরা অবৈধভাবে ইস্রায়েলে ঢোকে এদের সংখ্যা প্রায় লাখ খানেক হবে।

২০০৭-এ হামাস গাজার দখল নেয় এবং সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ জবরদখল করে ফাতাহ ও অন্য সরকারী অফিসারদের সরিয়ে দেয়। ফাতাহকে হঠিয়ে, মিশর ও ইস্রায়েল আংশিক অবরোধ করে কারণ [৪]**ফাতাহ-র** কোন অস্তিত্ব ছিল না, তারা প্যালেস্টাইনে কোনও নিরাপত্তা দিচ্ছিল না এবং সন্ত্রাসবাদীরা অস্ত্রপাচার করছিল। ২০০৭, ৬ই সেপ্টেম্বর ইস্রায়েলী বিমান বাহিনী সিরিয়াতে পারমাণবিক চুল্লী ধ্বংস করে। ২০০৮ সালে হামাস বাহিনী নিরন্তর কাসাম রকেট ইস্রায়েলের উপর নিক্ষেপ করেছিল। পাল্টা হিসাবে ইস্রায়েল গাজায় সামরিক অভিযান চালায়, ২০০৮, ১৬ই জুলাই হেজবুল্লা নিজেদের ২০৪ জনের শব বিনিময় করেন দু'জন ইস্রায়েলী সৈন্যের সঙ্গে। ২৭ ডিসেম্বর ২০০৮ থেকে ১৪ জানুয়ারী ২০০৯ পর্যন্ত গাজা ভূখণ্ডে অপারেশন কাস্ট লীড চালায়, হামাস জঙ্গীদের রকেট ছোঁড়ার জবাবে, এর ফলে রকেট আক্রমণ কিছুটা কমে।

১৩২। হামাস, হেজবোল্লা—মুসলিম জঙ্গী গোষ্ঠী।

৩। ওয়াদি শালুকি—উপত্যকার আরবি শব্দ ওয়াদি। ১১ অগাস্ট, ২০০৬ ইস্রায়েল ও হেজ বুল্লাহ-র মধ্যে হয় লেবানন যুদ্ধ, তীব্র সংঘর্ষ হয়েছিল মার্কাভা—একে ওয়াদি শালুকি বলে। এটাকে আগে 'অপারেশন চেঞ্জ অব ডিরেক্সন ১১' বলা হ'ত এটা ছিল ইস্রায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনীর চূড়ান্ত আক্রমণাত্মক অভিযান এটাই পরে ওয়াদি শালুকির যুদ্ধ বলা হয়। তীব্রতম যুদ্ধ গুলির মধ্যে একটা। শালুকি লিটানী নদীর প্রবেশদ্বার। লিটানী লেবাননের নদী।

৪। 'নব গঠিত ইস্রায়েলের সংগ্রাম' অধ্যায় দেখুন।

২০০৯—আজ অবধি

২০০৯ সালে ইস্রায়েল উপকূলে বিশাল গ্যাস ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়।

গাজার জলপথ অবরোধ করায় অনেকগুলি দেশ ইস্রায়েল আক্রমণ করে। এর প্রতিবাদে ইস্রায়েল অপারেশন [১]আয়রন ডোম চালায় ইস্রায়েলের দক্ষিণ অংশে এবং গাজা সীমান্তে।

অক্টোবর ২০১১, এ ইস্রায়েল ও হামাস-এর মধ্যে চুক্তি হয় যাতে একজন ইস্রায়েলী সৈন্য গিলাদ শালিতের বিনিময়ে ১০২৭ প্যালেস্টিনীয়কে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়।

প্যালেস্টিনীয় সশস্ত্র জঙ্গীগোষ্ঠী ইসলামের জিহাদ ও পপুলার রেজিস্ট্যান্স কমিটি দক্ষিণ ইস্রায়েলে ব্যাপক রকেট আক্রমণ চালায়। জুলাই মাসে নেতানইয়াহু আর একবার শান্তি চুক্তির প্রস্তাব করেন ৯১ জন আত্মঘাতী বোমারু জঙ্গীর মৃতদেহ ফিরিয়ে দিয়ে, সাড়া না পেয়ে ২১ অক্টোবর ২০১২এ আমেরিকা ও ইস্রায়েল বৃহত্তম যৌথ বিমান মিসাইল আক্রমণ চালায় ৩৫০০ আমেরিকান ও ১০০০ ইস্রায়েলী প্রতিরক্ষা সৈন্য এক সঙ্গে ছিল। ব্রিটেন এবং জার্মানী তাতে যোগ দেয়। আবার দক্ষিণ ইস্রায়েলে শতাধিক রকেট আক্রমণের মুখে ১৪ই নভেম্বর ২০১২ অভিযান চালায়, লক্ষ ছিল হামাস জঙ্গী গোষ্ঠীর প্রধান আহমেদ জাবরিকে হত্যা করা এবং ২০টি গুপ্ত ভূগর্ভ পথ যেখানে তেল আভিবে আঘাত হানায় সক্ষম দূরপাল্লার ক্ষেপনাস্ত্রর বিরুদ্ধে আঘাত হানা হয়। জানুয়ারী ২০১৩ ইস্রায়েলী মিশর সীমান্তে ব্যারিকেড তৈরীর কাজ শেষ হয়।

হামাস-এর রকেট আক্রমণের জবাবে ইস্রায়েল আবার ৮ই জুলাই ২০১৪ গাজায় অভিযান চালায় আন্তঃ সীমান্ত সুরঙ্গপথ যেখান দিয়ে সোজা ইস্রায়েলের বসত এলাকা বা হাসপাতালে ঢুকে জঙ্গীরা আক্রমণ চালাতে পারে, সেখানে প্যালেস্টিনীয়রা গাজার হাসপাতাল চত্বরে রকেট লঞ্চার বসায় যাতে ইস্রায়েল স্বাভাবিক মানবিক কারণে হামলা করতে পারবে না কিন্তু জঙ্গীরা তাদের আক্রমণ শানাতে পারবে কিন্তু ইস্রায়েল সেইসব লঞ্চার গুলিকে ধ্বংস করে দেয়।

যদি বর্তমান কুর্দি আন্দোলন সফল হয় এবং ইরাক ও সিরিয়ায় দিস্তান কালক্রমে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয় তবে ইস্রায়েল এই অশান্ত শত্রু বেষ্টিত মধ্যপ্রাচ্যে এক যথার্থ বন্ধুকে পাবে।

১। আয়রন ডোম—পৃথিবীর প্রথম আন্টি-আর্টিলারী রকেট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

ইসলাম পরবর্তী পর্যায়ের ইহুদী বিদ্বেষ

ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ইসলামিক অনুশাসনের কঠোরতা গোঁড়ামী চেপে বসে আরব দুনিয়ায় ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের উপর। অনেক ইহুদী সম্প্রদায়কে ঘেটোর মধ্যে বন্দী করা এবং বহু জায়গায় ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের খতম করা হত। উমর চুক্তি অনুযায়ী তারা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসাবে থাকত। অর্থাৎ তাদের অবস্থা কেমন ছিল তা সহজেই অনুমেয়। ভয়ে অত্যাচারে ক্ষোভে, অপমানে ইহুদীরা হয় ধর্মান্তরিত হত, নয় মরত আর ভাগ্যবান কেউ পালিয়ে বাঁচত।

উনবিংশ শতাব্দীতে সেমিটিসিজম বিরোধীতা প্রবলভাবে মাথা চাড়া দেয় আরব দুনিয়ায়। চরমপন্থী মুসলিম, ইহুদীদের ধর্মহীন মনে করে এবং তারা ইস্রায়েল ও ইহুদীদের বিশেষতঃ আরব দুনিয়া ও সাধারণ মুসলিম দুনিয়ার মধ্যে শত্রুভাবাপন্ন এক আক্রমণের পাদভূমি বলে মনে করে।

মেমোনাইডস নামে একজন ইহুদী বিদ্বজ্জন মহম্মদকে মিথ্যা নবী বলেন কারণ তা ছিল মোজেস, তোরা ও মৌখিক ঐতিহ্যের বিরোধী। তাঁর যুক্তি ছিল মহম্মদ নিরক্ষর হওয়ায় তিনি নবী হওয়ার যোগ্যতা হারিয়েছেন। এর ফলে বদর, উহুদ-এর যুদ্ধ হয়। বানু কানুইকা, বানু নাদিরদের বিতাড়ন করা হয় এবং বানু কুরাইজার সমস্ত বয়স্ক পুরুষদের গণ হত্যা করা হয় ও মহিলাদের ও শিশুদের ক্রীতদাস বানানো হয়। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে আল-আন্দালুসের আলমোহাদ বংশের শাসকরা তাদের গণহত্যা এবং গণধর্মান্তর করে (যা পূর্ব বাংলা ও পাকিস্তানে হয়েছে প্রধানত হিন্দুদের মধ্যে এছাড়া খ্রীষ্টান, বৌদ্ধরাও ছিল)

(২০০০—২০০৮ এর মধ্যে ২০০ জন ইস্রায়েলী ইহুদী মুসলিম হয়েছে এই প্রক্রিয়া চলছে ১৪০০ বছর ধরে)

১৬শ ও ১৭শ শতকে পারস্যের সাফাবিদ বংশের আমলে ইদুদীদের জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয়। ইয়েমেনে ১৭শ শতকে সমস্ত ইহুদীদের মুসলিম বানান হয় বলপূর্বক যখন সমস্ত ইহুদীকে বলা হয়, হয় মুসলিম হও নয়তো দূরে মরুভূমিতে তোমাদের ছেড়ে আসা হবে। মাসাদ এর ইহুদীদের ১৮৩৯ সালে একটা সংগঠিত গণহত্যা করা হয় এবং জীবিতরা দল বেঁধে ইসলাম গ্রহণ করে। একজন ইহুদীকে ফাঁসি দেওয়া হয় অন্য ইহুদীকে সাহায্য করলে।

১৪ই মে ১৯৪৮ সালে ইস্রায়েল গঠনের অল্প কিছুদিনের মধ্যে পাঁচটি আরবদেশ মিশর, সিরিয়া, জর্ডন, লেবানন এবং ইরাক একযোগে ইস্রায়েল আক্রমণ করে। এক বছর সংঘর্ষের পর যুদ্ধবিরতি ঘোষণা এবং গ্রীণলাইন নামে অস্থায়ী সীমান্ত তৈরী

হয়। জর্ডন ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক দখল করে আর মিশর গাজা ভূখণ্ড। ইস্রায়েল ১১মে ১৯৪৯ রাষ্ট্র সঙ্ঘের সদস্য হয়। আরবদের অত্যাচারে প্রায় ১০ লক্ষ ইহুদী আরবদেশ ছেড়ে পালায়।

৯/১১ ঘটনার পর ইহুদী-মুসলিম আন্তধর্মীয় আলাপচারিতা ক্ষতিগ্রস্ত। ১৯৯৩ সালে ইস্রায়েল-প্যালেস্টাইন অসলো চুক্তির পর তিনটি আব্রাহামিক ধর্মের মধ্যে ইহুদী, খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের আন্তধর্মীয় আলাপ শুরু হয়েছিল আমেরিকার বিভিন্ন শহরে যেমনটা আগে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে হত। কিন্তু নিউইয়র্কের হামলার পর আমেরিকার মসজিদগুলি আগে যে সমস্ত ইসলামিক যাজকদের সম্মানীত বলে মনে করা হত তারা তীব্র ইস্রায়েল ও ইহুদী বিরোধ ফতোয়া ঘোষণা করতে থাকেন।

নিউইয়র্কের ইসলামিক কালচারাল সেন্টারে মসজিদের ইমাম মহম্মদ আল গামোইয়া ৯/১১-র পর পালিয়ে যান। তারপর তাঁকে মিশরে দেখা যায়। তিনি ওয়েব সাইটে এক সাক্ষাৎকারে বলেন 'ইহুদী সংবাদ মাধ্যম এই সন্ত্রাসবাদী হামলার জন্য ইহুদীদের দায় ধামা চাপা দিচ্ছে'। ওসামা বিন লাদেনের মতে সায় দিয়ে তিনি 'ইহুদীরা দুর্নীতি, প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে মত প্রচার, সমকামিতা, সুরাপান এবং মাদক প্রভৃতিতে লিপ্ত ছিল। এবং এখন আমেরিকায় মুসলিমরা তাদের সন্তানদের আমেরিকার হাসপাতালে পাঠাতে ভয় পায় পাছে কোনো ইহুদী ডাক্তার তাদের বিষ দিয়ে মারে। এরা অনেক ধর্ম প্রবক্তাকে মেরেছে। আপনারা কি মনে করেন ওরা আমাদের রক্ত ঝরানো বন্ধ করবে না?' অক্টোবর ৪ তারিখে ঐ সাক্ষাৎকারের বিবরণ কায়রোর অল-আজাহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েব সাইটে প্রচার হয়। তাতে বলা হয় যারা এই জঘন্য কাজ করেছে, তারা যেই হোক, তাদের সর্বান্ত করণে নিন্দা করি।

ক্লীভল্যাণ্ড এবং লস এঞ্জেলস-এর মুসলিম নেতারা ৯/১১ পরবর্তী সময়কালে যে সব মন্তব্য করেন তা ইহুদী মুসলমানদের দীর্ঘ আলাপচারিতার ছেদ টানে। জন রসোভ যিনি হলিউডের টেম্পল ইস্রায়েলের র‍্যাবাই ছিলেন এই তিন বৎসরব্যাপী আলোচনা থেকে সরে আসেন কারণ একজন মুসলিম অংশগ্রহণকারী সালামআল মারায়তা বেতার সাক্ষাৎকারে ইঙ্গিত দেন যে ৯/১১-র হামলার বিছনে ইস্রায়েলের হাত আছে। কিন্তু ২০১১-র জানুয়ারীতে ওয়াবেল আজমি এবং টেম্পল ইস্রায়েল পুনরায় নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করেন।

১৯৯১ সালে গৃহীত ভিডিওটেপ ৭/১১ পর প্রকাশিত হয় এক বিখ্যাত মসজিদের ধর্মীয় নেতা ইমাম ফাওয়া দামরা ঘোষণা করেন ইসলামিক জাতির প্রথম ও শেষ শত্রুর দিকে সমস্ত রাইফেল তাক করতে হবে এবং তারা হল বাঁদর ও শুয়োরের

বাচ্চা এই ইহুদী। এতে চটে যান ক্লীভল্যাণ্ডের ইহুদী নেতারা এবং মুসলিম-ইহুদী সম্পর্কে ছেদ টানেন।

ইসলামি আর ইহুদী ধর্মের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে। দুটো মধ্য প্রাচের সেমিটিক সংস্কৃতি থেকে উদ্ভুত একেশ্বর বাদে বিশ্বাসী। খ্রীষ্টান ধর্ম বিকশিত হয়েছিল গ্রীক ও হিব্রু সংস্কৃতির মিথষ্ক্রিয়ার ফলে। মৌল দৃষ্টিভঙ্গী, গঠনতন্ত্র, বিচার ব্যবস্থা ও আচার অনুষ্ঠান সব ব্যাপারে ইসলাম জুডাইজমের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। ইসলামের মধ্যে অনেক ঐতিহ্য আছে যা হিব্রু বাইবেল বা বাইবেল পরবর্তী ইহুদী ঐতিহ্যানুসারী। এই সমস্ত আচার-অনুশীলন একত্রে বলা হয় ইস্রাইলিয়ত। উভয়ই বিশ্বাস করে ঐশ্বরিক বিচারের দিনে। মুসলিমরা দিনে পাঁচ বার প্রার্থনা করেন (সালাত) এবং ইহুদীরা দিনে দুবার সেম ইস্রায়েল ও তিনবার প্রার্থনা করে। উভয়ই অনশন ও ভিক্ষা প্রদান করে। এছাড়া আছে পথ্য নির্ধারণ ও অন্যান্য শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া। ইহুদীরা আইনসিদ্ধ খাদ্যকে বলে কোশার আর মুসলিমরা বলে হালাল। উভয় ধর্মে শূকর ভক্ষণ নিষিদ্ধ। কোশার অনুযায়ী অনেক বেশী খাবার নিষিদ্ধ তার একটা উপাংশ হালাল। হালাল আইনে মাংস আর দুধ মেশানো বারণ নয় এবং সেলফিস বা খোলা ওলা মাছ নিষিদ্ধ নয়। তবে শিয়া সম্প্রদায় ঝিনুক, খোলাওলা মাছ, আশ ছাড়া মাছ খায় না। ইহুদী ও ইসলাম সমকামিতা মানে না এবং বিবাহ-বহির্ভুত যৌনতা স্বীকার করেন না এবং ঋতুকালে সংযম পালন করতে নির্দেশ আছে। (তবে অনেকেই কার্যত ঐসব রক্ষা করেননা। বরং এর অন্যথাই স্বভাবসিদ্ধ)। উভয়ই পুরুষদের সুন্নত করায়। উভয় সম্প্রদায় ঈশ্বরের ত্রিমূর্তি এবং যীশুর অবতারত্বে বিশ্বাস করে না কারণ তা একেশ্বরবাদের বিরুদ্ধে। পৌত্তলিকতা এবং খোদিত মূর্তিতে বিশ্বাস করে না দুই সম্প্রদায়। উভয় দেবদূত ও দৈত্যে বিশ্বাস করে। ইহুদীরা বলে হা-সাতান, মুসলিমরা বলে আল-শয়তান। কোন ধর্মই আদিম পাপে বিশ্বাস করে না। ইহুদী গ্রন্থাবলী ও হাদিশের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে। উভয়ই মনে করে পতিফারের স্ত্রীর নাম জুলেখা।

মানুষের শিরদাঁড়ার নীচে লাজ বোন বলে একটা হাড় আছে যা ক্ষয় হয় না এবং যার থেকে পুনরুত্থানের সময় আবার শরীর পুনর্গঠিত হয়— দুই ধর্মেই এটা মানে। তবে লক্ষণীয় ইহুদীরা বেশীর ভাগই এই প্রাচীন বিজ্ঞান অসমর্থিত এবং অপ্রতুল যুক্তি সমন্বিত বিধান থেকে বেরিয়ে আধুনিক যৌক্তিকতা ও বিজ্ঞানমনস্কতায় জোর দিয়েছে, মুসলিমরা সেখানে অধিকাংশ আরোবেশী করে এই অসাড় প্রাচীনপন্থা আঁকড়ে ধরছে।

আরব উপদ্বীপ অঞ্চলে ইসলামের উদ্ভব ও বিস্তৃতির সঙ্গে জুডাইজাম্ (Judaism)

ও ইসলামের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া শুরু হয়। তাদের মূলে একই আব্রাহাম এবং তাদের আদি/মূল ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী, গঠনতন্ত্র, বিচার ব্যবস্থা এবং আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে মিল আছে দুই ধর্মমতের মূলে আছে একেশ্বরবাদ। যা ঈশ্বরের একত্বের ব্যাপারে কোনো আপোস করে না— যে ঈশ্বর, মানব সমাজের কল্যাণের জন্য এই মূল্যবোধের ভিত্তিতে জীবনাচরণ পদ্ধতি শিখিয়েছেন।

কিন্তু মুসিলমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের গ্রন্থভুক্ত জনগোষ্ঠী-র বলে মনে করে দার-এল সালাম অর্থাৎ মুসলিম শাসিত অঞ্চলে তারা হিদেন অর্থাৎ আদিম ধর্ম বিশ্বাসী সাকারবাদী (এবং ওদের মতে অসভ্য বর্বর যাদের মধ্যে হিন্দুরাও পড়ে) দের থেকে বেশী সুরক্ষা পেয়েছে। তারা অর্থাৎ ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা মুসলিম শাসিত এলাকায় ধিম্মীর মর্যাদা পেয়েছে মানে আশ্রিত। অতিরিক্ত কর দিয়ে তাদের কিছু সীমিত ক্ষমতা দিয়েছে। নবী মহম্মদ ভেবেছিলেন যে যেহেতু ইহুদীদের সঙ্গে তাদের অনেক মিল তারা তাঁর কথা মেনে নেবে। কিন্তু তা না করায় তিনি ক্ষেপে গেলেন।

মুসলিমদের ইহুদী বিদ্বেষের দীর্ঘ জটিল ইতিহাস আছে। কেউ কেউ এই বিরোধের সূত্রপাত হিসাবে আব্রাহামের দুই পুত্রের আইজ্যাক ও ইসমায়েলের কথা বলেন মতান্তরে জ্যাকব ও ইসাউ। দুই সন্তানের মধ্যে যাই শত্রুতা থাকুক ইহুদী হত্যা করার নির্দেশ কোথাও ছিল না (থাকতে পারেও না)। মহম্মদের সময় থেকে তীব্র ইহুদী ঘৃণার উদ্রেক হয় এবং কথিত আছে যে আল্লাহ এর নির্দেশ দেন (এ কেমন আল্লাহ মহম্মদকে না মানলেই তাকে হত্যা করা হবে? তাহলে তিনি সৃষ্টিকর্তা না, করুণাময় তো ননই)। কোরাণ, হাদিস এবং মহম্মদের জীবন থেকে এই ঘৃণার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যা মহম্মদের সময় থেকে শুরু হয়ে আজকের দিন পর্যন্ত তাঁর অনুগামীদের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। কোরাণ কি বলে?

কোরাণ 5 : 50 বল (হে মহম্মদ গ্রন্থভক্ত লোকদের উদ্দেশ্যে) "আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান সংক্রান্ত বিষয়ে তার চেয়ে মন্দ কিছু বলব, যে ইহুদীরা আল্লাহর অভিশাপ ও রোষ অর্জন করেছে যাদের (কিছুকে) তিনি বানর ও শুয়োরে পরিণত করেছেন, যারা তাগুত (মিথ্যে ভগবান) পূজা করত, তারা (কেয়ামতের দিন জাহান্নমের আগুনের মধ্যে) নিম্নতর সারিভুক্ত এবং সঠিক পথ থেকে অনেক বেশী বিচ্যুত।

ঈশ্বরের মনোনীত জাতি হ'লে বাইবেলে উক্ত নিম্নোক্ত বাণী এই উক্তির বিরোধী। আল্লাহ কি আব্রাহাম ও অন্যদের সম্পর্কে কি বলেছিলেন তা স্মরণে রাখেন নি? কোরাণে স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে রচিত বহু মন্তব্য আছে যা তাঁর এলাকায় ইয়াহওয়ে নয়, মহম্মদের ইহুদী ঘৃণা প্রকট করে। এটা অবশ্যই বুঝতে হবে যে মহম্মদের

নবীত্ব ইহুদীদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় তিনি গভীরভাবে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। মহম্মদ নবী হিসাবে গৃহীত হতে চেয়েছিলেন এবং এই প্রত্যাখ্যান সহ্য করতে পারেননি।

কোরাণ ২:৬১ "আর তোমরা যখন বললে হে মোজেস (বা মুসা)! আমরা একই ধরনের খাদ্যের কারণে ক্লান্ত, সুতরাং তোমার প্রভুর নিকট প্রার্থনা কর যেন তিনি পৃথিবীতে যা উৎপন্ন হয় তা আনয়ন করেন— তার গুল্ম, শসা, ভুট্টা, ডাল ও পেঁয়াজ। তিনি বলেন "তোমরা কি উৎকৃষ্ট জিনিষের বদলে নিকৃষ্ট জিনিস নেবে? সেই নির্দিষ্ট দেশে যাও যেখানে তুমি যেমন দাবি করছ তেমন পাবে। এবং লাঞ্ছনা ও দুর্ভাগ্য তাদের উপর মুদ্রিত হল এবং তারা আল্লাহর রোষ অর্জন করলেন। কারণ তারা আল্লাহ-র আয়াত সমূহকে অবিশ্বাস করেছে এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। তাদের অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন এর কারণ।"

এই কাহিনীতে মোজেস ও মিশর থেকে নিষ্ক্রমণ এর কথা জড়িত আছে। মহম্মদের সময়ের দুই হাজার বছর আগের ঘটনা। অবিশ্বাসীদের বিচার ঠিকই হয়েছিল যাদের প্রতিশ্রুত ভূখণ্ডে প্রবেশাধিকার দেয়া হয় নি এবং যারা অরণ্যে পরিভ্রমণরত অবস্থায় মারা গিয়েছিল। মহম্মদের সময়ে ইহুদীদের অভিযুক্ত করার জন্য কেন এই কাহিনীর অবতারণা করা হবে? এটা অযৌক্তিক । মদিনার ইহুদীরা মহম্মদকে নবী হিসাবে মানে নি কারণ নবীর গুণাবলী ও যোগ্যতা তাঁর ছিল না কারণ—মহম্মদ স্বীকার করলে তাদের ইয়েহওয়া কে বাতিল করতে হ'ত। মহম্মদ ইয়াহওয়ের মত কোনো অলৌকিক কাণ্ড ঘটাতে পারেন নি।

কো 2:65–66– "এবং তোমরা তাদের সম্বন্ধে জান যারা সাবাথ ভঙ্গ করেছিল, আমরা কেমন করে তাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলাম তোমরা হনুমান হয়ে যাও, লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত। এবং আমরা এটাকে একটা দৃষ্টান্ত হিসাবে তাদের ও তাদের পরবর্তী প্রজন্ম সমূহের নিকট রেখেছিলাম এবং ঈশ্বর-ভীরুদের নিকট রেখে ছিলাম উপদেশ হিসাবে।"

এটাকে কোনভাবেই গ্রহণ করা যায় না। ইয়াহওয়ে ইহুদীদের হনুমান করেন নি। ওল্ড টেস্টামেন্ট অনুযায়ী ইয়াহওয়ে অবাধ্য লোকদের বিভিন্ন উপায়ে শাস্তি দিয়েছিলেন কিন্তু তিনি কখনই ঈশ্বরের মূর্তিকে কালিমালিপ্ত করেননি যিনি নিজের আদলে মানুষকে গড়েছিলেন। কোরান। ২ :৯৬ "এবং তুমি আজীবন তাদের লোভীতম দেখবে এবং মূর্ত্তিপূজকদের থেকে লোভীতর। তারা প্রত্যেকে হাজার বছর বাঁচতে চাইবে এবং তার দ্বারা তারা সর্বনাশ এড়াতে পারবে না। তারা কি করছে আল্লাহ সব দেখতে পান।"

এটা একটা অদ্ভুদ বাণী কারণ এতে মহম্মদকে একজন লোভী মানুষ হিসাবে

দেখানো হয়। তিনি নিজে কোনও কাজ করতেন না কিন্তু সাঙ্গপাঙ্গরা বাণিজ্য কাফেলায় হানা দিত, গ্রামের পর গ্রাম লুঠতরাজ চালাত নিজেদের লাভের জন্য এবং তিনি গনিমতের মালের কুড়ি শতাংশ পেতেন। উল্টো দিকে ইহুদীরা কঠোর পরিশ্রম করে চাষ আবাদ করত, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রুজি রুটি জোগাড় করত।

কোরান। ৫:১২—১৩ "আল্লাহ বনী ইস্রায়েলের সঙ্গে প্রাচীন কালে একটি চুক্তি করেছিলেন এবং সেই চুক্তি ভঙ্গ করার কারণে আমরা তাদের অভিশাপ দিয়েছি এবং তাদের হৃদয় কঠিন করেছি। তাদের প্রসঙ্গের বাইরে তাদের কথা বলায় এবং তাদের যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তার অংশত ভুলে যাওয়ায় আপনি তাদের অল্প কয়েকজন ছাড়া বাকিদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা নিরন্তর দেখতে পাবেন।

৫ :৭ "আমরা বনী ইস্রায়েলের সঙ্গে প্রাচীনকালে চুক্তি করেছিলাম এবং তাদের কাছে দূত প্রেরণ করেছিলাম যখন তাদের কাছে কোনও দূত তাদের মনে ধরত না এমন কোন প্রস্তাব নিয়ে আসত তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠত। তাদের মধ্যে (দূতদের) কিছুকে তারা প্রত্যাখ্যান করত এবং কিছুকে হত্যা করত।"

ইস্রায়েলের চিরকালের ইতিহাসে দেখা যায়, বহু ইহুদীরাই অবাধ্য হত। ইয়াহওয়ে তাদের বিচার করতেন। কিন্তু কোথাও অ-ইহুদীরা ইহুদীদের ঘৃণা করছে দেখা যায় না। বাস্তবে ইহুদীদের সম্বন্ধে কোরাণ যা বলছে তা খ্রীষ্টানদের প্রতি ইহুদীদের প্রতিক্রিয়ায় অনেক ব্যাপক হারে দেখা যায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী লক্ষকোটি খ্রীষ্টানরা মারা গেছে মুসলিম পাশবিকতার কারণে।

এই ঘৃণা হাদিসে বর্ণিত আছে

"আবু হুরাইয়া আল্লার দূতকে সংবাদ প্রেরণ (তোমার উপর শান্তি বিরাজ করুক) করলেন এই বলে : কেয়ামতের প্রহর আসবে না যদি না মুসিলমরা ইহুদীদের সঙ্গে লড়াই করে এবং মুসলিমরা তাদের হত্যা করবে না ইহুদীরা একটা গাছ বা পাথরের আড়ালে লুকোবে এবং গাছ বা পাথর বলবে মুসলিমরা বা আল্লার পুত্রেরা, আমার পিছনে একজন ইহুদী আছে, এস এবং তাকে হত্যা কর, কিন্তু ঘারকাদ গাছ তা বলবে না কারণ এটা ইহুদীদের গাছ"— সাহী মুসলিম ৬৯৮৫

এবং সাহী বুখাতিতে পাই : "আল্লাহ-র দূত বললেন, 'সেই প্রহর প্রতিষ্ঠিত হবে না যতক্ষণ না তোমরা ইহুদীদের সঙ্গে সংগ্রাম কর এবং যে পাথরের আড়ালে একজন ইহুদী লুকোবে, সে বলবে 'হে মুসলিম। আমার আড়ালে একজন ইহুদী লুকিয়ে আছে, সুতরাং তাকে খুন করো'।"

ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের প্রতি মহম্মদ ও মুসলিম আন্দোলনের অসহিষ্ণুতা হাদিস সাহী মুসলিম গ্রন্থ ১৯,৪৩৬৬ নং এ পাওয়া যায়, উমর-বিন-আল এর বর্ণিত ভাষ্যে

: তিনি আল্লার দূতকে বলতে শুনেছেন (তার উপর শান্তি বজায় থাকুক), "আমি আরব উপসাগর থেকে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের বিতাড়ন করব এবং মুসলিম ব্যতীত অন্য কাউকে ছাড়ব না।"

মহম্মদের সময়ের ঘটনাবলী ও ইহুদীদের প্রতি ব্যবহার :

মহম্মদ প্রকোপিত হয়েছিলেন যে ইহুদীরা তাকে নবী (Prophet) বলে স্বীকার করেনি। ঐ এলাকায় ইহুদীদের বিভিন্ন উপজাতির বাস ছিল। বানু কানুইকা উপজাতিদের সঙ্গে সাময়িক যুদ্ধ বিরতি চুক্তি ছিল। তারা তাঁকে নবী হিসাবে অস্বীকৃত করায় তিনি তাঁদের যুঝে নিতে প্রতিজ্ঞা করলেন। মুসলিমরা তাদের অবরোধ করল এরা তাদের মেরে ফেলত কিন্তু আবদুল্লা বিন উবায় বাঁধা দান করায় তা প্রতিহত হ'ল। তারা (ইহুদীরা) তাদের প্রাণ নিয়ে পালাল কিন্তু সমস্ত সম্পত্তি মহম্মদকে দিতে বাধ্য হ'লেন। এর থেকেই অনুমেয় মুসলিমরা কতটা লাভ করেছিল। আর তারা ইহুদীদের বলে লোভী!

আর এক উপজাতি বানু নাদিরদের ফাঁসানো হয় মিথ্যা অপবাদে যে তারা মহম্মদকে খুন করার চক্রান্ত করেছিল, মুসলিমরা তাদের বিরুদ্ধে অভিযান করল এবং অবরোধ করল। কয়েক সপ্তাহ অবরোধ চলার পর তারা অন্যত্র নির্বাসনে যেতে সম্মত হল। তারা যতটুকু পাওনা সঙ্গে নিল বাকি টুকু মহম্মদের সম্পত্তি হয়ে গেল।

এক তৃতীয় উপজাতি বানু কুরাইজাদের পরিখার যুদ্ধের পর গণ সংহার করা হয়। ইহুদীরা মহম্মদের হয়ে যুদ্ধ লড়েনি। মক্কাবাসীরা গুটিয়ে নেবার পর ইহুদী উপজাতিকে অবরুদ্ধ করা হ'ল। পঁচিশ দিন পর তারা আত্মসমর্পণ করল সমস্ত পুরুষদের শিরচ্ছেদ করা হল এবং স্ত্রীলোক ও শিশুদের মুসলিমরা ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি করল। সবশুদ্ধ ৬০০—৯০০ পুরুষ ইহুদীর মুণ্ডচ্ছেদ করা হয়।

খুব শীঘ্রই মহম্মদ মদিনার উত্তরে খয়বার অঞ্চল যেখানে ইহুদীদের বসবাস ছিল তা আক্রমণ করলেন। বহু পুরুষ কে হত্যা করা হ'ল এবং স্ত্রীলোকদের যে পারল বিবাহ করল। একজন লোককে বুকের উপর আগুন জ্বালিয়ে অত্যাচার করা হ'ল—তাকে বাধ্য করা হল লুকোনো সম্পত্তি কোথায় আছে তা বলার জন্য। এই বিজয়ের পর জমির উৎপাদন মহম্মদ ও তার স্ত্রীদের মধ্যে বণ্টন করা হল কিছু ইহুদীকে থাকতে অনুমতি দেয়া হল তারা শস্যের ৫০ শতাংশ পাবে। কিন্তু পরে তাদের সিরিয়ায় নির্বাসন দেয়া হ'ল [সতর্ক পাঠক মনে রাখুন পুর্ব বাংলা থেকে মহম্মদের চেলারা একই রকম কায়দায় হিন্দুদের তাড়িয়েছে সব জায়গায় এটাই এদের ধর্ম]

[সাহী মুসলিম গ্রন্থ ০১০, নং. ৩৭৫৯]

এই ঘৃণা মহম্মদের সময় থেকে আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে। সৌদী আরবের সাম্প্রতিক পাঠ্যপুস্তক থেকে এই ঐতিহ্যের সমর্থন পাওয়া যায়।

প্যালেস্টাইনকে মুক্ত করার জন্য সৌদী আরবের দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকে শেখানো হয় ইহুদী ঘৃণা ও জিহাদ। ঘৃণা ও হিংসা সৌদি শিক্ষাব্যবস্থার উপাত্ত এবং এই ইসলামী রক্ষণশীল দেশের জ্ঞানালোক প্রাপ্তির প্রচেষ্টাকে উপহাস করে।

"মুসলিম আর ইহুদীদের মধ্যে সংঘর্ষ যারা অনুশীলন করেন তাঁরা এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করবেন যে এটা একটা ধর্মীয় সংঘর্ষ, রাজনীতি বা জাতীয়তাবাদের দ্বন্দ্ব নয় বা কোন জনগোষ্ঠী বা উপজাতিদের মধ্যে সংঘর্ষ নয় বা কোনও দেশ বা ভূখণ্ডের অধিকার নিয়ে মারামারি নয়, কেউ কেউ যেমন বলে থাকেন।" সৌদী পাঠ্যবইতে এমনটাই লেখা আছে।

বইতে আরো বলা আছে যে এ লড়াই থামবে না যদি না এক পক্ষ অন্য পক্ষকে হারিয়ে দেয় কারণ "ইসলামের ইতিহাসে ইহুদীরা ইসলাম ধর্মকে খতম করার প্রয়াস চালিয়েছে এবং মুসলিমদের মধ্যে গণ্ডগোল পাকিয়েছে। বইতে এও বলা হয়েছে ইহুদীরা পশ্চিমী সংবাদমাধ্যম এবং সংস্কৃতিকে কব্জা করেছে এবং খ্রীষ্টানদের সঙ্গে মিলেমিশে ইসলামকে ধ্বংস করতে চায়।

এইসব বক্তব্যের মধ্যে যথেষ্ট পরিমান মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ আছে। কখন ইহুদীরা ইসলামকে ধ্বংস করতে চেয়েছে? বরং মুসলিমরা ইহুদীদের মহম্মদের সময় থেকে নির্যাতন চালিয়েছে। তারা সব সময় মক্কা বিজয় সম্পূর্ণ হওয়ার পর থেকে ইহুদীদের থেকে সংখ্যায় অনেক বেশী ছিল। তারা অনেক বেশী ইহুদীকে হত্যা করেছে। ইহুদীদের তাদের মাতৃভূমি (স্মরণ করুন পুর্ববাংলার হিন্দুদের কথা, পাকিস্তানে সিন্ধ্রী, শিখ ইত্যাদির কথা) ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছে মুসিলমরা যার ফলে মুসলিম দেশ (যা আগে ইহুদী ও অন্য সম্প্রদায়ের দেশ ছিল মূলত:। হিংসার পথে সে সব দেশকে মুসলিম প্রধান করা হয়েছে) সে-গুলিতে ইহুদীদের সংখ্যা নগণ্য। তারা কিভাবে অত্যাচার করবে?"

২০১১ সালে ১০১০ জন প্যালেস্টিনীয়কে, যারা ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক, গাজা প্রভৃতি জায়গায় বসবাস করত, এই ব্যাপারে সমীক্ষা করা হয়েছিল— তারা প্রায় ৭৩ শতাংশ বলেছিল ইহুদীদের হত্যা করাই একমাত্র সমাধান। ধর্মের কথা থাক, কোনও সভ্য মানুষ এইরকম কথা বলতে পারে না।

৩রা নভেম্বর, ২০১১-এর গাজায় প্যালেস্টাইনের অল আহরার আন্দোলনের ডাকা জনসভায় বিবরণী থেকে (আল আকসা টিভিতে সম্প্রচারিত) জানা যায়,

"আপনাকে বন্দনা করি হে প্রভু ইহুদীদের হত্যা করাকে তুমি আমাদের পূজার মর্যাদা দিয়েছ, এর মধ্য দিয়ে আমরা তোমার নিকটবর্তী হই।"

মহম্মদের সময় থেকে আজ অবধি ইহুদীদের প্রতি বিশেষ ঘৃণা আছে মুসলিমদের মধ্যে এবং অন্য অ-মুসলিমদের জন্য সাধারণভাবে ঘৃণা আছে। এটা কেমন করে সম্ভব হয়? এর দ্বারা ব্যাপক হারে মস্তিষ্ক ধোলাই করা হয়। মুসলিম শিশু দূরদর্শনে আবির্ভূত হয়ে ঘোষণা করে সে ইহুদীদের ঘৃণা করে তখন বুঝতে হবে ওদের সমাজে শিশুর জন্ম থেকে শেখানো হয় অন্যরা নিকৃষ্ট, ঘৃণ্য, বধযোগ্য কোনওভাবেই সহ্য কোরোনা। মহম্মদ শিখিয়েছিলেন ইহুদীদের ঘৃণা করতে আল্লাহর দোহাই দিয়ে, মুসলিমরা বাইবেল এবং ইহুদীদের বাণীরও অজুহাত দেয়।

ঈশ্বর আব্রাহামকে বললেন, "তোমার দেশ ছেড়ে সেই দেশে যাও যেখানে আমি যেতে বলব। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি এবং তুমি তোমার বংশধরদের এক মহান জাতিতে পরিণত কর। তুমি বিখ্যাত হবে এবং অন্যদের জন্য কল্যাণময় হবে। যে তোমাকে আশীর্বাদ করবে আমি তাকে আশীর্ব্বাদ করব। কিন্তু যে তোমাকে অভিশাপ দেবে আমি তাকে অভিশাপ দেব। তোমার কারণে পৃথিবীর সকলের কল্যাণ হবে।"

ইহুদীদের গল্পের এখানেই শুরু। এই প্রতিশ্রুতি কখনও বাতিল হয়নি (এই সমস্ত অসাড় কথা বার্তার কোনও মূল্য নেই। কিন্তু যেহেতু মুসলিমরা তাদের মহান ধর্মের দোহাই পাড়ে এইসব অসাড় তথাকথিত বাণীর অজুহাত দিয়ে তদের খণ্ডন করতে গেলে সমান্তরাল বাণীর অবতারণা করতেই হবে।)

"মুসলিমরা যদি এইসব শ্লোকের বা আয়াতের সঠিক পাঠোদ্ধারে ব্রতী হত তাহলে এদের প্রকৃত জ্ঞানোন্মেষ হত। ওরা রুদ্ধদ্বার স্বাভাবিক আলো বাতাস বঞ্চিত, স্থবির অচল। আশীর্বাদ ও অভিশম্পাত দুই আছে নির্বাচিত জনগণের জন্য এবং তাদের মধ্য থেকেই মসীহ-র আবির্ভাব হবে। ইহুদীদের অভিশাপ দেয়া মানে ইয়াহওয়েের অভিশাপের বশবর্তী হওয়া।"

"সব ইহুদীদের হত্যা করার ধারণা গণহত্যার চেয়ে ভয়ঙ্কর। এর অর্থ হল ইয়াহওয়েের প্রতিশ্রুতিকে অস্বীকার করা। প্রশ্ন হল ভগবান কে? ইয়াহওয়ে না আল্লাহ? আমরা ইয়াহওয়েের ব্যাপারে অনেক কিছু জানি কিন্তু আল্লাহ-র ব্যাপারে কোরানে যতটুকু লেখা আছে তার বাইরে কিছু জানিনা এবং মানুষের জন্য তাঁর ইচ্ছার কথা ছাড়া কিছুই জানতে পারি না। ইয়াহওয়ে ইহুদীদের তাঁর নির্বাচিত মানুষ ঘোষণা করেছেন। কোরানে আল্লাহ ইহুদীদের বাতিল করেছেন। কোরানের আল্লার চরিত্র গ্রন্থের ইয়াহওয়েের চরিত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী।"

শতাব্দী ব্যাপী ইয়াহওয়ের দৈব বাণী নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদ গুলিতে বিবৃত হয়েছে "আমিই প্রভু পবিত্র ঈশ্বর। তোমরা আমার লোক হিসাবে মনোনীত হয়েছে, সুতরাং তোমরাও অবশ্যই পবিত্র (লেভিটিকাস ২০২৬)"

"ইস্রায়েল তোমরা প্রভুর মনোনীত ব্যক্তি যিনি তোমাদের ঈশ্বর। এই পৃথিবীতে অনেক জাতি আছে। কিন্তু তিনি ইস্রায়েলকে তাঁর আপন বলে নির্বাচিত করেছেন। ডয়টারোনমি ৭ : ৬) তোমাদের নিজের লোক হিসাবে পছন্দ করেছেন। তিনি সর্বদা তোমাদের যত্ন নেবেন যাতে প্রত্যেকে জানতে পারে তিনি কত মহান (১ স্যামুয়েল ১২ : ২২)। আমার লোকরা তোমরা, আমার সাক্ষী এবং আমার পছন্দের ভৃত্য। আমি চাই তোমরা আমাকে জানো বিশ্বাস করো এবং বোঝো যে আমি একাই ঈশ্বর। আমি সর্বদাই ঈশ্বর থেকেছি এবং আর কেউ থাকতে পারে না (ইসাইয়া ১৩ : ১০)"

"আমি ইস্রায়েল ও জুডার লোকদের নির্বাচন করেছি এবং আমি তাদের বংশ পরম্পরায় আশীর্বাদ করব। তারা এই পার্বত্য এলাকায় বসতি স্থাপন করবে এবং এটা তাদের হবে (ইসাইয়া ৬৫ : ৯)

"ইস্রায়েলের লোকদের ঈশ্বরের শত্রু গণ্য করা হয় যাতে সুসংবাদ তোমাদের কাছে পৌছয়। কিন্তু তবুও তারা মনোনীত লোক এবং ঈশ্বর তাদের ভালোবাসেন তাদের বিখ্যাত পূর্বসূরীদের জন্য (রোমান্স ১১:২৮)"।

ক্রোধ এবং ঘৃণার বিষয় আমরা আলোচনা করব। ক্রোধ হল ঘৃণার শুরু। যীশুর কথা ধরা যাক।

"ফারিসীদের থেকে ঈশ্বরের আদেশ (কম্যাণ্ড) বেশী মান্য করবে এবং আইনের শিক্ষাদাতারা তাদের মানবে। যদি না কর আমি বলছি তোমরা কখনও স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। তোমরা জান যে আমাদের পূর্বপুরুষদের বলা হয়েছিল, "খুন কোরোনা" এবং খুনীদের অবশ্যই বিচার করতে হবে। তুমি যদি কারো উপর ক্রুদ্ধ হও তোমারও বিচার হবে। তুমি যদি কাউকে বোকা বল তোমাকে বিচার ব্যবস্থায় আনা হবে। এবং তুমি যদি কাউকে অপদার্থ বলো তুমি নরকের আগুনের বিপদে পড়বে (ম্যাথ্যু ৫ : ২০-২২)"

"ক্রোধ হচ্ছে আত্মার ক্যান্সারের মত। কাউকে খুন করার জন্য তা চালিকা শক্তি হয়। ক্রোধের অন্যান্য ফল হল প্রতিশোধ, অঙ্গচ্ছেদ, আহত করা, অন্যের যশের অপকীর্তি মর্যাদা খুন এবং অন্যান্য বীভৎস কার্যকলাপ। অনিয়ন্ত্রিত ক্রোধ থেকে উৎপন্ন ভয়াবহ কার্যাবলীর দ্বারা নিজের আত্মাকে ধ্বংস করে লোকে। এমনকি কুৎসা নরকের আগুনের মধ্যে এক জন মানুষকে নিয়ে যেতে পারে।"

"ইহুদীদের প্রতি মুসলিমদের ঘৃণা আত্মার বিপজ্জনক অবস্থা। ভাবুন একবার মুসলিমদের এই দাবি যে জিহাদ করলে স্বর্গের বা বেহেস্তের পথ সুনিশ্চিত। কিন্তু যীশুর কথায় জিহাদ নরকের পথ মসৃণ করে। এটা ইঙ্গিতপূর্ণ যে মুসলিমদের ভেবে দেখতে হবে কে ভুল আর কে ঠিক। ক্রোধ থেকে ঘৃণার জন্ম হয়।"

যীশুর কথায় :

"লোককে তোমরা বলতে শুনেছ "তোমার প্রতিবেশীকে ভালোবাস এবং শত্রুদের ঘৃণা কর" কিন্তু আমি বলি তোমার শত্রুকে ভালোবাস এবং যে তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে তার জন্য প্রার্থনা কর। তারা স্বর্গবাসী তোমার পিতার ন্যায় কাজ করবে। তিনি ভাল লোক ও মন্দ লোক উভয়ের জন্য সূর্যোদয় ঘটান। এবং তিনি যে সঠিক কাজ করে এবং যে বেঠিক কাজ করে দুজনের জন্যই বৃষ্টি আনয়ন করেন। যে তোমাকে ভালোবাসে তুমি যদি শুধু তাকেই ভালবাস ঈশ্বর কি তোমাকে পুরস্কৃত করবেন? কর-সংগ্রাহকরাও তাদের বন্ধুদের ভালোবাসেন। তুমি যদি শুধু বন্ধুদের অভিবাদন কর তার মধ্যে এমন কি মহৎ আছে? অবিশ্বাসীরাও কি তা করে না? ন্যায় আচরণ করবে (ম্যাথ্যু ৫:৪৩-৪৮)।"

"শত্রুদের জন্য প্রার্থনা করার যে উপদেশ যীশু দিয়েছিলেন মুসলিমরা শুধু তাকে অগ্রাহ্য করে তাই নয়, কিন্তু জিহাদের ধারণা শত্রুদের হত্যা করার প্রেরণা দেয়। যীশু বলেছিলেন যে শত্রুকে ভালোবাসা স্বর্গত: পিতার ন্যায় কাজ করে। তাই যদি হয়, ইহুদী ও অন্যান্যদের হত্যা করা আল্লাহ-র আদেশ হয়, তবে আল্লা নিশ্চয়ই ইয়াহওয়ে নন।"

"তুমি লোককে পছন্দ না করলেও তাকে ভালোবাসতে পার। লোক ভালোবাসার অর্থ তাকে ঈশ্বরের আদলে দেখা। তারা পবিত্র এবং সম্মানের যোগ্য। শত্রুরাও মানুষ। তাদের জন্য প্রার্থনা করা কারো পক্ষে সব চেয়ে আদরণীয় কাজ। প্রার্থনা করো তারা যেন মানবিক, দয়ালু ও বিনয়ী হয়। মুসলিম একথা বুঝতে অপারগ। "শত্রুদের ভালোবাস এবং যারা তোমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে তাদের জন্য প্রর্থনা করো।" অমুসলিমদের হত্যা করার জন্য কোরাণের নির্দেশ এর সম্পূর্ণ বিরোধী। শিয়া কর্তৃক সুন্নীদের হত্যা করা ও বোমা মারা এবং সুন্নী দ্বারা শিয়াদের বোমা মারা এবং হত্যা করার বিরোধী। এটা চাওয়া হয় শিয়া সুন্নী উভয়ই ইহুদী, খ্রীষ্টান ও [১]প্যাগানদের হত্যা করা থেকে বিরত হয়। যীশু কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দেন নি।"

১। প্যাগান—সেমিটিক ধর্মগুলির বাইরে বহুদেবত্বে বিশ্বাসকারী প্রাচীন জনগোষ্ঠী বোঝায়। এদের হিদেন (Healthen) ও বলে। প্যাগানরা ঈশ্বরের abstract ধারণা। বা বিমূর্ত ধারণার বদলে প্রত্যক্ষ ব্যাক্তিগত অভিজ্ঞতা মনে করে।

"দেবদূত জন বলেছেন "আমরা যদি দাবি করি আলোয় আছি কিন্তু কাউকে ঘৃণা করি, আমরা অন্ধকারে আছি (১ জন ২ : ৯)! ২ : ১১ শ্লোকে আছে আমরা যদি অন্যাকে ঘৃণাকরি আমরা অন্ধকারে বাস করছি এবং বেড়াচ্ছি। আমরা জানিনা আমরা কোথায় চলেছি কারণ অন্ধকারে আমরা দেখতে পাইনা। আরো জোরালো এবং গম্ভীর ভাবে বলা হয়েছে। "যদি তোমরা পরস্পরকে ঘৃণা কর তোমরা খুনী এবং আমরা জানি খুনীরা কখনও শাস্বত জীবন লাভ করে না। একজন মুসলিম যদি যুক্তিবাদী হয় এই প্রশ্ন উঠবে—কোরাণ বলে জিহাদ করা এবং কাফেরদের খুন করা মানে বেহেস্তের পথ সুগম করা কিন্তু যীশুর বাণী এবং সমস্ত বাইবেল বলে হত্যাকারীরা কখনও শাশ্বত জীবন লাভ করে না। কি সঠিক? ইয়াহওয়ে (জেহোবা)-র সঙ্গে শ্বাসস্বত জীবন লাভ করার সুযোগ বিনষ্ট করে এমন কাজে লিপ্ত হওয়া নির্বোধের মত মনে হয় না কি?"

নবগঠিত ইস্রায়েলের সংগ্রাম

ইস্রায়েলের বিখ্যাততম প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মায়ার একদা বলেছিলেন "শান্তি আসবে তখন যখন আরবরা আমাদের যত ঘৃণা করে তার চেয়ে বেশী তাদের সন্তানদের ভালোবাসে।" ১৯৪৮ সালে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ইস্রায়েলের পত্তন হওয়া অবধি তারা বারবার যুদ্ধ ও হানাদারি মোকাবিলা করেছে। আগ্রাসী আরব দুনিয়া চেয়েছে ইস্রায়েলকে মুছে ফেলতে এবং ইস্রায়েল তাদের থেকে নাগাড়ে আতঙ্কের সম্মুখীন হয়েছে এই ক্ষুদ্র দেশটি চারিদিকে শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং আরব প্রতিবেশীদের চাপে শ্বাসরূদ্ধ। ১৯৪৮ থেকে আজ পর্যন্ত ইস্রায়েলের অস্তিত্ব বজায় রাখা ঐশ্বরিক আশীর্ব্বাদ এবং প্রজন্মব্যাপী ইস্রায়েলীদের অতুলনীয় আত্মত্যাগের ফলে সম্ভব হয়েছে।

আরব-ইসলামিক দুনিয়ার মাঝে প্রায় সাগরের মাঝে দ্বীপের মত এই ক্ষুদ্র দেশটি অবিরাম ধর্মীয় ও অসামরিক অস্থিরতার কেন্দ্রবিন্দু। তথাপি এই যুদ্ধ কেবলমাত্র ইস্রায়েলী ও প্যালেস্টিনীয় বা এমনকি আরব ও ইহুদীদের মধ্যে·প্রকৃত প্রস্তাবে সীমিত নয়, এটা ইসলাম এবং অন্য সমস্ত বিশ্বশক্তি এবং ধর্মসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্বের পরিণতি।

কারা ইস্রায়েলের শত্রু এবং তাদের ঘোষিত কর্মসূচী কি? প্রায় নিত্যই আমরা চমকিত হই ইস্রায়েলের সঙ্গে সংঘর্ষে রত কোনও না কোনও গোষ্ঠীর খবরে। ব্যাপারটা বিভ্রান্তিকর।

ইস্রায়েলের শত্রুদের দুটি দলে ভাগ করা যায়। বিগত যুদ্ধ গুলিতে ইস্রায়েলের ঐতিহাসিক বিরোধীশক্তি তার চারপাশের ইসলামী জাতি সমূহ এবং লেবানন, পশ্চিম ব্যাঙ্ক ও গাজায় অধুনা গজিয়ে ওঠা মৌলবাদী সন্ত্রাসবাদী সংগঠন সমূহ যারা ইস্রায়েলে বিনাশসাধনে কৃতসংকল্প তথাকথিত ইসলামী সম্প্রসারণবাদের অঙ্গ হিসাবে।

মিশর

ইস্রায়েলের সঙ্গে বিগত সব কয়টি যুদ্ধে (১৯৪৮, ১৯৬৭ ও ১৯৭৩) মিশর অগ্রণী দেশ। কিন্তু ১৯৭৮-এর ক্যাম্প ডেভিড মিটিংয়ের, যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল মার্কিন রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টার, মিশরের রাষ্ট্রপতি আনোয়ার সাদাৎ এবং ইস্রায়েলী প্রধানমন্ত্রী মেনাচেম বিগিনের মধ্যে, এরপর মিশর প্রথম আরব দেশ যে ইস্রায়েলকে স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং ১৯৭৯-র ২৬শে মার্চ শান্তি চুক্তি স্থাপন করেছিল। এই চুক্তি ইস্রায়েল ও মিশরের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করেছিল এবং দুটি দেশ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক শরিক হয়। আরব দুনিয়ার প্রতিক্রিয়া তিক্ত হয়েছিল। ১৯৮১-র

অক্টোবরে [১]**মুসলিম ব্রাদার হুডের** সৈন্যরা সাদাৎকে হত্যা করে তাঁর জড়িত থাকার প্রতিশোধ হিসাবে। তাঁর পর হোসনি মুবারক স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি ২০১১তে তাঁর বহিষ্কার পর্যন্ত এই চুক্তিকে মান্যতা দেন, এর পরে টিউনিশিয়ার অভ্যুত্থান মিশরে ছড়িয়ে পড়ে এবং উন্মুক্ত নির্বাচনের দাবী ওঠে। তারপর থেকে মিশর আগের থেকেও বেশী আগ্রাসী হয়েছে। মুসলিম ব্রাদারহুড খুবই ভয়ঙ্কর এবং চিন্তার বিষয় ১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনটির ঘোষিত উদ্দেশ্য দুই প্রকার : **সারা পৃথিবীতে শরিয়তী ব্যবস্থার রূপান্তর এবং বিশ্বব্যাপী ইসলামী খালিফতি ব্যবস্থার পুন:প্রতিষ্ঠা।** ১৯৫৪ সাল থেকে মিশরে নিষিদ্ধ এই সংগঠনটি ফ্রিডম ও জাস্টিস পার্টি এই নতুন বৈধ রাজনৈতিক দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। মুসলিম উগ্রপন্থা মিশরকে গ্রাস করেছে।

সিরিয়া : সিরিয়া বিগত সমস্ত যুদ্ধে ইস্রায়েলের বৈরিতা করেছে এবং অদ্যাবধি ইস্রায়েলের শত্রু রয়ে গেছে। টিউনিশিয়া থেকে মিশর হয়ে বিপ্লব সিরিয়ায় পৌছায় ২০১১-র জানুয়ারী। বাসার এল আসাদ সরকার এর বিরুদ্ধে তীব্র জোরালো সামরিক দমন চালায়। আসাদের অনুগত সৈন্যরা কয়েক সহস্র প্রতিবাদী হত্যা করেছে। এই সিরিয়া ইস্রায়েলের চির শত্রু, তারা ১৯৬৭ সালে হৃত গোলান হাইটস পুনরুদ্ধার করতে চায়, এই উঁচু পাহাড় থেকে সিরিয়া ইস্রায়েল অধিবাসীদের যারা সমতলে থাকত তাদের দিকে মিসাইল আক্রমণ চালাত। ইস্রায়েলের সীমান্তবর্তী এলাকায় বিশেষত: দক্ষিণ সিরিয়ায় ধর্মান্ধ ইসলামের দৃঢ়মূল প্রোথিত আছে। যে কোনো সরকার এই মৌলবাদের খপ্পরে পড়তে পারে বা পড়ে। আসাদ সরকার পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে সমঝোতা রাখতে চায় তাই তারা ইস্রায়েলের সঙ্গে সংযত আচরণ করে। যদি কোনও মতে [২]**আইসিস** ক্ষমতা দখল করে তারা ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণ চালাবে।

ইরান : ইরান ইস্রায়েলের সব চেয়ে বড় বিপদ। এই ধর্মোন্মাদ শিয়া ধর্মধ্বজী রাষ্ট্র ১৯৭৯ থেকে ইস্রায়েলের সমূহ বিনাশ চায়। তাদের চূড়ান্ত মৌলবাদী রাষ্ট্রপতি আহমেদিনেজাদ চেয়েছিল ইস্রায়েলকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে ফেলতে এবং সেই লক্ষ্যে পারমানবিক শক্তি অর্জনের পথে দ্রুত এগিয়েছে। হামাস এবং হেজবুল্লাহ-র মত মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের ইরান অস্ত্র প্রশিক্ষণ ও অর্থ যোগান দেয় যাতে তার ইস্রায়েলকে ঘায়েল করতে পারে। আন্তর্জাতিক মহল ইরানকে নিরস্ত

১। ১৯২৮ সালের মার্চে হাসান আল-রানা মিশরের ইসমাইলিয়াতে এই ইসলামী ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন স্থাপন করে।

২। আইসস—ISIS —ইসলামিক স্টেট অব ইরাক এণ্ড সিরিয়া—চরম হিংস্র ইসলামিক মৌলবাদী সংস্থা।

করতে কোনও ফলপ্রসূ উদ্যোগ নেয়নি। হয়তো নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে ইস্রায়েল স্বতোপ্রণোদিত আক্রমণ চালাতে পারে, এতে মধ্যপ্রাচ্যকে আণবিক ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো যাবে। কিন্তু তা করতে গিয়ে ইস্রায়েলকে আরব দুনিয়ার রোষের মুখে পড়তে হবে। পরিস্থিতি ভয়াবহ।

জর্ডন : জর্ডনের সঙ্গে ইস্রায়েলের সবচেয়ে দীর্ঘ সীমান্ত আছে। ইস্রায়েলের সঙ্গে সঙ্গে জর্ডনকেও সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের কবলে পড়তে হয়েছে এর কারণ ১৯৯৪ সালে সম্পাদিত শান্তি চুক্তি, এছাড়া ও আছে ইস্রায়েলমুখী নীতি যা এখানকার সুন্নী মুসলিমরা সমর্থন করেন না। ইস্রায়েলের সঙ্গে জর্ডনের নৈকট্য এবং দীর্ঘ সাধারণ সীমান্ত এলাকার দরুণ ইস্রায়েল এবং জর্ডনের বর্তমানে অব্যাহত সুসম্পর্ক ইস্রায়েলের নিরাপত্তার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার ফল হবে ভয়াবহ। ২০১১-র শুরুতে অন্য আরবদেশগুলির অস্থিরতার ঢেউ জর্ডনেও এসে আছড়ে পড়ে। বিক্ষোভকারী রাস্তায় নেমে প্রধানমন্ত্রীর ইস্তফা এবং সংসদ ভেঙ্গে দেবার দাবী করে। সরকার দুর্নীতিগ্রস্ত এবং কতিপয় ধনী পরিবারের কুক্ষিগত বলে, প্রায় সবাই ধরে নিয়েছিল সাধারণ মানুষের জন্য যাদের কোনো উদ্বেগ ছিল না এবং এর থেকে অসন্তোষের উর্বর ক্ষেত্র তৈরী হয়েছিল। সুতরাং নরমপন্থী রাজা দ্বিতীয় আব্দুল্লার নেতৃত্ব স্থায়ী হওয়া জরুরী।

তুরস্ক : এখন তুরস্ককে নিবিড়ভাবে লক্ষ করা হচ্ছে। অটোমান সাম্রাজ্যের সময় ইউরোপ, এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকা তাদের শাসনাধীনে ছিল। ইসলামের স্বর্ণযুগে খলিফা ছিল মুসলিম দুনিয়ার প্রধান। কয়েক দশকব্যাপী ইস্রায়েল এবং তুরস্ক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছিল। কিন্তু তুরস্ক ক্রমশ: ইসলামিক মৌলবাদের খপ্পরে পড়েছে। বর্তমান রাষ্ট্রপতি এরডোগন একজন কট্টর মুসলিম। ক্রমবর্ধমান ইস্রায়েল বিরোধী মনোভাব মাথা চাগাড় দিচ্ছে। স্বাধীন গাজা আন্দোলন এবং তুরস্ক মানবাধিকার সংস্থা যৌথভাবে ২০১০ সালে ৩১শে মে ভূমধ্যসাগরের পথে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায় তাতে নয়জন মারা যায়। ইস্রায়েল সরকার জানায় সংবাদ মাধ্যমকে চমকে দেয়া বা প্ররোচনা হিসাবে এটা করা হয়েছিল। ইস্রায়েলী স্পীড বোটে এবং হেলিকপ্টারে করে, ১৩জন নৌকম্যাণ্ডো জাহাজে ওঠে যাতে ঐ [১]ফ্লোটিলা জাহাজ ইস্রায়েলী বন্দর আসোড়ে নোঙর করতে বাধ্য হয়। তুর্কী জাহাজ এমভি মাভি মারমারাতে ইস্রায়েলী নৌবাহিনী প্রায় ৫৯০ জন যাত্রীর মধ্যে ৪০ জনের থেকে বাঁধার সম্মুখীন হয় যার মধ্যে ছিল আই এইচ এইচ কর্মীরা — যারা ছিল এক কট্টর কেন্দ্রীভূত গোষ্ঠী যাদের সঙ্গে লোহার বার ও ছোরা ছিল। লড়াইয়ের সময় নয় কর্মী,

১। ফ্লোটিলা—জাহাজ ও নৌকার সমন্বয়ে ছোট নৌবহর।

আটজন তুর্কী নাগরিক ও একজন তুর্কী আমেরিকান নাগরিক ছিল। ইস্রায়েলীদের দশজন জখম হয়, একজন গুরুতরভাবে। এই আক্রমন আন্তর্জাতিক নিন্দার ঢেউ তোলে এবং ইস্রায়েল তুরস্ক সম্পর্কের অবনতি হয়। সব কর্মীদের গুলি করে মারা হয়। ঐ ফ্লোটিলার পাঁচটি জাহাজ পরোক্ষ প্রতিরোধ করে। কিছুকে দেশে ফেরৎ পাঠানো হয় এবং ৬০০ জন চালান আদেশে সই করতে অস্বীকার করায় তাদের বিচারের জন্য পাঠান হয়। আন্তর্জাতিক সমালোচনার চাপে সব আটক কর্মী চালান করা হয়।

অনেকের অনুমান খুব শীঘ্রই তুরস্ক ইসলামিক দুনিয়ার নেতা হিসাবে দেখা দেবে। নিশ্চিত করে বলা যায় **তুরস্ক যেভাবে মুসলিম আধিপত্য এবং শরিয়ৎ আইনের দিকে এগোচ্ছে, সে ইস্রায়েলের সামনে বড় বিপদ হয়ে দেখা দেবে।**

২০১০ সালের ৩১শে মে "গাজা ফ্রিডম ফ্লোটিলা"র ছয়টি অসামরিক জাহাজের উপর ইস্রায়েল কর্তৃক পরিচালিত সামরিক অভিযানকে গাজা ফ্লোটিলা আক্রমণ বলা হয়। এটা হয়েছিল ভূমধ্যসাগরের আন্তর্জাতিক জলভাগের মধ্যে। এই আক্রমণে নয়জন কর্মী মারা যায় বলে একটি সূত্রে জানা যায়।

ইস্রায়েল সরকার দাবি করেছে এই ফ্লোটিলার গোপন উদ্দেশ্য ছিল ইস্রায়েলকে উত্তেজিত করা। রাষ্ট্রসঙ্ঘ বিবরণে এই হত্যা ছিল আইন বহির্ভুত স্বেচ্ছাচারী এবং চট্‌জলদি ব্যবস্থা। রাষ্ট্রসঙ্ঘ মানবাধিকার কমিশন ২০১০-এর সেপ্টেম্বর মাসে ঐ অবরোধকে অবৈধ আখ্যা দেয় এবং এই কার্যাবলীকে অসমানুপাতিক বলে বিবৃত করে। এবং গ্রহণ অযোগ্য নৃশংসতার নজির বলে চিহ্নিত করে এবং ইচ্ছাকৃত হত্যার সাক্ষ্য প্রমাণ আছে বলে মনে করে। তারা পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করে এবং তারা সিদ্ধান্তে আসে যে এটা ছিল সামগ্রিক শাস্তি এবং অবৈধ। সচিব বান-কি মুন ২০১০ অগাস্টে একটা সমান্তরাল তদন্ত চালায়, এর রিপোর্ট বেরোয় ২রা সেপ্টেম্বর, ২০১১। তাতে বলা হয় ইস্রায়েল কর্তৃক গাজার নৌ-অবরোধ বৈধ ছিল এবং ফ্লোটিলা সংগঠকদের আচরণ, সত্য প্রকৃতি এবং লক্ষ্য নিয়ে প্রচুর সন্দেহ ছিল, বিশেষ করে তুরস্কের IHH নিয়ে সন্দেহ গভীর ছিল।

জঙ্গী গোষ্ঠী : মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলি ইস্রায়েলের অস্তিত্বের পক্ষে প্রত্যক্ষ ভীতির কারণ অন্যদিকে গোঁড়া ইসলামিক সংগঠনগুলি সদা প্রস্তুত দ্বন্দ ও সংঘর্ষ, রক্তক্ষরণ ঘটাতে। ক্রমশ বর্ধমান বিরূপ এবং অস্থির এলাকায় তারা গতিসঞ্চার করছে[১]।

যখন আরব দেশগুলি ১৯৪৮ সালে ইস্রায়েল আক্রমণ করে তারা নতুন সৃষ্ট

১। IHH রক্ষণশীল তুর্কী সংগঠন— ইস্রায়েলকে বিব্রত করতে এর সৃষ্টি।

ইহুদী রাষ্ট্রে বসবাসকারী প্যালেস্তীনীয়দের উপদেশ দেন তারা যেন পড়শি দেশগুলিতে পালিয়ে যায়। যখন ইস্রায়েলকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা বানচাল হয়, অনেকেই উদ্বাস্তু হয়। তাদের নিজেদের জনসত্তার মধ্যে আত্মীকরণ করার পরিবর্তে ইস্রায়েলের পড়শি আরবদেশগুলি তাদের চিরস্থায়ী উদ্বাস্তু করেই রেখে দেয়। ষাট বছরেরও বেশি সময়ে পরে এবং তাদের বংশধরেরা অস্থায়ী শিবিরে বাস করে। প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (প্যালেস্টাইন মুক্তি সংগঠন) বা পিএলও প্যালেস্টাইনের মুক্তির জন্য ১৯৬৪ সালে গঠিত হয় ইয়াসের আরাফাতের নেতৃত্বে। তাদের বক্তব্য 'ইহুদী ও প্যালেস্টাইনের মধ্যে ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক ইতিহাস ও ঘটনা অনুযায়ী সমর্থনযোগ্য নয়। প্যালেস্টাইন আরবীয় ও আরব দুনিয়ার পবিত্র কর্তব্য হল **সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্যালেস্টাইনকে Zionism মুক্ত করা। দুটি দেশ পাশাপাশি সহবস্থান করার প্রশ্নই ওঠে না-একটাই রাষ্ট্র থাকবে তা হল প্যালেস্টাইন**। পিএলও এখন সমস্ত সন্ত্রাসবাদী মুসলিম গোষ্ঠীর মাথা এবং এর দুটো ভাগ প্যালেস্টাইন কর্তৃপক্ষ এবং ফাতাহ্।

হামাস : একটি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী যা তাদের কার্যক্রম চালায় ইস্রায়েলের প্যালেস্তিনীয় সীমান্তের মধ্যে। হামাস এর আরবী অর্থ ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন, হামাস ইসলামিক ব্রাদারহুড-এর উৎক্ষিপ্ত গোষ্ঠী এবং **তারা ইস্রায়েলকে মুছে ফেলতে কৃত সংকল্প**। ১৯৮০তে সেখ আহমেদ ইয়াসীনের নেতৃত্বে গঠিত সংগঠন পিত্রলও-র কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানায়। ১৯৮৭ তে তারা আরো জাতীয়তাবাদী ও সক্রিয় ভূমিকা নেয় হামাস-নামে। যখন ২০০৬ সালে ইস্রায়েল প্যালেস্টাইনকে গাজা ফিরিয়ে দেয় তখন হামাস রাজনীতির আঙ্গিনায় প্রবেশ করে এবং ফাতাহ থেকে ২০০৬ সালে নির্বাচনে ক্ষমতা কেড়ে নেয়। কিন্তু হামাস-পরিচালিত সরকার ইস্রায়েলকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে এবং প্যালেস্টাইনকে মুক্ত করার জন্য অঙ্গীকার বদ্ধ থাকে। কয়েক বছর নরম ফাতাহ দল (পিএলও) ও হামাস পরস্পর সংঘর্ষের পর ঐক্যবদ্ধ সরকার গঠন করে। ফাতাহ্ ছিল ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে ও হামাস গাজায়। হামাস গোষ্ঠী এক নাগাড়ে ইস্রায়েলকে গাজা থেকে ইস্রায়েলের দক্ষিণ প্রান্তে মিশাইল আক্রমণ প্রায় প্রতিদিন চালায়। ইস্রায়েলের মধ্যে ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে অবস্থিত সরকার চালায় **ফাতাহ** রাজনৈতিক গোষ্ঠী। তারা পিএলওর উত্তরসূরী এবং আরাফত সন্ত্রাসবাদীর আদর্শের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। **একদম শৈশব থেকে তা গোটা প্রজন্মকে শিখিয়েছে যে ইস্রায়েল অবৈধ এবং তার ধ্বংস ও ইহুদীদের হত্যা করা তাদের পবিত্র কর্তব্য। যদিও তারা শান্তি প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে কিন্তু তাদের জাতীয় কর্মসূচী থেকে ইস্রায়েল ধ্বংসের মূলদাবিকে তারা পরিবর্তন করেনি**। এপ্রিল ২০১১তে হামাস ও ফাতাহ যৌথভাবে সরকার গঠন করেছে এবং শান্তি আলোচনার সম্ভাব্যতা গুরুতরভাবে ব্যাহত হয়েছে যেহেতু হামাস বেশী সংখ্যায় জিতেছে।

হেজবুল্লা গোষ্ঠী ইস্রায়েলের উত্তর দিকে সবচেয়ে বড় বিপদ সৃষ্টিকারী একটি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী। হেজবুল্লার আরবি অর্থ আল্লার দল। **শিয়াপন্থী জঙ্গী গোষ্ঠী এই দল লেবাননে অবস্থিত। তাদের মূল লক্ষ্য ইস্রায়েলের সমূহ বিনাশ।** তারা সমাজসেবা বিদ্যালয়, হাসপাতাল ও অন্যান্য জরুরী পরিষেবার মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এবং শুধুমাত্র লেবানীজ শিয়া

পন্থীদের জন্যই তাদের সেবা সীমাবদ্ধ। যুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় তাদের কাছে প্রায় অনেক বেশী মিশাইল এবং তারা ইরান ও চীনের তৈরী মিশাইল নিয়ে ইস্রায়েলের মূলবসতি এলাকার কেন্দ্রে সরাসরি ঢুকে থাকার ক্ষমতা রাখে। সাম্প্রতিক আপাত সাফল্যে উজ্জীবিত হয়ে তারা অনতিভবিষ্যতে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধে নামার জন্য সংকল্পবদ্ধ।

পূর্বের চেয়ে ইস্রায়েলের এখন আমাদের প্রার্থনা ও সহায়তা দরকার বেশী করে। মিশর, সিরিয়া ও লেবাননে বর্ধমান অস্থিরতা, ইরানের আণবিক অস্ত্রসজ্জার ঘনায়মান ভীতি এবং হামাস ফাতাহ পুনর্মিলন, ১৯৭৩ সালের ইয়ম-কিপুর যুদ্ধের পর ইস্রায়েলের কাছে সব চেয়ে বড় বিপদ। এর উপর আছে রাষ্ট্রসঙ্ঘ ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন ও ওবামা প্রশাসনের ক্রমবর্ধমান চাপ ইস্রায়েলের ওপর—প্রাক্-১৯৬৭ যুদ্ধের অবস্থানে ফিরে যাওয়ার জন্য, অর্থাৎ যদি সেই সীমানায় ফিরে যায়, ইস্রায়েল নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়বে এবং তার বিপদের ছবিটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

আরব দুনিয়ার একতার উৎস হল ইস্রায়েলের ধ্বংস সাধন। এই ক্ষুদ্র জাতি ইসলামিক বিশ্বব্যাপী উচ্চাকাঙ্খার পথে মস্তবড় অন্তরায়। মসীহের বিশ্ব-দর্শনকে রূপায়িত করবে যে বিশ্ব-খলিফা তার পথে বাধা স্বরূপ, ইস্রায়েল দাঁড়িয়ে আছে বহু যুগের আধ্যাত্মিক সংগ্রামের কেন্দ্রাভিমুখে-আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যের সংঘর্ষ যার পরিণতি, খুব স্বাভাবিক, ইস্রায়েল ধ্বংসের মুখোমুখি। কিন্তু আমরা অবশ্যই শাস্ত্রবাক্য স্মরণ করবো যে ঈশ্বর নিজে তার শত্রুদের ধ্বংস করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমরা যেমন দেখতে পাচ্ছি সমস্ত জাতি এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটির বিরুদ্ধে। ১২২৬ জালম (Psalam) আমাদের প্রাণিত করে জেরুজালেমের শান্তি কামনায়। এটা একটা আধ্যাত্মিক সংগ্রাম এবং আমাদের সকলের উচিত সেই বীর সংগ্রামীদের জন্য প্রার্থনা করা।

কিন্তু শান্তি, হিব্রু ভাষায় আক্ষরিক অর্থে, সালম, বোঝায় পূর্ণতা প্রাপ্তি। রাষ্ট্র সঙ্ঘ যাই বলুক এই ভূখণ্ড ইস্রায়েলের সন্তানদের চিরন্তন বাসস্থানের জন্য ঈশ্বর দিয়েছেন। এই সংক্ষুব্ধ ভূমিতে ঈশ্বরের মনস্কামনা পূরণের জন্য আমরা প্রার্থনা করব। তখনই সত্যিকারের শান্তি আসবে।

ভারত ও অন্যদেশের সঙ্গে ইস্রায়েলের সম্পর্ক

ইস্রায়েলের রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রিভলিন আট দিনের ভারত সফরের শেষে ওয়াশিংটন পোস্টকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন ইরানের সঙ্গে চুক্তি সত্ত্বেও ভারত ইস্রায়েলের সঙ্গে বা ইহুদী রাষ্ট্রের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সহযোগিতা করবে।

রিভলিন হচ্ছেন ইস্রায়েলের ইতিহাসে দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি যিনি এজার ভিজমানের ১৯৯৭ সালের ভারত ভ্রমণের পর, ১২০ কোটি অধিবাসীর বৃহৎশক্তিধর হওয়ার মুখাপেক্ষী দেশ ভারত পরিক্রমা করলেন। তিনি বলেছেন, "তারা আমাদের নিশ্চিত করেছে, সময় এলে ভারত কখনও ইস্রায়েলের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে কাউকে কিছু করতে দেবে না। কখনও না।" এর আগে মাত্র একবার প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারন ২০০৩ সালে ভারতে এসেছিলেন। "তারা ভালো করেই জানেন ইরানের ভীতি প্রদর্শনের আশঙ্কা আমরা করি।"

ভূ-রাজনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মুক্ত বাজার-এর পরিবেশে ভারত এমন সমস্ত দেশের সঙ্গে চুক্তি করেছে যারা পরস্পরের সঙ্গে মৈত্রীভাবাপূর্ন নাও হতে পারে। তার মধ্যে ইস্রায়েলও পড়ে, যেমন ইরানের সঙ্গে, সে প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং দীর্ঘকাল যাবত প্যালেস্টাইনের জোরালো সমর্থক, ফলে ইস্রায়েলের সঙ্গে তার একটা কবোষ্ণ সম্পর্ক আছে। কিন্তু গত এক দশকে ইস্রায়েলের সঙ্গে তার সম্পর্ক/বন্ধন ক্রমশ: দৃঢ়তর হয়েছে। তবে ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পর এই সম্পর্কের চালচিত্রকে আরো বলশালী করেছেন কারণ তিনি সগোত্রীয় গণতান্ত্রিক জাতির কারিগরি দক্ষতাকে পাখীর চোখ করেছেন। জটিল আঁতাত, রিভালিন কে লাল কার্পেট অভ্যর্থনা দেওয়া থেকে বিরত করেনি, যদিও তিনি মাত্র ৮৫ লক্ষ জন সংখ্যা বিশিষ্ট দেশের প্রতিনিধি।

রিভলিন একটা অর্থনীতি বিষয়ক এবং একটা কৃষি বিষয়ক সমাবেশে অতিথির ভাষণ দেন এবং সারা দেশে তা সংবাদ শিরোনামে আসে। মোদী তাকে আলিঙ্গন করে বলেন উভয় দেশই সমানভাবে সন্ত্রাসবাদের শিকার তাই ভারত দুই দেশের মধ্যে দৃঢ় এবং বর্ধমান অংশীদারিত্বের বিশেষভাবে মূল্য দেয়। মোদী বলেন, 'আমাদের জনগণ লাগাতার সন্ত্রাসবাদ এবং চরম পন্থার শিকার।'

রিভলিন বলেন মোদী ইস্রায়েল-ভারত সম্পর্কে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছেন। তিনি বলেন, "মোদী যবে থেকে সরকারের প্রধান হয়েছেন, ইস্রায়েলের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নীতি বদলে দিয়েছেন, শুধু মোদী নয়, নেতারাও জনগণের

অনুভুতির কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছেন। যখন তারা ইস্রায়েলের পতাকাবাহী আমাদের গাড়ী দেখে হাত নাড়েন এবং আমরা বুঝতে পারি আমরা আপনাদের বন্ধু।" তাঁরা কিন্তু জানেন ইরান ইস্রায়েলের অস্তিত্বের পক্ষে বিপদস্বরূপ এবং তারা জাতিপুঞ্জে ইস্রায়েলের বিপক্ষে কথা বলে এবং ইস্রায়েলকে ধ্বংস করার ভয় দেখায়। ভারত জানে মৌলবাদ ভয়ানক বিপজ্জনক। সকলের কাছেই বিপজ্জনক। তিনি ব্যাখ্যা করেন **ভারতও তার কুড়ি কোটি মুসলিমের মৌলবাদী হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করে।** তিনি দুদেশের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির জন্য ইস্রায়েলের আকাঙ্খার কথা বলেন। তাঁর সফরকালে তিনি উচ্চ-পর্যায়ের বাণিজ্য প্রতিনিধি ও শিক্ষাবিদ্‌দের নিয়ে আসেন। তাঁরা ভারতের বাজারে কারিগরি সম্ভার, বিশেষত: কৃষি, জলজ সম্পদ ও প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম নিয়ে আসতে চান।

তিনি বলেন দুদেশ অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে চলেছে। তিনি জানান ইস্রায়েল জলজ সম্পদ নিয়ে অত্যাশ্চর্য কৃতিত্ব অর্জন করেছে যার থেকে ভারতীয় কৃষকরা প্রভূত লাভ করতে পারে। ইস্রায়েল চায় দু'দেশ যৌথভাবে কাজ করুক। "ভারতে তৈরী কর" এবং "ভারতের সঙ্গে তৈরী কর' তারা তাই চান।

আমরা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করছি না। আমরা তাদের সঙ্গে আমাদের জ্ঞান ভাগ করে নিতে চাইছি। তাদের অভিষ্ট যে শুধু বাণিজ্যিক প্রসার নয় তা বোঝানোর জন্য তিনি সফরের শেষের দিনে মুম্বাই যান এবং ২০০৮ এর সন্ত্রাসবাদী আক্রমণে নিহত ১৬৪ জন শহিদ এর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তার মধ্যে চাবাদ হাউস ও ছিল। তিনি বলেন, "ইস্রায়েলীদের মত ভারতীয়রাও বর্তমান বিশ্বজোড়া সন্ত্রাসবাদী ভীতিপ্রদ বাস্তবতার সঙ্গে অপরিচিত নয়। আমরা অবশ্যই একসঙ্গে কাজ করব আমাদের জ্ঞান এবং অনুশীলন ভাগ করব। আমাদের জনগণকে নিরাপদ রাখব এবং আমাদের সীমান্ত, শহর ও নগর সুরক্ষিত রাখব এই সংগ্রামে ভারত ও ইস্রায়েল কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে। এই শহীদদের প্রতি একতাই হবে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ এবং আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে আমাদের উত্তরাধিকার।"

১৯৪৪ সালের শেষ দিক থেকে জোসেফ স্ট্যালিন ইহুদী রাষ্ট্রপন্থী (Zionist) বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করেন দৃশ্যত: এই আশায় যে নবগঠিত রাষ্ট্রটি সমাজতান্ত্রিক হবে এবং মধ্য প্রাচ্যে ব্রিটিশ প্রভাব দ্রুত হ্রাস পাবে। তদনুসারে ১৯৪৭-এর নভেম্বরে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সোভিয়েত গোষ্ঠীর অন্যদেশগুলি রাষ্ট্রসঙ্ঘের 'প্যালেস্টাইন বিভাগের' সপক্ষে মতদান করে যার ফলে ইহুদীরাষ্ট্র গঠনের পথ সুগম হয় এবং ইস্রায়েলের স্বাধীনতা ঘোষণার তিনদিনের মাথায় ১৭ই মে, ১৯৪৮ সোভিয়েত ইউনিয়ন ইস্রায়েলকে বিধি সম্মত স্বীকৃতি দান করে। তার আগে আমেরিকা

যুক্তরাষ্ট্র তাকে কার্যত স্বীকৃতিদান করে। গোল্ডা সায়ারকে ছয় মাসের জন্য (২রা মে, ১৯৪৮-৩১মার্চ, ১৯৪৯) পূর্ণক্ষমতাসম্পন্ন মন্ত্রী করা হয় তিনি মস্কোর কোরাল সিনাগগে ইহুদী নববর্ষ এবং প্রায়শ্চিত্ত দিবস উদ্‌যাপন করেন। ১৯৪৮ সালের আরব ইস্রায়েল যুদ্ধে সোভিয়েত গোষ্ঠী ও চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে প্রেরিত অস্ত্র খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। আরব দেশগুলি ইস্রায়েলকে আক্রমণ করায় রাশিয়া ইস্রায়েলকে সহায়তা প্রদান করে। তারপর সুয়েজখাল সঙ্কটের সময়ে মিশর কম্যুনিস্ট চেকোস্লোভাকিয়ার সঙ্গে অস্ত্র চুক্তি সম্পাদিত করে। ওয়ারশচুক্তির অন্য দেশসমূহ মিশর ও সিরিয়াকে অস্ত্র প্রদান করে এবং এগুলোর পিছনে রাশিয়ার মদত ছিল। ঠাণ্ডা লড়াই ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে এবং আমেরিকার মিত্র দেশ হওয়ার দরুন রাশিয়া ইস্রায়েল বিরোধী সিরিয়া, মিশর, লিবিয়া ইয়েমেন, আলজিরিয়া ও ইরাককে উন্নত অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়। ১৯৭৫ সালের ১০ই নভেম্বর রাশিয়ার যোগসাজশে রাষ্ট্রসঙ্ঘ জিয়নিজম বা ইহুদী রাষ্ট্রের দাবীকে বর্ণবাদীতা বলে ঘোষণা করে, আবার ১৯৯১-র ডিসেম্বরে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর তা বাতিল হয়, ১৯৯১ আবার কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় নতুন করে। বহু সংখ্যক ইহুদী রাশিয়া থেকে ইস্রায়েলে পুনর্বাসিত হয়। ১৯৯৯ সালে ইস্রায়েল রাশিয়া যৌথভাবে চীনকে অস্ত্র সম্ভার বিক্রি করে। ২০০০ সালে আরো ইস্রায়েল পন্থী পুতিন এবং ২০০১ সালে রাশিয়া পন্থী অ্যারিয়েল শ্যারন প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর রাশিয়া ইস্রায়েল ঐক্য দৃঢ়তর হয়েছে। আবার ২০০৬ সালে রুশ অস্ত্র হেজবুল্লাদের কাছে পাওয়ার সংবাদ ইস্রায়েলে পৌঁছায় এবং ইস্রায়েল রাশিয়া সম্পর্কে অবনতি হয়। ২০১১ সালে পুটিন দাবী করেন ইস্রায়েলের অধিবাসীর অর্ধেকের বেশী রুশ ভাষায় কথা বলেন এবং যেগুলো ইস্রায়েলের জাতীয় সংগীত বলে গণ্য করা হয় আদতে সেগুলো রুশ জাতীয় সঙ্গীত এবং ইস্রায়েলকে রুশ দুনিয়ার অন্তর্গত মনে করা যায়। এবং রুশভাষী ইস্রায়েলীরা তাঁর স্বদেশবাসী। ২০১৪ সালে অপারেশন প্রোটেক্টিভ এজ-এর সময়ে পুটিন বলেন 'আমি ইস্রায়েলের সংগ্রাম বা যুদ্ধকে সমর্থন করি যার উদ্দেশ্য হ'ল তাঁর নাগরিকদের রক্ষা করা।'

২০০১ এক ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় রাশিয়া, ভারত ও ইস্রায়েলের মধ্যে। ইস্রায়েল ভারতকে ১১ বিলিয়ন (১১০০ কোটি) ডলার মূল্যের ELIN-20-70 রাডার ভারতীয় বিমান বাহিনীকে দেয় (রাশিয়া ইলুসিন II-76 প্লাটফর্ম-এর সঙ্গে তা স্থাপিত ছিল)। ২০০৯-তে রাশিয়া ইস্রায়েলের থেকে ড্রোন কেনে বার্ড আই-800 এইচ -ভিউ এবং দুটো সার্চার এম কে 2UAV-55 কোটি ডলার মূল্যের। ২০১০এ অতিরিক্ত 40 কোটি ডলার মূল্যের ড্রোন ইস্রায়েল এরোস্পেস ইন্ডাস্টিজ-এর থেকে রাশিয়া কিনে নেয়। এবং ২০১৫ সালে আরো ৩ কোটি ডলারের ড্রোন কেনে রাশিয়া।

সামরিক বাহিনী। ইস্রায়েল রাষ্ট্র তৈরির আগেই আধাসামরিক বাহিনী তৈরী ছিল। এর স্বল্পকালীন ইতিহাসে এত বেশী যুদ্ধ লড়তে হয়েছে যে সব থেকে বেশী যুদ্ধের অভিজ্ঞতা এদের আছে, বেশীর ভাগ ইস্রায়েলীকে ১৮ বছর বয়সে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা হয়। পুরুষ কাজ করে ২ বছর ৮ মাস, মহিলারা ২ বছর, বাধ্যতামূলক কাজের জন্য পুরুষরা সংরক্ষিত বাহিনীতে যোগ দেয় এবং ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত বছরে কয়েক সপ্তাহ কাজ করে। কনস্ক্রিপশন প্রোগ্রোমের কারণে ইস্রায়েলে ১,৭৬,৫০০ সক্রিয় সৈন্য এবং ৪,৪৫,০০০ সংরক্ষিত সৈন্য আছে। এই সৈন্যদল উচ্চ প্রযুক্তি সম্পন্ন অস্ত্রব্যবস্থা, যা স্বদেশে এবং বিদেশে প্রস্তুত হয়, ব্যবহার করে। যেমন 'অ্যারো' পৃথিবীর অন্যতম উন্নত অ্যান্টিব্যালিস্টিক মিসাইল ব্যবস্থা। পাইথন বায়ু থেকে বায়ু মিসাইল সামরিক ইতিহাসে অন্যতম সেরা অস্ত্র পৃথিবীর মধ্যে। ইস্রায়েলের স্পাইক মিসাইল পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী রপ্তানীকৃত মিসাইল। ইস্রায়েলের আয়রন ডোম অ্যান্টি-মিসাইল বায়ু প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সারা পৃথিবীতে চমক লাগিয়ে দিয়েছে শত শত কাসাম ও ১২২ মিমি গ্রাড ও ফজর-৫ অস্ত্র বাহী রকেট ফায়ারের বিরুদ্ধে।

ইস্রায়েল রিকনয়স্যান্স স্যাটেলাইট সিস্টেম তৈরী করেছে। ইস্রায়েলের কাছে পারমাণকি অস্ত্র আছে এবং কেমিক্যাল ও বায়োলজিক্যাল অস্ত্রও আছে। ইস্রায়েল পারমাণবিক অস্ত্র নিরোধ (Treaty of non-Proliferation of Nuclear Weapons) চুক্তি সই করেনি এবং তার পারমাণবিক অস্ত্র ক্ষমতা সম্বন্ধে স্বেচ্ছাকৃত দ্বৈধ বজায় রেখেছে, ইস্রায়েল নৌবাহিনীর ডলফিন সাবমেরিনের পারমাণবিক পপেই টার্বোমিসাইল, তাতে দুবার পারমাণবিক আঘাত করা যায়।

১৯৯১ সাল থেকে ইস্রায়েলের প্রতিটা ঘরে reinforced security room অর্থাৎ শক্তিশালী সুরক্ষা ঘর আছে মার্খাভ মুপান, যা রাসায়নিক ও জৈব অস্ত্র কে প্রতিরোধ করতে পারে।

ইস্রায়েলের প্রতিরক্ষা বাজেট ও জিডিপি অনুপাত সবচেয়ে বেশী। ইস্রায়েল পৃথিবীর অন্যতম সেরা অস্ত্র রপ্তানীকারক দেশ। এবং পৃথিবীর প্রথম তিনটি দেশের মধ্যে পড়ে এর অস্ত্রভাণ্ডার। ১৯৬৭ থেকে আমেরিকা ইস্রায়েলকে সবচেয়ে বেশী অস্ত্র দিয়েছে, ১০-১৮ এর মধ্যে ৩১৫ কোটি ডলারের মুল্যের অস্ত্র-সরবরাহ চুক্তি হয়েছে।

অর্থনীতি : ইস্রায়েলের অর্থনীতির উন্নতির দুটি মূল কারণ :—

অভিবাসন এবং মূলধনের আগমন। অভিবাসন এর কারণে ইহুদী জনসংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯২০, '৩০ ও '৪৭ মাসে জনসংখ্যার ৩৫% শতাংশ ছিল

ইহুদী। এরা এসেছিল মূলত মধ্য ও পূর্ব ইউরোপ থেকে (এরাই মহম্মদীদের হাত থেকে বাঁচতে ইস্রায়েল ছেড়ে ঐসব দেশে পালিয়েছিল, তবে এদের পূর্ব পুরুষ, ঠিক মতো বললে)। মূলধন এসেছিল জিয়নিস্ট আন্দোলন থেকে তবে বেশীরভাগটাই প্রাথমিকভাবে ব্যক্তিগত দান, চাঁদা ও অভিবাসীদের আনা মূলধন থেকে। আধা সরকারী ইহুদী সংস্থাগুলি যা ম্যানডেটরী পর্বে তৈরী হয়েছিল পরে সরকারী সংস্থায় পরিণত হয়। ইস্রায়েলকে দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়া এবং মধ্য প্রাচ্যের সবচেয়ে অগ্রগণ্য দেশ ভাবা হয়। অর্থনীতি এবং শিল্পোন্নতির নিরিখে। একে বিশ্বব্যাঙ্কের Ease of Doing Business index-এর হিসাবে ঐ অঞ্চলে তৃতীয় এবং সমগ্র বিশ্বে ৪৮ তম দেশ হিসাবে গণ্য করা হয়। এবং বিশ্ব অর্থনীতিক Forum's Global Competitiveness Report. অনুসারে পৃথিবীতে আমেরিকার পরেই সবচেয়ে বেশী সংখ্যক স্ট্যার্টআপ কোম্পানীর দেশ বলে মানা হয়। এবং উত্তর আমেরিকার বাইরে নামডাক তালিকাভুক্ত সবচেয়ে বেশী কোম্পানি আছে এই দেশে। ২০১০ সালে বিশ্বে সব চেয়ে উন্নত দেশগুলির মধ্যে সপ্তদশ স্থানে রাখা হয়। ইস্রায়েলী অর্থনীতি সঙ্কটের মুখেও বিশ্বের সবচেয়ে টেকসই দেশ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এবং গবেষণার হারে এবং উন্নয়ন কেন্দ্র হিসাবেও এর স্থান সবচেয়ে উপরে। ব্যাঙ্ক অব ইস্রায়েল বিশ্বের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে, ২০০৯ সালে ছিল ৮ম। দক্ষ কর্মী সরবরাহে ইস্রায়েল বিশ্বের নেতৃস্থানীয় ছিল। ব্যাঙ্ক অব ইস্রায়েল বিদেশী মুদ্রা ভাণ্ডারে ৭৮০০ কোটি ডলার রক্ষিত আছে।

সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদ সত্ত্বেও কৃষি ও শিল্পখাতে নিবিড় উন্নয়নের ফলে ইস্রায়েল খাদ্য উৎপাদনে স্বাবলম্বী। ইস্রায়েল ৭৭৫৯ কোটি ডলার মূল্যের আমদানি করে, তার মধ্যে আছে কাঁচা মাল, সামরিক সরঞ্জাম, বিনিয়োগ, আকরিক হীরে, জ্বালানী, দানা শস্য এবং উপভোগ্য দ্রব্য। রপ্তানীর পুরো ভাগে আছে ইলেকট্রনিক দ্রব্য, সফটওয়্যার, কম্পিউটার কমিউনিকেশন টেকনোলজি এবং হীরে, সৌরশক্তি উৎপাদনে ইস্রায়েল অগ্রণী দেশ। জল সংরক্ষণ এবং ভূ-তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনে ইস্রায়েল বিশ্বের নেতা। সফটওয়ার, কমিউনিকেশন টেকনোলজি এবং জীব বিজ্ঞানে এর চমকপ্রদ প্রযুক্তির জন্য একে সিলিকন ভ্যালির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ইনটেল ও মাইক্রো সফট তাদের প্রথম বিদেশী গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র খুলেছে ইস্রায়েলে, এছাড়া আইবিএম IBM, গুগল, অ্যাপেল এইচপি, সিমকে, ফেসবুক, মোটোরোলা তাদের আর এণ্ড ডি খুলেছে।

১৯৭০ সালে থেকে ইস্রায়েল আমেরিকার সামরিক ও আর্থিক সাহায্য পেয়েছে। পৃথিবীর মধ্যে ইস্রায়েল একটি দেশ যার বিদেশী ঋণ সব চেয়ে নীচের দিকে এবং

নীট ঋণ দাতা (সম্পদের মোট মূল্য বনাম ঋণ পত্র বিদেশ স্থিত) যার পরিমাণ ডিসেম্বর ২০১৫ তে দাঁড়ায় ১১৪০০ কোটি ডলার।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি : বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ইস্রায়েল অগ্রণী দেশ বিশেষত: প্রাকৃতিক সম্পদ, ইঞ্জিনীয়ারিং, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান। এটা ব্লুমবার্গ ইনোভেশন ইনডেক্স-এ পঞ্চম সর্বাপেক্ষ উদ্ভাবনী শক্তি সম্পন্ন দেশ। মাথা পিছু সবচেয়ে বেশী বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিবিদ ও বাস্তুকার আছে ইজরায়েলে। প্রতি ১০০০০ জনসংখ্যায় ১০০ বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিবিদ ও বাস্তুকার আছে। যা আমেরিকায় ৮৫ এবং জাপানে ৮৩।

ইস্রায়েলের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পৃথিবীর প্রথম ১০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। যেমন গণিত (হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়, তাও এবং টেকনিয়ন), পদার্থবিদ্যা (টাও হিব্রু ইউনিভারসিটি ভিজম্যান ইন্সটিটিউট অব সায়েন্স) রসায়ন (ভিজম্যন, টাও, হিব্রু, টেকনিয়ন, বিউ) কম্পিউটার সায়েন্স (একই), অর্থনীতি /টাও হিব্রু)। 2002 থেকে ইস্রায়েল [১]৬ জন নোবেল জয়ী বৈজ্ঞানিক উপহার দিয়েছে। স্টেম সেল গবেষণার পেপার-এর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।

ইস্রায়েল স্পেস এজেন্সী সমস্ত মহাকাশ গবেষণা কর্মসূচী রূপায়ন ও অধ্যক্ষতা করে। ২০১২ সালে তাকে পৃথিবীতে মহাকাশ গবেষণা প্রতিযোগীতামূলক সূচকে ৯ম স্থান দেওয়া হয়। ইস্রায়েল পৃথিবীর সাতটি দেশের অন্যতম যে নিজে রকেট প্রস্তুত ক'রে তা স্থাপন করে মহাকাশে। পালমাচিম্ বায়ুসেনা ঘাঁটি থেকে শাভিট রকেট উৎক্ষেপণ করা হয়। ইস্রায়েল এরোস্পেস ইন্ড্রাস্ট্রিজ স্বদেশে অন্তত: ১৩ টি বানিজ্যিক, গবেষণামূলক এবং গুপ্তচর উপগ্রহ প্রস্তুত করেছে। ২০০৩ সালে ইলাম র‍্যামন কলম্বিয়া স্পেশ সাটলে পেলোড বৈজ্ঞানিক হিসাবে কাজ করেছেন। প্রযুক্তি বিদ্যায় অগ্রসর ইস্রায়েল জলপ্রযুক্তি করে ২০০ কোটি ডলালের এবং কোটি কোটি ডলার উপার্জন করে তা রপ্তানী করে। জলের ঘাটতির জন্য জল সংরক্ষণ এবং ড্রিপ ইরিগেশন হয়েছে আধুনিক প্রযুক্তিতে। ডিস্যালাইনেজ এবং জল পুনর্ব্যবহার ইস্রায়েল পুরোভাগে রয়েছে। অ্যাসকেলন Seawater Revers Osmosis (SWRO) পৃথিবীতে বৃহত্তম।

সৌর শক্তি উৎপাদনে প্রভূত উন্নত প্রযুক্তি দেখাতে পেরেছে ইস্রায়েল। ৯৩% লোক জল গরমের জন্য সৌরশক্তি ব্যবহার করে। নেগেভ মরুভূমি প্রচুর রৌদ্রতাপকে সঠিক মাত্রায় ব্যবহার করে বিশ্বের অন্যতম সেরা সৌরশক্তি উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে

১। স্যামুয়েল ইওসেফএ্যাগনন—সাহিত্য, ১৯৬৬, রবার্ট অম্যান—অর্থনীতি, ২০০৫। আভ্রাম হার্সকো -রসায়ণ মেলাচেম বেগিন—শান্তি, ১৯৭৯।— রসাযণ, ২০০৪। এ্যারণ সেচানোভার—রসায়ণ, ২০০৪। অর্থনীতি, ২০০২

উঠেছে। এর ফলে লক্ষ লক্ষ গাড়ী সৌরবিদ্যুতে চলে এবং খনিজ তেলের উপর নির্ভরতা কমে গেছে।

বৈদেশিক সম্পর্ক—পৃথিবীর ১৫৮ টি দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক আছে ইস্রায়েলের এবং ১০৭ টি দূতাবাস আছে। মুসলিম দেশগুলির বেশিরভাগের সঙ্গে সম্পর্ক নেই আরব লীগ-এর মাত্র তিনটি দেশ ইস্রায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করেছে। মিশর, জর্ডান '৭৯ ও '৯৪ সালে শান্তিচুক্তি করেছে। মরিটানিয়া '৯৯ সালে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে। পহলভি বংশের আমলে ইরানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল কিন্তু ইসলামিক বিপ্লবের ('৭৯) পরে তা নষ্ট হয়। গাজা যুদ্ধের পর ২০০৮-০৯ সালে কাতার, মরিটানিয়া, বলিভিয়া, ভেনেজুয়েলা ইস্রায়েলের সঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।

রাশিয়া ও আমেরিকা প্রথম ইস্রায়েলকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। আমেরিকা তাকে মধ্য প্রাচ্যের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অংশিদার মনে করে। আমেরিকা তাকে ১০০০০ কোটি ডলার সামরিক ও অন্য সাহায্য দিয়েছে। ব্রিটেন ও জার্মানীর সঙ্গে তার গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে। ইস্রায়েল ইউরোপীয়ান নেবারহুড ইউনিয়নের সদস্য। মুসলিম দেশ আজারবাইজান তাকে তেল সরবরাহ করে। ভারত ইস্রায়েলী সামরিক সরঞ্জামের ক্রেতা এবং ইস্রায়েল ভারতের দ্বিতীয় সামরিক সহযোগী, রুশ ফেডারেশনের পর।

ইস্রায়েলী জাতীয়তাবাদের উত্থান—সাংস্কৃতিক পশ্চাদপট

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পশ্চিম ইউরোপ এবং আমেরিকায় আলোক প্রাপ্তির যুগের আগমনের ফলে সহিষ্ণুতা এবং বিশ্বজনীন উদারতার জন্ম হল। ইউরোপীয় সমাজে এর সহযোগী হিসাবে আর এক নতুন উপসর্গ দেখা দিল। যে ইহুদীরা এতদিন পর্যন্ত ছিল অবহেলিত, সমাজচ্যুত ও শ্রেণীচ্যুত দেখা গেল ইউরোপীয় জাতি সমূহের মূল ধারায় তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করছে । ইহুদীদের মুক্তির জন্য এবং জীবনের মূল ধারায় তাদের গ্রহণের জন্য ভিত রচিত হল। ঐতিহ্যপূর্ণ ধর্মীয় প্রথার পরিবর্তে পশ্চিমী ধর্ম নিরপেক্ষ সংস্কৃতির আত্মীকরণের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হল।

জার্মানীর জোসেফ মেনডেলসন এবং লেসিভ জুডাইক লিপির আধ্যাত্মিক ও বিশ্বজনীন আদর্শসমূহ তুলে ধরলেন। ইহুদীদের আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে আনয়ন করতে তিনি প্রাশিয়ায় তাঁর সহযোগীদের সমবেত করতে কঠোর পরিশ্রম করলেন। তরুণ ইহুদী সম্প্রদায় এই বৌদ্ধিক সমৃদ্ধি ও ঔদার্যের সুযোগ গ্রহণ করলেন। হিব্রুদের এই নব্য আন্দোলন হাসকালা (আলোকপ্রাপ্তি) নামে পরিচিত। এই প্রর্বে যে নতুন বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা দিল তা হ'ল :

একটা বৃহৎ অংশ নতুন পশ্চিমী সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণরূপে আত্মীকরণ করল এবং তাদের পিতৃপুরুষদের অনুসৃত বিশ্বাসকে বর্জন করল বা তাকে খুব হাল্কাভাবে নিল। অন্যরা তাদের ইহুদী আত্ম-পরিচয়কে ত্যাগ করল না, কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকায় যে সাম্যভিত্তিক সামাজিক বাতাবরণ তৈরী হয়েছিল সেই বৃহত্তর উদার সমাজে একটা ছোট গোষ্ঠী হিসাবে সহাবস্থান করতে লাগল।

তাদের মধ্যে কিছু অংশ অতীত ইহুদী অধ্যায়নের য়ুরোপীয় পদ্ধতি অনুসরণ করল। এবং তাদের প্রাচীন ঐতিহ্য আবিষ্কার করল। প্রাচীন ঐতিহ্য পুনরাবিষ্কার ও নবতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তার দীর্ঘস্থায়ী মূল্যায়নে বিশেষত: জার্মানীতে, তারা সমর্থ হল।

স্যার জোসেফ মন্টিফোর এবং রথসচাইল্ড পরিবারের মত ধনী ইহুদীরা দুর্ভাগ্য পীড়িত পূর্বয়ুরোপ ও মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলিতে তাদের সমধর্মীদের সহায়তা করতে

এগিয়ে এল তাদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করে এবং তাদের কৃষিকাজ ও ব্যবসায়ে মদৎ দিয়ে।

ইহুদীদের একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বাইরের থেকে আসা চাঁদার সাহায্যে প্যালেস্টাইনে বসতি গড়ল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে ইহুদীদের প্যালেস্টাইনে বসতিস্থাপনের আগ্রহকে জিইয়ে রেখেছিল ধনবান খ্রীষ্টানরা, বিশেষত: গ্রেট ব্রিটেনে, এই কাজে তারা (খ্রীষ্টানরা) ইহুদীদের থেকে অধিক অবদান দাবি করে।

ইহুদী বসতি বা রাষ্ট্রের জন্য যারা ওকালতি করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন মরদেকাই ম্যানুয়েলমোয়া তিনি ১৮১৩ সালে টিউনিসে আমেরিকান কনসাল হন এবং পরে নিউইয়র্কের হাইশেরিফ ও সার্ভেয়র নিযুক্ত হন। ১৮২৫ সালে তিনি নায়গ্রা নদীর অববাহিকায় গ্র্যাণ্ড ইস্রায়েল দখল করেন এবং সারা পৃথিবীর ইহুদীদের সেখানে ইহুদীদের রাষ্ট্র আরারত গঠন করার জন্য আহ্বান করেন। ১৮৪৪ সালে তিনি ইহুদী পুনর্গঠনের জন্য আলোচনা সভায় যোগ দানের জন্য খ্রীষ্টান দুনিয়াকে আমন্ত্রণ জানান।

১৮৭৮ সালে লিও অষ্টম পোপ হলেন এবং ক্যাথলিক সমাজবাদের নতুন ধারণার অবতারণা করলেন। তিনি মার্কসবাদের তত্ত্ব জড়িত সমাজবাদকে প্রত্যাখ্যান করলেন এবং বাইবেল কথিত সমাজবাদী ধারণার বা আদর্শের উপর ভিত্তি করে তার মতবাদ দাঁড় করালেন। বিগত ১৮০০ বৎসর বা অনুরূপ সময় ধরে এই মতবাদ গড়ে উঠেছিল। তিনি ক্যাথলিক ট্রেড ইউনিয়ন তন্ত্রকে পোষণ করলেন। একসঙ্গে তিনি বিজ্ঞান বিষয়ে, বিশেষত: পদার্থ বিদ্যার, গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি করলেন। ১৯০৩ সালে ৯ম পায়াস পোপ হয়ে এই অধ্যায়কে উল্টে দিলেন। তিনি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রত্যাখ্যান করলেন তাদের বললেন হার্সি (বিধর্মী)। রোমান ক্যাথলিকরা আবার যে কোনও রকম আধুনিকতা, বিশেষত: আধুনিক বিজ্ঞানের বিরোধীতা করতে লাগলেন। তিনি খ্রীষ্টান অবৈজ্ঞানিক ধারণা ও প্রথা আঁকড়ে ধরলেন আধুনিক বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে। কিন্তু সমাজবাদী ক্যাথলিকতা একবার শুরু হওয়ার পর তা আর সংবরণ করা গেল না। মুক্তির উল্লাসের জন্য ক্রন্দনরত যুগের নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করার মনীষা ইউরোপের ছিল।

দুটো বিপরীত ঘটনা ঘটল—

বৈষম্য দূরীকরণ ইহুদীদের উন্নতি সাধনের পথ খুলে দিল। এই আত্মীকরণ সম্ভব হয়েছিল উদার গণতন্ত্রী নীতি ও প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রসারের জন্য। সহনশীলতা ও

সমনাগরিকত্বের নীতি এবং অক্ষমতা ও প্রতিবন্ধকতা অপসারণের কারণে ইহুদীদের খ্রীষ্টান নাগরিকদের সমমর্যাদা প্রদান করল। এতকাল খ্রীষ্টানরা ইহুদীদের স্বতন্ত্র ধর্মীয় ও জাতি গোষ্ঠীভুক্ত মনে করে এসেছে। তারা জীবনের সব কর্মক্ষেত্রে তাদের চিহ্ন রাখতে লাগল, বিশেষত: রাজনীতি, ব্যবসা, বিজ্ঞান, কলাবিদ্যা—বরং তারা অনেক ক্ষেত্রে খ্রীষ্টানদের ফেলে এগিয়ে গেল।

ইহুদীদের মধ্যে আরো একটা প্রবণতা উদ্ভুত হল। তাদের মধ্যে একটা অংশ খ্রীষ্টানদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও জাতিরাষ্ট্রের মধ্যে মিলিয়ে যাওয়ার ধারণার প্রতি বিরোধী হল।

ব্রিটেনে লর্ড সফটসবেরী, স্যার লরেন্স অলিফ্যান্ট এবং অন্যরা প্যালেস্টাইনে ইহুদীরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলেন। কতিপয় রাজনৈতিক নেতা কল্পিত পবিত্রভূমিতে অর্থাৎ প্যালেস্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র গঠনের কথা ভাবলেন, তাদের অভীষ্ট ছিল ভারতের যাওয়ার পথ সুগম করা। অন্য কিছু ইহুদী ধর্মীয় এবং মরমিয়া চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হলেন। ভবিষ্যদবাণী এবং পৃথিবীর অন্তিম দশা দেখতে তারা আগ্রহী হলেন। একদিন নাফতালি, হার্ৎস ইম্বার, যিনি ছিলেন একজন পোলিশ হিব্রু কবি এবং হাতিকবা (অর্থ-আশা) রচনা করেছিলেন, তাঁকে সঙ্গে নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে ভ্রমণ করলেন। বহুল প্রচারিত জিয়নিষ্ট আন্দোলনের এটা জাতীয়সঙ্গীত হয়ে উঠল। তিনি মিশনার হা ইয়ারডান-ও (The Watch on the Jordan) লিখলেন যা অপর একটি প্রিয় সঙ্গীত হয়েছিল। জর্জ ইলিয়ট লিখলেন ১৮৭৩ সালে ড্যানিয়েল ডোরান্দা, যেখানে ইহুদীদের তাদের স্বদেশভূমি প্রত্যাবর্তনের আশা ও আকাঙ্খাকে উৎক্ষিপ্ত করা হয়েছিল।

মোজেস হেস একজন জার্মান সমাজবাদী (১৮১২-৭৫), ইটালীর একত্রীকরণের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং প্রথম ব্যক্তি, যিনি ইস্রায়েল রাষ্ট্র, সৃষ্টিতে পরিণতি পায়, এমন জায়নবাদী সংস্কৃতির তাত্ত্বিক বৈধতা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। রোম তাদের কাছে জেরুজালেমের সমতুল্য ছিল। তারা ন্যায় সঙ্গত সমাজবাদ, জাগ্রত জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মীয় সংরক্ষণবাদকে একত্রীভূত করলেন। ইহুদী জনগণের ঐতিহাসিক আদর্শকে সাকার করা যাবে একমাত্র তাদের স্বদেশভূমিতে একথা তাঁরা মনে করলেন। সেখানে আস্তানা তৈরী করার আগে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণের প্রয়োজন। তিনি (মোজেম হেস) আশা করলেন যে ফ্রান্স, যাকে তিনি বিপ্লবের ধাত্রীমাতা বলে শ্রদ্ধা করতেন, এদেশে ইহুদী বসতিকে রক্ষা করবে, কারণ তারা মধ্যপ্রাচ্যে এটা একটা মৈত্রীপূর্ণ জনগণের সেতু বলে মনে করবে। যখন প্রকাশিত হয়েছিল হেসের বহ ততটা দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। কয়েকদশক বাদেই কেবল এটা আবিষ্কৃত হয়েছিল ততক্ষণে পূর্ব, মধ্য য়ুরোপ এবং অন্যত্র জিয়নবাদী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল।

অন্যদিকে পশ্চিম য়ুরোপে ইহুদীরা যে দেশে বাস করত সেখানকার সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। তারা স্থানীয় ভাষা ও কৃষ্টি রপ্ত করেছিল। কিন্তু পূর্ব ইউরোপে (তা রুশ সাম্রাজ্যের নামান্তর মাত্র) ইহুদীরা স্বতন্ত্র প্রজাতি হিসাবে বাস করত। তারা তাদের নিজস্ব ইদ্দিশভাষা ব্যবহার করত, তাদের নিজস্ব সভ্যতা ও অর্থনৈতিক কাঠামো বজায় রেখেছিল তারা রুশদের সঙ্গে সমান রাজনৈতিক আইনি অধিকার ভোগ করত না। জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের সংস্কার পর্বের সঙ্গে যে রাজত্ব কায়েম হল তাতে ইহুদীদের মিলন অসম্ভব হল। ১৮৮০-৮৫ রাশিয়াতে সরকার দ্বারা প্ররোচিত এবং প্রশ্রয় প্রাপ্ত গণহত্যায় (পগরম) ইহুদীদের জীবন ও সম্পত্তি ভূলুণ্ঠিত হল। এর থেকে শুরু হল পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকায় ইহুদীদের অভিবাসন, পগরম (Pogrom) একটা রুশ শব্দ যার অর্থ ধ্বংস ও বিনাশ। এবং সেখান থেকে পগরম বলতে সংগঠিত সংহার বোঝায় সাধারণ অর্থে, আর বিশেষ অর্থে উনবিংশ শতাব্দীর রাশিয়ায় ইহুদী নিধন বোঝায়।

রুশ ইহুদী যুবকদের দ্বারা প্যালেস্টাইনে কৃষিভিত্তিক বসতি স্থাপন শুরু হল এর পরেই। ওডেসার একজন চিকিৎসক **লিও পিনস্কাট** দ্বারা ১৮৮২ সালে **'অটো এমানশিপেশন'** (স্বত: মুক্তি) প্রকাশিত হল। এর মধ্যে দিয়ে তিনি দলে দলে ইহুদীদের ঘর ছাড়া হওয়ার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে পশ্চিম ইউরোপের ইহুদীদের আবেদন জানালেন। উনিশ শতকের য়ুরোপীয় জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা ইহুদীদের জন্য প্রয়োগ করলেন তিনি। এবং প্যালেস্টাইন বা অন্যত্র ইহুদীদের একত্রিত করার প্রয়োজনীয়তার কথা প্রচার করলেন, কিন্তু পশ্চিম ইউরোপের ইহুদীদের কাছে কোনো সাড়া পেলেন না। তবুও রাশিয়ায় একটা ক্ষুদ্রগোষ্ঠী হাভেরার সিসিয়ন (জিয়ান প্রেমী) নাম নিয়ে তার চার দিকে সমবেত হল এবং প্যালেস্টাইনে ইহুদী কৃষক ও কারিগরদের আস্তানা স্থাপনের জন্য ওডেসায় এক কমিটি গড়ল, যদিও এই আদিম বসতিগুলি বেঁচেছিল প্যারিস-এর ব্যারণ এডমন ডি রথসচাইল্ড-এর সহায়তায় তবু তারাই প্যালেস্টাইনে ইহুদী উপনিবেশের বাস্তব ভিত্তি স্থাপন করছিল। আহাদ হাম (জনগণের অর্থ) ছদ্মনামে আজাহার গিনসবার্গ প্রবন্ধ লিখলেন, তাঁর প্রবন্ধগুলি আধুনিক হিব্রুভাষার ধ্রুপদী সাহিত্য হয়ে আছে।

হিব্রু ভাষা প্রায় একটা মৃত ভাষা হয়েছিল, এবং তার এই জীবন্মৃত অবস্থা থেকে তাকে জীবন্ত ভাষায় উদ্ধার ও পুনর্গঠিত করা হল। আহাদ মনে করলেন যে প্যালেস্টাইনে সব ইহুদীদের স্থান সঙ্কুলান হবে না। এটা ছিল ছোট এবং ইতিমধ্যে আরব মুসলিম (ধর্মান্তরিত বা অন্য রকম) রা সেখানে বসবাস করে। কিন্তু একথার সঙ্গে তিনি এও বুঝলেন যে ইহুদী সংস্কৃতির মিলন কেন্দ্র হিসাবে প্যালেস্টাইনকে

গড়ে তোলা যাবে যেখানে জুডাইজমকে পুনর্জীবন দেবার যথেষ্ট সুযোগ আছে; সেখানে ইহুদীরা এক সময়ে বসবাস করত এবং এখনও তাদের মধ্যে জায়নবাদের জন্য তীব্র অভীপ্সা অনুপ্রবিষ্ট করানো যাবে। জুডাইজম, সেমিটিসম, জিয়নিসম বা ইহুদী ধর্ম—এর সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যা হিব্রু ভাষা ও সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের মধ্যে নিহিত ছিল। জুডাইস্‌ম্‌ তার একেশ্বরবাদের দ্বারা বিশ্বজনীনতা প্রচার করত। এবং মেসিয়ানিক ভাষায় শপথ নিত যে একজন দূত আসবে সব জাতি আলোকিত হবে, যুদ্ধ ও সংঘর্ষ পরিহার করবে এবং তোরার পথ অনুসরণ করবে। তার সমস্ত রকম বিভিন্নতা, বিবিধতা নিয়ে সে যুগ যুগ ধরে ধর্মনিরপেক্ষ ইহুদীদের মনকে রাঙিয়ে তুলেছে। ইয়াহওয়ে—ইহুদীদের ভগবান এর থেকে এসেছে জেহোভা। ত্রয়োদশ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মোজেস ইস্রায়েলের জনগণকে মিশরের কবল থেকে উদ্ধার করেছিলেন। তিনি সিনাই পাহাড়ে তাদের জন্য কভেন্যান্ট আরোপ করেন এবং তাদের প্রতিশ্রুত ভূমিতে আনয়ন করেন।

জায়ন-জেরুজালেমের এক পাহাড় যার এক বিশেষ আধ্যাত্মিক গুরুত্ব আছে।

তোরাহ—স্বর্গীয় নির্দেশিকা তারা বলি, শপথ ও একটি বেদী, প্রস্তর খণ্ড বা পবিত্র বৃক্ষের দিকে চেয়ে প্রার্থনা প্রসারে বিশ্বাস করত।

হিটলার কর্তৃক ইহুদী নিধন—হোলোকস্ট

জার্মানী বা ব্যাভেরিয়া প্রায় অভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠীর একটা একত্র সন্নিহিত অনেকগুলি রাজনৈতিক এককে বিভক্ত ছিল। কিন্তু তারা তখন একটা একক সংহত সার্বভৌম জাতি সত্তা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তাদের প্রয়োজন ছিল একটা কৃত্রিম তীব্র আবেগপূর্ণ বন্ধন। এই তপ্ত উন্মাদনা জন্ম দিল এক রণং দেহী জাতীয়তাবাদের, এর থেকে উদ্ভব হল নাৎসী জাতীয়তাবাদের (নাৎসী হচ্ছে **National Sozialism** যার জার্মান ভাষায় অর্থ জাতীয়তাবাদী সমাজবাদ—Nazi–নাৎসী)। নাৎসীভাবনার মূল হচ্ছে "Germanic Peoples" অর্থাৎ জার্মান, ফ্লেমিশ, ডাচ, ইংলিশ ও স্ক্যান্ডিনেভিয়, এরা খাঁটি আর্য এবং এরাই প্রভুর জাত এবং জার্মান রক্ত, এবং বিদেশী জাতি থেকে জার্মানদের বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে হবে। দক্ষিণ যুরোপীয়, স্লাভিক জনগণ এবং বিশেষত: ইহুদী ও যাযাবর সকলকেই বিদেশী জাতি গণ্য করা হল।

নাৎসীরা অনেকের উপর নির্যাতন চালিয়েছিল তাদের জাতি (race), ধর্ম, রাজনৈতিক বিশ্বাস, অক্ষমতা, লিঙ্গভেদ, ইত্যাদি কারণে কিন্তু ইহুদী ও জেহোভার বিশ্বাসীদের বিশেষভাবে বেছে নিয়েছিল সমূহ বিনাশের জন্য। অন্যরা নাৎসীদের

থেকে কিছু ক্ষমা পেলেও ইহুদীদের কোনও রেহাই ছিল না। হিটলারের মতে তাদের পরিমিত লোকসংখ্যা এবং দৃশ্যত আশঙ্কার কারণে তাদের পৃথিবী থেকে মুছে ফেলাই হবে নাৎসীদের মুখ্য বিবেচনার বিষয়। নাৎসী নেতৃবৃন্দ মিলিত হল কিভাবে ইহুদী সমস্যার সমাধান করা যায় স্থির করতে এবং অবশেষে তারা ইহুদী প্রশ্নের চূড়ান্ত সমাধান (final solution) খুঁজে পেল। এটা হয়েছিল জার্মানীর ওয়ানসীতে। নাৎসী নেতাদের ভাবনার সারাৎসার ছিল ইহুদীদের ঝাড়ে বংশে নির্মূল। একটা পদ্ধতি ছিল অত্যাধিক খাটিয়ে শেষ করে দাও।

শক্তসমর্থ চেহারার ইহুদীদের রাস্তা নির্মাণ, পাথর ভাঙ্গার মত শ্রম বহুল কাজে লাগানো হল, বাকি দুর্বলরা তাদের এমনিতেই না খাইয়ে মেরে ফেলা যেত। তাদের ব্যবস্থা করা সহজসাধ্য। এমন কি জার্মান জাতিভুক্ত ভবঘুরে, গণিকা, মদ্যপ, সরকারী সাহায্য-প্রাপ্ত বহু সন্তানের পরিবার এরাও নাৎসীদের কাছে নিধনযোগ্য ছিল। যারাই তাদের বিরুদ্ধাচরণ করত অর্থাৎ কমিউনিস্ট, সমাজবাদী, গণতন্ত্রী সকলকে কনশেনট্রেশন ক্যাম্পে বন্দী রাখা হত। বেশীর ভাগ বন্দী ক্যাম্পের যন্ত্রণাদায়ক জীবন সহ্য করতে না পেরে মারা যেত।

বন্দীদের কোনও বেতন ছিল না, তাদের দিয়ে রাস্তা নির্মাণ, বাঁধ তৈরী, কারখানা, অস্ত্র বানানো অর্থাৎ যে সমস্ত কাজ তাদের বিদ্ধস্ত করে দেয় এমন কাজ করানো হতো। কোন সময় সীমা ছিল না এবং তাদের শ্রমক্ষমতা কমে যেত। সঠিক খাদ্য ছিল না,এমন কি পানীয় জলও ছিল না। ঘিঞ্জি ছোট ঘরে তাদের গাদা করে রাখা হত, একটা খোলা শৌচাগার সকলের জন্য। অসুখের জন্য কোনও ডাক্তার, ওষুধ ছিল না। পায়রার খোপের মত খাঁচায় তাদের রাখা হত। কনকনে ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় তারা কোনও শীতবস্ত্র পেত না। তাদের নগ্ন অবস্থায় দুহাত তুলে দাঁড় করানো হত এবং কাঠের ব্যর থেকে ঝুলিয়ে রাখা হত। যখন তখন যে কোন অবস্থায় তাদের ওপর গুলি চালান হত। কোনও নিস্তার বা নিষ্কৃতি নেই। গোপন পুলিশ বাহিনী গেস্টাপো যখন তখন আসত, নারী, পুরুষ ও শিশুদের আলাদা করে তাদের আলাদা ট্রাকে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হত। প্রত্যেক দিন তাদের রোল কল হত। তাদের মারা হত চাবুক ও অন্য ভোতা অস্ত্র দিয়ে। শুধু আউশউইৎসে ২৫০০০-৩০০০০ লোক অতিরিক্ত পরিশ্রমে মারা যায়। অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং অচিকিৎসিত অসুখে লোকে মরত। সুরঙ্গ খুঁড়তে গিয়ে বহু লোক মারা যায়। শিবিরে লেখা থাকত 'কাজ তোমাদের মুক্তি দেবে'।

প্রায় ৬০ লক্ষ ইহুদী, ৮০০০০ জার্মান, অসুস্থ ও বিকলাঙ্গ, ৫,০০,০০০ সিন্টি,

রোমানীয় ও অপর নির্যাতিত যাযাবর গোষ্ঠী, কয়েক লক্ষ সোভিয়েত যুদ্ধ বন্দী ও অসামরিক ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছিল। এই সংখ্যা কত ছিল তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কারণ নাৎসীরা অনেকেই কোনও হিসাব রাখার দায় নিত না।

বিখ্যাততম ইহুদী আইনস্টাইন বলেছিলেন—

"জ্ঞানের স্বার্থে জ্ঞানার্জন, ন্যায়বিচারের জন্য উন্মত্ত ভালবাসা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্য আকাঙ্খা ইহুদী সংস্কৃতির এইগুলোই বৈশিষ্ট্য যার জন্য আমি আমার ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিই যে আমি এর অন্তর্ভুক্ত।

যতক্ষণ আমরা সত্য, ন্যায় ও স্বাধীনতার প্রতি নিবেদিত থাকব আমরা পৃথিবীর জীবিত জাতিসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম হিসাবে বেঁচে থাকব তাই নয়, কিন্তু এতাবৎকাল যেমন হয়েছে, আমরা মানবজাতিকে মহীয়ান করার লক্ষ্যে ফলদায়ক সৃষ্টিকর্ম করে যাব।" তিনি সমগ্র জার্মান জাতিকে দায় করলেন এটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, "জার্মানরা একটা গোটা জাতি হিসাবে এই গণসংহারের জন্য দায়ী এবং যদি ন্যায় বিচার বলে কিছু থাকে এবং যদি পৃথিবী থেকে জাতি সমুহের সঙ্ঘবদ্ধ দায়িত্ব চেতনা সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত না হয়ে যায় তাহলে তাদের জাতি হিসাবে শাস্তি দিতে হবে। নাৎসী দলের পিছনে আছে জার্মান জাতি যাঁরা হিটলারকে, যিনি তার বইতে এবং বক্তৃতাসমুহে অনতিদুর্বোধ্যভাবে তার লজ্জাজনক অভিসন্ধি ব্যক্ত করেছিলেন, নির্বাচিত করেছিলেন।"

হিটলার একজন সাধারণ একনায়ক ছিলেন না। তিনি ধর্মীয় প্রবচনে একজন জাতীয় অবতার ছিলেন। তিনি ছিলেন সম্মিলিত ব্যক্তিত্ব, অনুপ্রাণিত, অভ্রান্ত, ব্যক্তিগত স্বার্থ বা ব্যক্তিগত ইচ্ছা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। হিটলারের মধ্য দিয়েই জনগণের অবচেতন অভিপ্রায় জাতির সচেতন আত্মার প্রকাশে পরিবর্তিত হয়েছে।

ফুয়েরার (হিটলার)কে আইনের সঙ্গে আত্মীকরণ করা হয়েছে এবং এর তাত্ত্বিক ন্যায্যতা লাভ করেছিল কান্ট ও হেগেলের দর্শনে। ফিস্‌ত্‌, নীটসে, ত্রিয়েৎস্কে, বার্নহার্ডি ও হেকেল এবং বিদেশী গোবিনাও, চেম্বারলেন, স্পেঙ্গলার, ব্রুক ও তাৎ গোষ্টীর লেখার মধ্যে নাৎসী মনোভাবের সমর্থন আছে।

আবার মোজেস হেস এর কথায় আসা যাক। ১৮৬২ সালে লেখা 'Rome and Jerusalem নামে পুস্তকে তিনি ইউরোপীয় সমাজে ইহুদীদের জটিলতা আলোচনা করে বললেন শুধু ধর্মীয় সংস্কারের দ্বারা ইহুদীরা ইউরোপের মূলধারায় ফিরতে পারবে না। প্যালেস্টাইনে একটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। রাশিয়ায় ইহুদী নিধনের পর এই ধারণা আরো বেগবান হল। লিও পিন্সকারের

অটোইমানসিপেশন-এ লেখা হল ইউরোপের খ্রীষ্টান প্রতিবেশীদের সঙ্গে কিছুতেই আত্মীকরণ সম্ভব নয়। এতদিন তারা ইউরোপে প্রবাসীর জীবন কাটিয়েছে। খ্রীষ্টান স্থানীয় মূল ইউরোপীয়রা তাদের চিরকাল পর ভেবে এসেছে। তাঁর ভাবনার সমধর্মী পূর্ব ইউরোপে হভেভেই জিয়ন (জিয়ন প্রেমী সংগঠন) তৈরী হয়।

১৮৯৪-এর ইহুদী সাংবাদিক থিওডোর হার্শেল ড্রিফ্রাস মামলার প্রতিবেদন লিখতে গিয়েছিলেন। তাঁর সমবয়সী ড্রিফাস ফ্রান্সের ইহুদী সামরিক অফিসার ছিলেন। ফরাসি সরকার অভিযোগ করে তিনি জার্মানীতে গোপন তথ্য পাচার করেছিলেন। ড্রিফাস নিজে একজন শিক্ষিত এবং গর্বিত ফরাসী নাগরিক, তাঁকে মিথ্যা মামলায় জড়ায় একজন ফরাসী মেজর এস্তার হেজি, সে নিজেই তথ্য পাচার করত। হার্শেল ভিয়েনা থেকে আইন পাশ করেছিলেন তিনিও উদারপন্থী। এই ঘটনায় ফ্রান্সের চার্চও সরকারের বিরোধী ছিল। যেভাবে ড্রিফাসের বিচার হয় তা দেখে হার্শেল নিশ্চিত হন ড্রিফাস ইহুদী বলেই সরকার তাঁকে এইভাবে হেনস্থা করেছে। তিনি বোঝেন এর একমাত্র সমাধান ইহুদীর দরকার নিজস্ব জমিতে স্বাধীন ইহুদী রাষ্ট্র গড়ে তোলা। ব্যারণ দ্য হার্স ন্যামে এক ফরাসী ব্যবসায়ী আর্জেন্টিনায় ইহুদীদের একটি কৃষি উপনিবেশ গড়তে সাহায্য করেন।

পশ্চিম ইউরোপের স্বচ্ছল ইহুদীরা তখনও পর্যন্ত আঁচ করতে পারেনি নাৎসী ভয়াবহতার কথা। তারা হার্শেলের ভাবনাকে পোলিশ ইহুদীদের উদ্ভট কল্পনা বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। ব্যাবিলনের ইহুদী জমায়েতে বিস্তর তর্ক হয়েছে। পোলিশ হাসিডরা অর্থবান পশ্চিম ইউরোপের ইহুদীদের বিদ্রূপ ও ঘৃণার বস্তু হয়ে ওঠে। আমেরিকার নির্বাসিত ইহুদীদের মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যায় ছিল পোলিশ হাসিড ইহুদীরা। ওরা গরীব, ইংরেজী বলতে পারে না। ওরা নোংরা কিম্ভুত পোষাক পরত, লম্বা দাঁড়ি রাখত। অপর দিকে ধনী ইহুদীরা সমাজের উপরের তলায় অবস্থান করত এবং তারা রঙিন চশমা পরে ভাবত ইউরোপের নব জাগ্রত Egalitarian সমাজে তারা সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে পারবে। তারা ভাবত হার্শেলের ভাবনা নতুন করে ইউরোপের খ্রীষ্টানদের মধ্যে ইহুদী বিদ্বেষ ছড়াবে, হার্শেল ১৮৯৬ সালে লেখেন Der Judenstat (The Jewish State)। হার্শেল ইউরোপের খ্রীষ্টান সমাজে ইহুদীদের লীন হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি অনমনীয়ভাবে ইহুদীদের প্যালেস্টাইনে বসতি স্থাপন ও রাষ্ট্র গঠনের প্রয়াস অব্যাহত রাখলেন। তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়সে মারা যান। কিন্তু অক্লান্ত ভাবে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ান ইহুদীরাষ্ট্র গঠনের সপক্ষে সওয়াল করে। জার্মান ডিউক উদার চেতা, তাঁকে তিনি বুঝিয়ে রাজি করিয়েছিলেন। হার্শেলের পরিকল্পনা রূপায়নে ডিউকের সম্মতি এক

উল্লেখযোগ্য ধাপ। তখন তুরস্কের অটোমান শাসকদের অধীন প্যালেস্টাইন। আস্কেনাজি ইহুদী শরণার্থীদের তুরস্কে জায়গা দিতে তিনি সম্মত হলেন। কিন্তু অটোমান সুলতান স্বাধীন ইস্রায়েলের জমি হিসাবে প্যালেস্টাইন ছাড়তে রাজি হল না। হার্শেলকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল সিনাই উপদ্বীপ বা আফ্রিকায় ইস্রায়েল রাষ্ট্র গড়তে। কিন্তু হার্শেল জেদ ধরেছিলেন যে প্যালেস্টাইন ছাড়া অন্য কোথাও ইস্রায়েল হবে না। ১৮৯৭ সালে সুইজারল্যাণ্ডের বাসেলে ওয়ার্ল্ড জিয়নিস্ট কংগ্রেসের সভাপতি হন হার্শেল। আমৃত্যু তিনি ছিলেন প্রেসিডেন্ট। ১৯০৪ সালে মারা যান তিনি। ইতিহাসের অমোঘ গতি হয়তো ইস্রায়েল রাষ্ট্র গঠনের দিকেই যেত, কিন্তু হার্শেলের সুদক্ষ তৎপরতা তাকে ত্বরান্বিত করেছিল। প্যালেস্টাইন তখন রুক্ষ অনুর্বরভূমি। কিছু উৎসাহী তরুণ রাশিয়া থেকে তুরস্ক হয়ে প্যালেস্টাইনে পৌঁছন। রুশ ইহুদীদের পরিশ্রমেই প্যালেস্টাইনে কৃষি উপনিবেশ গড়ে ওঠে। এর থেকে উৎসাহ পান অন্য দেশের ইহুদীরা। ইহুদীরা প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে কামনা করে এসেছে তারা জেরুজালেমে বসতি স্থাপন করবে। রাশিয়ায় ইহুদীরা থাকত সবচেয়ে খারাপ ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ঊষর গাছপালাহীন তৃণাঞ্চলে। এই ইহুদীরা ছিল ভীষণভাবে লাঞ্ছিত, দারিদ্র পীড়িত। এদের গ্রাসাচ্ছদানের জন্য অহোরাত্র পরিশ্রম করতে হত। প্যালেস্টাইন তাদের কাছে ছিল স্বপ্নের মাতৃভূমি তাই তারা তিন হাজার মাইল দুর্গম পর্বত, অরণ্য, নদী পেরিয়ে প্রায় অনুর্বর প্যালেস্টাইনে আসে শুধু মাত্র স্বভূমি লাভের আশায়। ওডেসা থেকে কৃষ্ণ সাগর তীরের সোচি, বয়ুম হয়ে সিরিয়া, ইরাক অতিক্রম করে কষ্টসাধ্য এই যাত্রা পথে অনেকেই মারা যায়। কিন্তু তাদের থামানো যায়নি। এই মহানিষ্ক্রমণ এক মহাকাব্যিক মাত্রা নিয়েছিল। এর পূর্ণগাথা আজও সম্পূর্ণ কোনো কবির লেখায় গ্রন্থিত হয় নি। মোজেস পরবর্তী আড়াই হাজার বছর প্যালেস্টাইনে সব সময়েই কিছু ইহুদী পরিবার থেকেছে তারা লুকিয়ে তাদের দিনযাপন করেছে। ১৪৯৫ সালে প্যালেস্টাইনে ছিল দুই শতাধিক ইহুদী পরিবার ১৫২০-তে দেখা যায় সাফেদে দুহাজার ইহুদী। ১৬০০ সালে সংখ্যাটা এক লক্ষ থেকে দুলক্ষের মধ্যে। কিন্তু ঊনবিংশ শতকে ইসলামপন্থী আক্রোশে আবার ইহুদীরা ঘরছাড়া হয়। ১৮৯২তে ইহুদীর সংখ্যা দাঁড়ায় পঁচিশ হাজার। ১৮৯৫ সালে জেরুজালেমে একান্ন হাজার জনসংখ্যার মধ্যে ইহুদীর সংখ্যা একত্রিশ হাজার আর আরবরা পঞ্চাশ শতাংশের কম। কাজেই একথা (যা মুসলিমরা বলে থাকে এবং আমাদের বামপন্থীরা সমর্থন করে) বলা যাবে না যে ইহুদীরা প্যালেস্টাইনে উড়ে এসে জুড়ে বসা জবলদখলকারী বহিরাগত, আর যেটুকু বহিরাগত, তাদের পূর্বপুরুষরা ইসলামীদের নির্যাতনে দেশ ছেড়ে পালিয়ে ছিল। সুতরাং ইস্রায়েল নৈতিক, মানবিক, ঐতিহাসিক এবং আর্থিক কারণে সম্পূর্ণ ইহুদীদেরই।

•

জিয়নিস্ট কংগ্রেস ১৯১১ সালে প্যালেস্টাইন ইহুদীদের বাসভূমি হবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়, জাফায় খোলা হয় প্যালেস্টাইন অফিস। প্যালেস্টাইনে কৃষিখামার বাড়তে থাকে। দুহাজার বছর ধরে রোমান, অটোমান প্রভৃতি বহিরাগত শাসকেরা তার শস্যক্ষেত্র ধ্বংস করেছে।

বহুশতাব্দী ব্যাপী গাছ কাটার ফলে জমি হারিয়েছে তার উর্বরতা। পশুপালন সমস্ত চারা গাছ ধ্বংস করেছে। মাটি ধসে নদীখাত বুজিয়ে দিয়েছে। জলাজমিতে মশার উপদ্রব। যুদ্ধের ফলে বিধ্বস্ত চাষের ক্ষেত সবজির বাগান; পোলান্ড এবং রাশিয়া থেকে ইহুদী যারা এসেছিল তাদের পক্ষে ঐ রুক্ষ উষর পাহাড় ও বদ্ধ জলাশয় সমন্বিত এলাকায় চাষ আবাদ করে বাসযোগ্য বসতি স্থাপন এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা ছিল। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ করাও সম্ভব ছিল না। ১৯১০ সালে জাফার বাইরে একটি নুনের খনিতে তারা ভিত গাঁথতে শুরু করল এবং সেখানে শহর গড়ল। এই শহরই এখনকার তেল আবিভ। হার্শেলের লেখা Altneuland (Old Newland) উপন্যাসটির হিব্রু অনুবাদ হয় তেলআবিভ (যার মানে হিব্রু ভাষায় বাণিজ্যিক এবং কৃষি নগর)। ১৯১১ থেকে ১৯১৫ এই চার বছরে ইহুদী আলিয়া বা অভিবাসন হয়, তাতে জিয়নিস্ট আন্দোলনে জোয়ার আসে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হ'লে প্যালেস্টাইনে ইহুদীর সংখ্যা দাঁড়ায় একলক্ষ। পূর্ব ইউরোপ ছাড়াও এইপর্বে ইয়েমেন, মরক্কো, আলজিরিয়া, ইরাক, সিরিয়া, প্রাশিয়া, ফরাসী এমনকি আমেরিকান ও কানাডিয়ান ইহুদীরাও দলে দলে আসে। নানাভাষা ও জীবনযাপন প্রণালীতে অভ্যস্ত এই ইহুদীরা অদ্ভুত অবিশ্বাস্যভাবে ইহুদী ভাষার পুনরুদ্ধার ক'রে কমন মাতৃভাষা হিসাবে ব্যবহার করে। কত অধ্যবসায়, তিতিক্ষা ও সর্বোপরি এক ঐতিহাসিক ধর্মীয় সংহতি ও পরম্পরার ঐতিহ্য শতধা বিচ্ছিন্ন ইহুদীদের একদেশ, এক প্রাণ, একতার দৃঢ় রজ্জুতে বদ্ধ করেছিল তা আধুনিক বিশ্বে আদর্শস্থানীয় এবং শিক্ষণীয়। ভারতে যখন সংস্কৃতি ভিত্তিক ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে একশ্রেণীর স্বঘোষিত সেক্যুলাররা গগন ফাটাচ্ছে তার বিপরীতে ইহুদী জনগণের ভাষা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একটি নবলব্ধ জাতি এক নববিশ্ব নির্মাণের দলিল। যেহেতু রাশিয়া ও ব্রিটেন দু'জনেই অটোমানের বিরুদ্ধে ছিল তাই অটোমান সুলতান ইহুদী অভিবাসন বন্ধ করে দেয়। কিন্তু যুদ্ধের পর বা তার মধ্যেই ১৯১৭ সালে প্যালেস্টাইন চলে যায় ব্রিটিশদের কবলে। ইংলন্ডের অগ্রণী ইহুদীরা ব্রিটেন সরকারের সঙ্গে ক্রমান্বয়ে আলোচনা চালায়। ইহুদী সৈন্যরা যুদ্ধে ব্রিটিশদের প্রভূত সাহায্য করেছিল। স্বাধীন ইস্রায়েল রাষ্ট্র নির্মাণের ব্যাপারে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বালফোর হার্শেলের মতবাদকে মান্যতা দেন, বালফোর ১৯০৬ সালে ইহুদী নেতা চেমভিজম্যানের সঙ্গে

প্যালেস্টাইন নিয়ে আলোচনায় বসেন। বালফোর প্রশ্ন করেন তাঁরা কেন প্যালেস্টাইনকে বেছে নিয়েছেন। ভিজম্যান বলেন "প্যালেস্টাইন ছাড়া বাকি সবকিছুই তাদের কাছে মূর্তিপূজার মতই পরিত্যাজ্য। মি: বালফোর, আমি যদি আপনাকে লণ্ডনের বদলে প্যারিস দিতে চাই আপনি নেবেন?" তখন বালফোর বলেন 'লণ্ডন আমাদের রয়েইছে"। ভিজমান জবাব দেন লণ্ডনের অনেক আগে থেকে প্যালেস্টাইন ইহুদীদের ছিল। বালফোর জিয়নিস্ট আন্দালনের প্রতি সহানুভূতি জানান। এবং তিনি প্যালেস্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র গঠনের সবরকম সহায়তা দেন। বালফোর নিজের দেশেই সমালোচনার মুখে পড়েন। ১৯২৫ তিনি প্যালেস্টাইনে যান এবং ইহুদীরা তাঁকে অভিবাদন জানায় আর আরবরা বিক্ষোভ দেখায়। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধ শেষে ইহুদী অভিবাসনে বাধা দিয়েছে। প্যালেস্টাইনের ঐতিহাসিক এলাকাগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে আরব সেনা তৈরী করে ইহুদীদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। ঐ অঞ্চলকে নাম দেয় ট্রান্স জর্ডান। এদিকে ইহুদী জনসংখ্যা তিন থেকে চার লক্ষে পৌছয়। নাৎসী জার্মানি এবং ফ্যাসিস্ট ইতালি আরব সন্ত্রাসবাদীদের অর্থ ও প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু করে। জার্মানরা ইহুদী বিদ্বেষের কারণে আরব সন্ত্রাসবাদীদের সাহায্য যুগিয়ে যায় কিন্তু তেল আবিভের নির্মাণ থেমে থাকে না। ইহুদীরা কখনও হিংসার পথে যায়নি আত্মরক্ষার তাগিদ ছাড়া। তারা চিরকাল, অন্তত দেড় হাজার বছর, পররাজ্য ইউরোপে বেঁচে থাকার লড়াই চালিয়ে গেছে। যে ইস্রায়েলের জমি পুনরুদ্ধারের জন্য তাকে লড়াই চালাতে হয় তা তাদের পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি। তাদের এই বোধ সদা জাগ্রত যে প্যালেস্টাইন তাদের মাতৃভূমি ছিল। পূর্ববাংলার হিন্দুদের মধ্যে এই বোধ কখনও আসবে বলে মনে হয় না। তার ব্যাখ্যা অন্যত্র দেয়া যাবে।

এখন আবার ইহুদী বিদ্বেষের মানসিক পটভূমিতে ফেরা যাক। ইউরোপীয় সমাজ, বিশেষত: খ্রীষ্টান মেজরিটি কখনও তাদের আ পন করে নেয়নি বরং তাদের উপহাস করেছে। ইউরোপীয় সাহিত্যে তার প্রভূত উদাহরণ আছে। সেক্সপিয়ার তাঁর 'মার্চেন্ট অব ভেনিসে' ইহুদীদের উপর দুরপনেয় কলঙ্ক আরোপ করেছেন। গ্যেটে তাঁর ফাউস্টে লিখেছেন ইহুদী বিরুদ্ধ কথা। নীটসে লিখেছেন 'ইহুদীরা একটি জাতি। দাসত্বের জন্য যাদের জন্ম।" ফরাসী অভিজাত আর্থার গবিন্যুর-এর 'An Essay on the Inequality of the Human Races' সে সময়ে ইুরোপে আর্য প্রভুত্ব তত্ত্ব নিয়ে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছে। জাতি বিদ্বেষী জর্নৈক লানসেৎভন লিবেন ফেলস Newletters of the Blond Champions of Man's Right' নামে প্যামফলেট প্রকাশ করেন ১৯০৭-১০-এর মধ্যে। এতে তিন দেখান আর্যদের সঙ্গে নীচু জাতের লড়াই। তিনি আর্য মহিলাদের ঐসব নীচু জাতের লোকের হাত থেকে বাঁচার দায় নিতে বলেন

আর্য জার্মান জাতির পুরুষদের তাদের রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে। হিটলার এর দ্বারা মুগ্ধ হন, তিনি লেখেন, 'আমার শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ঠাণ্ডা রক্তের স্রোত বয়ে গেল, যখন দেখলাম এই একই ঠাণ্ডা রক্তের পুরু চামড়া ওয়ালা নির্লজ্জ ইহুদীরা, যারা বড় শহরের আবর্জনা কাজে লাগানোয় নিপুণ দক্ষতা দেখিয়েছে। আমি তখন ক্রোধে জ্বলে উঠলাম।... আমি এখন বুঝলাম যে ইহুদীরা সমাজবাদী গণতন্ত্রের নেতা। আমার চোখের পর্দা খসে গেল। আমার দীর্ঘ অন্তর্দ্বন্দ্ব শেষ হল।' একদিকে ইহুদীদের নিজেদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং অন্যদিকে জেন্টাইলস (অইহুদী)দের মধ্যে প্রতিক্রিয়ামূলক জাতিবিদ্বেষী (racialist) আন্দোলন, বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির উত্থান ঘটাল। এই জেন্টাইলসরা অর্থনীতি ও জনজীবনে ইহুদীদের বিশিষ্টতা ও সাফল্যে ক্ষুব্ধ হচ্ছিল। ১৮৯৭ সালে ব্যাসল-এ জিয়ওনিস্ট কংগ্রেস মিলিত হল। এইটা ইহুদী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতিনিধিত্বকারী, দাবী করা হ'ল যে প্যালেস্টাইনকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ও ইহুদী জাতীয় স্বভূমি করতে হবে অন্য দিকে জাতিবিদ্বেষী ধারণার প্রসার আন্টি সেমিটিক (সরলভাবে ইহুদী-বিদ্বেষী) শক্তি লালন করল; শতাব্দীর শেষে তা অনেক ইউরোপীয় দেশকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। পোল্যাণ্ড, রাশিয়ায় ইহুদী বিরোধী আইন ও সংহার দেখা গেল। এই ইহুদী বিরোধী শক্তি জার্মানীতে এ্যাডল্ফ স্টয়েকারের নেতৃত্বে পরিচালিত হ'ল, এবং ফ্রান্সে ড্রিফাসের ঘটনায় দেখা গেল—এডুয়ার্ড ড্রমোর কট্টর ইহুদী-বিরোধী রচনাবলীর দ্বারা তা প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল। এবং পল দেরুলেদের 'লীগ অব পেট্রিয়াটস' এর উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দ্বারা। তীব্র জাতীয়তাবাদী প্রচারেরএটা একটা জনপ্রিয় মুখরোচক বিষয় হয়ে উঠল যে ইহুদীরা এক বহিরাগত আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের অংশীদার, তারা প্রত্যেক দেশের ভেতরে থেকে জাতীয় সংহতি নিরাপত্তার ক্ষতিসাধন করে। জিয়ন-বাদী ও জিয়ন-বিরোধী পরস্পরকে পুষ্ট করতে লাগল।

লানসেৎ চেয়েছিলেন ইহুদীদের নির্বীর্যকরণ। কারণ ওতে ওদের বংশ বৃদ্ধি লোপ পাবে। হিটলার এর এই কথা শোনেনি। তার ধারণা ছিল ইহুদী মানে জল ব্যবহার করেনা। তারা নোংরা পোষাক পরা, আল খাল্লা ধরনের আজব পোষাক পরে। ইহুদী বিদ্বেষের ফলাফল এই নীচের তালিকা। ইহুদীখুনের হিসাব আউসউইৎস-২০ লক্ষ বেলজেক ৬ লাখ, চেলমো ৩.৪০ লাখ, মাজডানেক, ১৩.৮০ লাখ, সাবিবর—২.৫০ লাখ, ট্রেবলেঙ্কা ৮ লাখ, মোট ৬৩.৭০ লাখ। এদের বেশীর ভাগ ইহুদী।

১৯৪১ রাশিয়া আক্রমন করে জার্মানি। পুরনো ইহুদী বসতি আক্রমণের লক্ষস্থল হয়ে দাঁড়ায় ওডেসা এবং কিয়েভে তোল অব সেটলমেন্টে রাশিয়ার দুই-তৃতীয়াংশ

ইহুদীর বাস ছিল। রাশিয়া তীব্র বিরোধীতা করায় ইহুদী হত্যাও বেগবান হয়ে ওঠে। রাশিয়ান ইহুদীদের বড় ব্যবসা ছিল দালালি। বলশেভিক আন্দোলনের ফলে বহু ইহুদী রাশিয়া ছেড়ে পালায়। জারের আমলের সরকারি আমলারা রাশিয়া ত্যাগ করে। তখন ইহুদীরা সরকারি গুরুত্বপূর্ণপদ পায়। রাশিয়ার বাইরে ধারণা হয় যে ইহুদীরাই বলশেভিক আন্দোলনের নেতা। কার্লমার্কস ছিলেন ইহুদী। এছাড়া ট্রটস্কি, সকেলনিকভ, জিনোভিয়ভ, কামনেভ এরাও ইহুদী। সব দিকে ইহুদী বিদ্বেষ গভীরতর হল। বলশেভিজমের সমার্থক ইহুদী। ১৯৪৫ সালে যুদ্ধের শেষে হিসেব করে দেখা গেল পোল্যাণ্ডে ইহুদীর সংখ্যা কমেছে ৩৪.৫০ লাখ থেকে ০.৬৫ লাখে, চেকোশ্লোভাকিয়ায় ৩.৫০ লাখ থেকে ০.৩৪ লাখ, সালানশিয়ায় ০.৫৬ লাখ থেকে ০.৩২ লাখ। ইহুদীরা ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বহুবার নিধন এর বলি হয়েছে। কিন্তু এত মর্মন্তুদ হত্যালীলা তাদের ইতিহাসেও বিরল। কারণ তখন এত ভয়ানক হাতিয়ার আবিষ্কার হয়নি। ইহুদীদের প্রথমে কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস দিয়ে মারা হত। কিন্তু তার মারণ ক্ষমতা কম মনে হওয়ায় সায়ানাইড গ্যাস ব্যবহার হত। তাদের বন্ধ দরজা জানালার ছোট চেম্বারে ঢোকান হত চান করার নামে, এক এক দলে থাকত কুড়ি থেকে তিরিশ জন। গ্যাস পাইপের সংযোগ থেকে মারাত্মক গ্যাস ছেড়ে দেয়া হত। ডেনমার্ক ছাড়া আর কোথাও ইহুদীরা প্রতিরোধ করতে পারেনি।

যুদ্ধের শেষে ইহুদীদের জন্য ছিল শুধু আমেরিকা আর প্যালেস্টাইন। আমেরিকায় পঞ্চাশলক্ষ ইহুদী আর বাকী প্যালেস্টাইনে।

মোজেসের পর ইহুদীরা প্রথম খ্রীষ্টানদের আক্রমণের শিকার হয়। তার পর মহম্মদ নিজে ইহুদী হত্যা প্রবর্তন করেন যা তার অনুসারীরা চালিয়ে এসেছে আবহমান কাল। আসলে পৃথিবীতে ধর্ম সৃষ্টির দুটি এলাকা—প্যালেস্টাইন, এখানে প্রধান, তিনটি সেমিটিক ধর্ম—ইহুদী, খ্রীষ্টান ও মুসলিম। ইহুদীরা ধর্মান্তরকরণ করেনা অপর পক্ষে খ্রীষ্টান ও মুসলিম শুরুই করেছিল ইহুদীদের ধর্মান্তরিত করার মধ্যে দিয়ে। সুতরাং ইহুদী নিধন তাদের ধর্মের অনুসৃত রীতি। যার ফলে ইহুদীরা চিরকাল এদের হাতে মার খেয়েছে।

ধর্ম সৃষ্টির আর একটা স্থান ভারত—এখানে সনাতন ধর্ম (যা হিন্দু ধর্ম নামে সাধারণত প্রচলিত) এবং তার থেকে সৃষ্ট বৌদ্ধ, জৈন, শিখ। আবার হিন্দু ধর্মের মধ্যে থেকে সংস্কার করে রিফর্মড হিন্দু ধর্ম ব্রাহ্ম মতবাদ।

কিন্তু হিন্দুরা কোনদিন ধর্মান্তরকরণে বিশ্বাস করেনি। এদের সেই ব্যবস্থাও নেই। যার ফলে বাইরে থেকে আসা মুসলিমরা ব্যাপকভাবে হিন্দু হত্যা ও ধর্মান্তরিত

করেছে। খ্রীষ্টানরা তাদের সেবা, প্রচার ও আপাত উদার মানবতা এবং সর্বোপরি ব্যাপক অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে হিন্দু ও আদিম ধর্মহীন বা আঞ্চলিক ধর্মে বিশ্বাসীদের খ্রীষ্টান বানিয়েছে। ধনী খ্রীষ্টান ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে প্রচুর অর্থাগম হয়েছে খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার জন্য। এর নীট ফল হিন্দুরা ব্যাপক নিধন এর শিকার হয়েছে মুসলমান শাসকদের হাতে এবং ব্রিটিশ যুগে ও পরবর্তীকালে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন পূর্ব ও পশ্চিমাংশে সরাসরি মুসিলিম ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার কবলে পড়ে। অন্যদিকে উত্তর পূর্ব ভারত ও ভারতের অন্য উপজাতি ও দরিদ্র তথাকথিত দলিত হিন্দুদের প্রচুর অর্থের বিনিময়ে খ্রীষ্টান করা হয়েছে। অন্যদিকে বৌদ্ধরা মূলত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করেছে পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে। আর জৈনরা মূল হিন্দু স্রোতে মিশে গিয়েছে। শিখরা হিন্দু ধর্মের অনেক কিছুই আত্মীকরণ করেছে এবং হিন্দুদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে তাদের কোন দিন অসুবিধা হয় নি। এসব কথা লেখার মূল উদ্দেশ্য হিন্দু ও ইহুদীদের অবস্থানের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য প্রদর্শন করা।

ইস্রায়েলের উন্নতি ও ক্ষমতার কারণ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে যুদ্ধে স্থানচ্যুত উদ্বাস্তুরা য়ুরোপে সমস্যার সৃষ্টি করল। যারা নাৎসী কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে যুদ্ধ বন্দী বা ফোর্সড লেবার ক্যাম্পে ছিল এইরকম লাখ লাখ অধিবাসীকে মিত্রশক্তি মুক্ত করল। পরিকল্পনা ছিল তাদের মূল ভূখণ্ডে ফেরানো হবে। কিন্তু সেটা সব সময়ে সম্ভব ছিল না বা কাঙ্খিতও ছিল না। যাদের সহজে অভিবাসন দেয়া যাচ্ছিল না তাদের উৎখাত ব্যক্তিদের শিবিরে (Displaced persons camp) রাখা হল। এই শিবিরের অধিবাসীদের অবস্থা দেখতে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান আর্ল জি হ্যারিসনকে পাঠালেন। যদিও ইহুদীরা একমাত্র [১]ডিপি ছিল না। দশ লক্ষাধিক উৎখাত ছিল যারা আরো নির্যাতনের ভয়ে অভিবাসী হতে চাইছিল না। কিন্তু ইহুদীরা এক বিশেষ মর্যাদা পেল। ১৯৪৫ সালের ৮ই অগাস্ট হ্যারিসন বিবরণ জমা দিলেন।

"সাধারণভাবে বলতে গেলে বিজয় দিবসের পর তিন মাস কেটে গেলেও ইহুদী ও অন্য উদ্বাস্তুরা কাঁটা তারের বেড়ার ভিতর বাস করছে; এই শিবিরগুলির অবস্থা অবর্ণনীয় (দাস-শ্রমিক ও ইহুদীদের জন্য জার্মানদের দ্বারা নির্মিত)। এদের মধ্যে আছে কয়েকটা কুখ্যাত বন্দী-শিবির, ঘিঞ্জি, নোংরা এবং ভয়াবহ অবস্থায়। বন্দীদের কিছু করার নেই। তারা অলসভাবে দিন গুজরান করে, কোনও সুযোগ নেই তাদের, শুধু তারা লুকিয়ে চুকিয়ে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায়, আশা করে যে যদি কোনও ব্যবস্থা ও আশার কথা কেউ বলে।

কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া কোনো কর্মসূচী বা সংগঠিত প্রচেষ্টা চালানো হয় নি এদের পুনর্বাসনের জন্য এবং অন্তরীণ ব্যক্তিরা তাদের কপাল চাপড়ানো ছাড়া কিছু করতে পারে না; তাদের ভবিষ্যত অনিশ্চিত এবং আরো দুর্ভাগ্যের যে তারা জার্মানদের অধীনে কেমন ছিল এবং মুক্ত অবস্থায় কেমন আছে তার তুলনা করছে।

প্রথম এবং সহজতম প্রয়োজন হচ্ছে তাদের প্রকৃত অবস্থাকে চিহ্নিত করা অর্থাৎ ইহুদী হিসাবে তাদের গণ্য করা।

যদিও কোনও জাতিসত্তা বা ধর্মীয় গোষ্ঠীকে তাদের জাতীয়তাবাদী শ্রেণী থেকে আলাদা করা উচিত নয়। সরল সত্যি এই যে এতদিন ধরে নাৎসীরা যা করে এসেছে তা হল এই যে এমন একটা গোষ্ঠী তৈরী হয়েছে যার জন্য বিশেষ কিছু করা দরকার।

১। ডিসপ্লেসড পার্সন

খুব পরিষ্কারভাবে ইহুদীরা জার্মানী এবং অস্ট্রিয়া থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালাতে চায়।

গত দশ বছর ধরে তারা যে ভয়ের জীবন কাটিয়েছে, বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরে বেড়ানো এবং শারীরিক নিগ্রহ ভোগ করেছে তাতে তারা আর দেরী সহ্য করতে পারছে না। তারা প্যালেস্টাইনে ফিরে যেতে চায় যেমন অন্যরা তাদের দেশে ফিরে যাচ্ছে। যে সমস্ত ব্যক্তি রাষ্ট্র বিহীন এবং যারা তাদের ঘরে ফিরে যেতে চায়না তাদের জন্য প্যালেস্টাইন প্রথম পছন্দ। অনেকেরই তাদের আত্মীয় আছে সেখানে, বাকী যারা বছরের পর বছর অসহিষ্ণুতা আর নির্যাতনের শিকার হয়েছে তারা মনে করে প্যালেস্টাইনে তারা সমাদর পাবে এবং সেখানে তারা শান্তি ও স্বস্তি পাবে, এবং সেখানে তারা বাস করতে পারবে ও কাজ করতে পারবে। পোলিশ ও বাল্টিক ইহুদীরাও প্যালেস্টাইনকে তাদের দেশ হিসাবে ভালোবাসে ও তারা জিয়নিস্ট আদর্শের প্রতি নিবেদিত। তারা এটাও মনে করে যে যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য পশ্চিমী দেশে তাদের প্রবেশাধিকার খুব কম, প্রায় অসম্ভব। কারণ যাই হোক বৃহৎ সংখ্যার ইহুদীরা এখন প্যালেস্টাইনে যেতে চায় কারণ তারা আর জার্মানীতে থাকতে চায় না।

একথা বলার দরকার নেই যে তারা এখন মরিয়া ,এবং জার্মান শাসনে থেকে এমন হয়েছে যে তারা তাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে যে কোনও উপায় অবলম্বন করতে পারে এবং মৃত্যুভয় তাদের টলাতে পারে না।

ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছে যে নাৎসীরা তাদের সঙ্গে যা করত আমরা তাই করছি, কেবল আমরা তাদের মেরে ফেলছিনা। এখন তারা বিরাট সংখ্যায় বন্দী শিবিরে থাকে আমাদের সামরিক প্রহরায়, আগে থাকত নাৎসী প্রহরী। লোকে ভাবছে যে জার্মানরা মনে করছে আমরা নাৎসীদের মতই করছি বা তাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।

এদের মধ্যে অনেকেই কাজ করতে সক্ষম এবং উৎসাহী। ভাষা সমস্যা থাকলেও আমি নিশ্চিত যে ক্যাম্পের ভিতরে ও বাইরে তাদের ভালোভাবে কাজে লাগান যায়। সুখের কথা কিছু শিবিরে তাদের কাজে লাগানো হয়েছে এবং এইগুলোই সব চেয়ে ভাল শিবির।" ঐ বছরের ডিসেম্বর মাসে উদ্বাস্তুদের যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানোর নির্দেশিকা জারি করলেন ট্রুম্যান। প্রায় ২৮০০০ ইহুদীকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠান হল। এটা ছিল অভিবাসন কোটার ২/৩ অংশ।

একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের তরফে ব্রিটেনকে চাপ দেয়া হল যে ইহুদীদের যেন প্যালেস্টাইনে অভিবাসন দেয়া হয়। ব্রিটিশদের নিজস্ব কোটা ছিল কাজেই এই

প্রস্তাবে তারা উল্লসিত হল না। ইঙ্গো আমেরিকা কমিটি তৈরী হল সমস্যা সমাধান করতে। আরব ও ইহুদী প্রতিনিধিদের মতামত নেয়া হল। ১৯৪৬ এর ২০ এপ্রিল কমিটি তাদের রিপোর্ট দিল। এতে হ্যারিসনের রিপোর্টের প্রতিধ্বনি শোনা গেল। প্রায় এক লক্ষ ইহুদীকে প্যালেস্টাইনে প্রবেশাধিকার দেয়া হল। পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী রোমানিয়াতে লোকে প্রধানত চায় এমন দেশে যেতে যেখানে তারা নবজীবন লাভ করবে এবং শান্তিতে ও নিরাপদে থাকতে পারবে। জার্মানীতে ইহুদীর সংখ্যা ১৯৩৩ সালের ৫,০০,০০০ থেকে এখন ২০০০০-এ নেমে এসেছে এবং ইহুদীদের প্রায় নির্মূল করা হয়েছে এবং অবশিষ্টদের বেশীর ভাগই চায় প্যালেস্টাইনে যেতে। চেকোস্লোভাকিয়ার মোরাভিয়া ও বোহেমিয়া এবং অস্ট্রিয়ায় নতুন ইহুদী বসতি স্থাপনের ব্যাপারটা আশাপ্রদ। ইহুদী উদ্বাস্তুর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বিশ্বাস করে সেখানে তাদের কিছু সম্ভাবনা আছে।

অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর কথায় যে কারণটা য়ুরোপের ইহুদীদের য়ুরোপ ছেড়ে বেড়িয়ে যাওয়ার তাৎক্ষণিক উন্মত্ত আকাঙ্খার পিছনে কাজ করেছিল তা হ'ল তাদের সামনে সব দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং বহির্গমনের কোনও পথ ছিল না। কিন্তু তাদের দীর্ঘ তিন বছর লেগেছিল ঐ কনসেন্ট্রেসন ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে আসতে। তারা মরিয়া হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশরা আমেরিকাকে দোষ দিয়ে ছিল এই বলে যে তারা তাদের দেশে বেশী ইহুদী নিতে চায় না। ট্রুম্যান কিছুটা বিরক্ত ইহুদীদের হয়ে লবি কাজ করেছিল বলে। জার্মানী ও অস্ট্রিয়াতে ইহুদী বিরোধীতা হিটলারের পরাজয়ের পর যায় নি। যদিও হোলোকস্টের বীভৎসতা তাদের আতঙ্কিত করে কিন্তু তার জন্যে তাদের কোনো লজ্জা ছিল না, এই বাস্তুহারাদের মধ্যে অনেকেই ছিল উচ্চ শিক্ষিত, সফল য়ুরোপীয়, কিন্তু তাদের শিক্ষা ও সম্পদ কাজে আসেনি, বরং অনেক সময় সেগুলোই তাদের কাল হয়েছিল।

অভিবাসন শুরু হয়েছিল, ১৯১৮ সালে। ইস্রায়েলের নবগঠিত রাষ্ট্র পত্তনের অনেক আগেই ইহুদীরা সেখানে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রমিক ইউনিয়ন এবং একটা প্রতিরক্ষা সংগঠন গড়ে তুলেছিল এটাই পরে IDF বা ইস্রায়েলী ডিফেন্স ফোর্স হয়েছিল।

তবে ইহুদীদের নৈতিক ও বিধিসম্মত অধিকার ছিল ঐ স্থানে বসবাস করার এবং তাদের প্যালেস্টিনীয় আরবদের উৎখাত করার দায়ে দোষী করা যায় না। কারণ তাদের অন্যায়ভাবে প্যালেস্টাইন মাতৃভূমি থেকে উৎখাত করা হয়েছিল।

২০১৫ সালের ২রা জুলাই একজন অনামা আরবীয় লিখেছিল—

আমরা আরবীয়রা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে সময় কাটাই আমাদের অর্থনীতিকে উন্নত না করে। এবং আমাদের সময় কাটাই বেহেস্তে কতজন ফেরস্তা আছে তাই গুনে। তার বদলে আমরা যুতসই কোনো কারিগরি জ্ঞান আহরণ করি না। অন্যদিকে ইস্রায়েলীরা খুব সতর্কভাবে তাদের আইন প্রণয়ন করেছিল। তারা ষাট দশকের শুরুতেই জল গরম করার জন্য সৌরশক্তি ব্যবহার করত এবং আইন জারি করেছিল প্রতিটি গৃহস্থ বাড়ীতে সৌরশক্তি রাখবে, আর সেখানে ২০১৫ সালেও বেশীর ভাগ দেশ স্বনির্ভরতা এবং দুষণহীন শক্তি ব্যবহারের ব্যাপারে অবহেলা করে।

আরব দুনিয়া তাদের ব্লগার, বৈজ্ঞানিক ও মুক্ত চিন্তকদের শিরচ্ছেদ করে আর ইস্রায়েল চিন্তা ও উদ্ভাবনকে মদত দেয়।-মুক্ত চিন্তকদের শিরচ্ছেদ করার কথা ভেবে আমি নাম গোপন রাখলাম।"

ইস্রায়েল কয়েকলক্ষ অধিবাসীর একটা ছোট দেশ। কি করে সে এত শক্তিশালী হল এবং এত দ্রুত? সমগ্র আরব দুনিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ইস্রায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী ঐ অঞ্চলে আধিপত্য করে। তারা প্রযুক্তি বিদ্যায় কি করে এত শীঘ্র এগিয়ে গেল? শুধু কি আমেরিকার সমর্থন?

• ইস্রায়েল নিয়মিত ভাবে তার জিডিপির একটা বিরাট অংশ সামরিক খাতে ব্যয় করে। এখন এটা ৬% (জি ডি পির) শতাংশে এটা তৃতীয় মোট ব্যয়, মোট জি ডি পি-র অনুপাতে পৃথিবীতে ৩৭ তম, ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৩ এই অনুপাত ছিল ২৪%।

• গবেষণা ও উন্নয়নখাতে খরচে (R & D) ইস্রায়েল পৃথিবীর শীর্ষস্থানে আছে। (R & D : GDP 4%) ২০১২ সালে তা ছিল দক্ষিণ কোরিয়ার পর। প্রতি ১০ লক্ষ লোকের মধ্যে R & D পেশাজীবী লোকের সংখ্যায় এর স্থান চতুর্থ। অনেক আন্তর্জাতিক কোম্পানী এখানে R & D কেন্দ্র খোলে।

• শিক্ষা-ইস্রায়েলীদের বড় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী তা চলেছে। স্পেনে ডাক্তারীকে ইহুদীবৃত্তি মনে করা হত। ৪৬% মানুষের উচ্চ শিক্ষা আছে।

• ইস্রায়েল জাতিগত ধর্মীয় ও রাজনৈতিকভাবে খণ্ডিত। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে তারা একতাবদ্ধ হয় সমস্ত পার্থক্য দূরে সরিয়ে রাখে। ২০১৪-র 'অপারেশন প্রোটেক্টিভ এজ (Protective Edge) এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দক্ষিণ ও বামপন্থী প্ররোচনা সত্ত্বেও একটা সংহতির অনুভূতি ছিল। এর একটা গুরুতর কারণ হল বেশীর ভাগ

লোক হয় সামরিক বাহিনীতে ছিল, বা কাজ করছে বা তাদের কেউ না কেউ কাজ করেছে।

ইহুদীদের উন্নতি সাধনের সূচক গুলি হল।

১। আড়াই হাজার বছর ধরে তারা বহির্বিশ্বের সঙ্গে লড়াই করেছে সুতরাং ইহুদী পিতামাতারা যাতে সন্তানদের সবচেয়ে ভাল শিক্ষা দেয় তার জন্য তাদের প্রচুর Incentive দেয়া হয়। বস্তুত খ্রীষ্টের সময় থেকেই ইহুদীরা সাক্ষরতার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছিল। শিক্ষার ওপর এই জোর ইহুদীদের একটা সুবিধা দিয়েছিল এবং ভুবনায়নের প্রথম তরঙ্গের সঙ্গে তারা দ্রুত খাপ খাইয়ে নিয়েছিল (মুসলিম খলিফাদের কাল থেকে)

২। সর্বত্র সংখ্যালঘু।

ইহুদীরা যে দেশেই থেকেছে তারা সেখানে সংখ্যালঘু (এমন কি ইস্রায়েলে তদের সংখ্যাগুরু হওয়া অনিশ্চিত)। এইটা দেখা যায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এশীয় আমেরিকান, ভারতে জরথুষ্টবাদীরা (পার্শীরা), শ্রীলঙ্কার তামিলরা, লেবানীজ মেক্সিকান, এবং অন্য ক্ষুদ্রগোষ্ঠী সমূহ।

এইরকম নিরন্তর বৈষম্যের শিকার (সংখ্যালঘু হওয়ার কারণে) হওয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভাল দিক আছে নিজেকে সফল প্রতিপন্ন করে একটা বিরূপ পরিবেশের মধ্যে টিকে থাকা। এইভাবে ইহুদীরা (অন্য সংখ্যালঘুদের মত) অনেক বেশী মাটির কাছাকাছি, বাস্তবতা বোধ সম্পন্ন এবং একটা দৃঢ় কৌম বা গোষ্ঠী চেতনা আছে। তারা আদর্শ সংখ্যালঘু।

৩। সংখ্যালঘুদের মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র খুব জোরালো হয়। তাদের সংখ্যা যদি খুব বেশী না হয় তবে একটা ক্লাব তৈরী করে। ক্লাবের পরিধি গুরুত্বপূর্ণ এবং বড় সংখ্যালঘুরা (যেমন আফ্রো-আমেরিকান এবং ভারতীয় মুসলমান) তাদের সংখ্যালঘু অবস্থাকে আদর্শ সংখ্যালঘুতে পরিণত করতে পারেনা। কিছু অর্থে এই নেটওয়ার্ক আইভিলীগের থেকে আলাদা ছিল না।

৪। যখন কারো জনসংখ্যা ক্ষুদ্র হয় এবং বড় পরিমাণ সঙ্কট বর্তমান থাকে এর মধ্যে নির্বোধদের সংখ্যা কম হয়। নির্বোধ জনতা তাদের এই ক্ষুদ্র কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ জনতাকে তাদের সম্প্রদায়ের ভাগ্যের অভিমুখ সঠিকভাবে চালনা করতে দেয় না। কিন্তু ইস্রায়েলের এমন কিছু নেই। অর্থাৎ তাদের বুদ্ধিমান জনগোষ্ঠী সঠিক পথে যায়।

ইস্রায়েল কেন সফল?

ইস্রায়েলে ইহুদীদের একটা অল্প সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে, কিন্তু (মধ্যপ্রাচ্যে) ঐ অঞ্চলে তারা সংখ্যালঘু। সুতরাং ইস্রায়েলের জন্য উপরোক্ত কারণগুলি সঠিক। এছাড়া তাদের নিম্নলিখিত সুবিধা আছে।

১। সর্বদা বহিঃশত্রুর ভয়

ইস্রায়েলীদের সারাক্ষণ প্রস্তুত থাকতে হয় যুদ্ধের জন্য। যেমন একটা প্রতিষেধক ব্যবস্থায় টীকা দেওয়া হয় এবং পেশীসমূহে কাজ করান হয় এই রকম বাইরের চাপ তাদের বেঁচে থাকার প্রকৃতি সর্বদা কার্যকর রাখে। এ ব্যাপারে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে তাদের একটা শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বাহিনী আছে।

২। অন্য দেশ থেকে উৎকৃষ্ট লোকের অভিবাসন

১৯৪৮ সালে যখন ইস্রায়েল সৃষ্টি হল, সারা পৃথিবী থেকে (রাশিয়া থেকে অস্ট্রিয়া থেকে আমেরিকা থেকে) ঐ শুষ্ক দেশে এল। এই সমস্ত লোকেদের অনেকেই তাদের দেশে যুদ্ধ শুরুর আগে সর্বোচ্চ পদ অধিকার করে ছিল। এখন নি:স্ব হওয়ায় এই সব লোকেরা তাদের সমাজকে নতুন করে গড়ে তুলতে শুরু করল। গরীব দেশ থেকে আসা অধিবাসীদের যা থাকে না, ইহুদী অভিবাসীরা বিপুল অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছিল, তাদের ব্যবসা, বিজ্ঞান তাদের পূর্বের নেতৃত্ব কাজে লেগেছিল। তারা সারা পৃথিবী থেকে সবচেয়ে সেরা পেশাদারিত্ব নিয়ে এসেছিল।

৩। কোন প্রাকৃতিক সম্পদের কুহক ছিল না।

ইস্রায়েলের কোন বড় প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল না। ডাচ ডিজিস (Dutch Diseas) কূটাভাস মানে—যে সমস্ত দেশের কম বা কোনো সম্পদ থাকেনা, তারা মানব সম্পদ উন্নয়নে অনেক বেশী জোর দেয় যাদের অঢেল সম্পদ আছে তাদের তুলনায়। তেল খনিজ বা অন্য সচরাচর সুবিধার উপর অর্থনীতি নির্ভর করে না। তাদের কারেন্সী দুর্বল হয় কিন্তু সরকার নয়। এইটা ঘটে সম্পদহীন দেশে যেমন জাপান, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান ইত্যাদি।

৪। এক ক্ষুদ্র অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত

কেউ ভাবতে পারেন যে একটা দেশের আয়তন ছোট হলে অসুবিধা। মজার কথা হল এটা একটা সুবিধা। যদি একটা ক্ষুদ্র অঞ্চলে বহু সংখ্যক দক্ষ লোককে রাখা হয়, বৌদ্ধিক বিচ্ছুরণ ঘটে আর তা থেকে আসে উদ্ভাবন। এই প্রক্রিয়া কাজ করে সেই অর্থনীতিতে যেখানে মানুষের দক্ষতাকে কাজে লাগনো হয়। সিঙ্গাপুর, হংকং

বা সুইজারল্যাণ্ডের কথা ভাবা যাক। বা বড় শহর যেমন নিউইয়র্ক, লণ্ডন, সিলিকনভ্যালি একটা ছোট জায়গায় বুদ্ধিদীপ্ত মানুষরা কাছাকাছি আসে এবং তারা অনেক বেশী ফোকাস্‌ড্‌ হয়। একটা বড়দেশে হাজার মাইল দূরের মানুষ জনের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক থাকেনা।

৫। আমেরিকা ও ইউরোপে বহু ইহুদী জন সমাবেশে আছে। তারা ইস্রায়েলকে সহায়তা দিয়েছে। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। অন্য দেশের জনগণ (যেমন ভারত) তাদের দেশের জন্য প্রভূত চেষ্টা করে।

ইস্রায়েলের সপক্ষে গেছে—

তেল বা অন্য প্রাকৃতিক সম্পদ নেই, ইস্রায়েল তার দেশের উন্নতির জন্য মস্তিষ্ককে ব্যবহার করে। যেমন ওরা বলে 'লেবু থাকলে তা দিয়ে অ্যাসিড ব্যাটারী তৈরী কর।'

'তার মানে আমাদের জল কম আছে তাই আমরা ড্রিপ ইরিগেশন ব্যবহার করি।'

ইস্রায়েল নেটাফার্মের ড্রিপ ইরিগেশন টেকনোলজি ব্যবহার ক'রে তাদের আলুচাষ করে। ইস্রায়েলের ৬০% মরু অঞ্চল কিন্তু তারা ফল ও সবজি রফতানি করে। আর তাদের গরু পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উৎপাদন ক্ষমতাশীল।

তাদের দৃষ্টিভঙ্গী হল সব কিছুতে ভাল দেখা। 'যখন জীবন আমাদের শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে দিয়েছে আমরা আমাদের লড়াইয়ের দক্ষতাকে খুব বেশী করে কাজে লাগিয়েছি। তাদের শেখার একটা সংস্কৃতি আছে। ইস্রায়েল সারাক্ষণ আলোচনা ও বিতর্ক চালায়।

একটা আন্তর্জাতিক এবং অভিবাসী সংস্কৃতি। তাদের অনেক ভাষা ও সংস্কৃতি সব একসঙ্গে মিশে যায়।

তবে একটা কথা খেয়াল করতে হবে যে ইস্রায়েলের সুবিধা আপেক্ষিক। যতটা না তার নিজের সম্পদের জন্য তার চেয়ে বেশী সাধারণভাবে মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলির অনুন্নয়ন ও দারিদ্রের ফলশ্রুতি। বৃহত্তর মধ্য প্রাচ্য বিশেষত পারস্য উপসাগরের রাষ্ট্রগুলি মাথা পিছু সম্পদে ইস্রায়েলের কাছাকাছি। কিন্তু তাদের অর্থনীতি ভারসাম্যবিহীন এবং তারা নির্ভর করে হাইড্রোকার্বন জ্বালানীর রফতানীর উপর। ইস্রায়েলের পড়শী দেশ যেমন মিশর ও সিরিয়া, যারা অতীতে এবং বর্তমানে ইস্রায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, তাদের অর্থনীতি অনুন্নত এবং পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলির থেকে অনেক কম উন্নত। একটা উন্নত দেশ অপেক্ষাকৃত কম উন্নত দেশের চেয়ে শক্তিশালী হবে এর মধ্যে আর আশ্চর্যের কি আছে?

তবে ইস্রায়েলে মাথা পিছু জিডিপি উন্নতদেশগুলির নীচের দিকে। আরো অধিক কার্যকরী নিরিখে মিডিয়ান গার্হস্থ আয় অনুপাতে ইস্রায়েল দক্ষিণ য়ুরোপের দেশগুলির নীচে এবং কমিউনিজম পরবর্তী পর্বের উন্নততর অংশের কাছাকাছি। ইস্রায়েল তার প্রতিবেশী দেশগুলির চেয়ে কেন উন্নত? এর বড় কারণ নিহিত আছে স্বাধীনতার প্রথম প্রজন্মের থেকে পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা লাভের থেকে। অপেক্ষাকৃত ভালশিক্ষিত ইহুদী অভিবাসীরা এসে ইস্রায়েলে বসতি গেড়েছিল এবং তারা তাদের ভবিষ্যতের স্বচ্ছলতার জন্য বর্তমানের সুখকে উৎসর্গ করতে রাজি ছিল। এবং ইস্রায়েল বাইরে থেকে যথেষ্ট পরিমাণে বিনিয়োগ পেয়েছিল। (যেমন পশ্চিম জার্মানীর থেকে যুদ্ধের দরুন মেরামতি, বৃহত্তর ইহুদী জনগণের থেকে অনুদান ইত্যাদি) নীটফল ছিল দ্রুত অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং প্রথম বিশ্বের সঙ্গে মিশে যাওয়া।

ইস্রায়েল কি আরো উন্নতি করতে পারত না যদি সংঘর্ষ কম হত? অবশ্যই। যদি এহুদ বারাক এবং ইয়াসের আরাফাৎ ক্যাম্প ডেভিডে ২০০০ সালে হতাশা এবং পারস্পরিক দোষারোপের মধ্যে আলোচনা শেষ না করে চুক্তিবদ্ধ হতো তা হলে কি হতো? ২০১০ সালে ইস্রায়েলের অবস্থা কেমন দাঁড়াত? ১৯৮০ থেকে ২০০০ এই কুড়ি বছরে (২০০৫ ডলার মূল্যে) পনের হাজার থেকে তেইশ হাজার ডলার হয়েছিল।

ইস্রায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনীর সব চেয়ে অনন্য বৈশিষ্ট্য হল খুব সপ্রতিভ লোকেদের কথায় গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং তাদের পদোন্নতি করা হয় তাদের দক্ষতার উপর নির্ভর করে। খুব তরুণ বয়সীদের দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা দেওয়া হয়। উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা নীচু তলার আধিকারিকদের সঙ্গে পরামর্শ করে যদি তাদের দক্ষতাকে জরুরী মনে করেন, সাধারণ সৈন্য অসাধারণ বীরত্ব ও কৃতিত্ব অর্জন করেছে।

লেভান্টাইন উপকূলে হাইফার ১৩০ কিমি পশ্চিমে সম্প্রতি তেলের খনি আবিষ্কৃত হয়েছে; ইস্রায়েলকে গ্যাস রফতানি ও বিকল্প শক্তির উৎস উদ্ভাবন করতে হয়। ইস্রায়েলের ভৌগলিক অবস্থান সম্পর্কে মজা করে গোল্ডা ময়ার একবার বলেছিলেন, মোজাট আমাদের মরুভূমির মধ্য দিয়ে টেনে মধ্যপ্রাচ্যের এমন এক জায়গায় এনে ফেললেন যেখানে কোনো তেল নেই। আদিম কাল থেকে ইস্রায়েল খরার সঙ্গে সংগ্রাম করছে। কিন্তু ব্যাপক desalination পদ্ধতির মাধ্যমে ইস্রায়েল তার অন্যতম প্রাচীন এবং সবচেয়ে নাছোড় দুশ্চিন্তার হাত থেকে বেঁচেছে আজ ডিস্যালাইনেশনে (বিলবণীকরণ) ইস্রায়েল পৃথিবীর নেতৃস্থানীয়। প্রযুক্তির কারণে ইস্রায়েল এখন আর জল নির্ভর নয়।

ইস্রায়েল একটা অশান্ত অঞ্চলে বাস করে যেখানে কোনও বন্ধু নেই, এই দেশ সীমান্তবর্তী বাণিজ্যের উপর নির্ভর করতে পারে না। এমন কি সে তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভবিক করার জন্যও বসে থাকতে পারে না। সেই কারণে ইস্রায়েল একটা আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করেছে যার মূল আছে আত্ম-নির্ভরতায়। বেশীরভাগ ইস্রায়েলীর মধ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গী কাজ করে।

"এটা অবশ্যই একটা বেঁচে থাকার প্রশ্ন। আমরা অবশ্যই উদ্ভাবন চালিয়ে যাব, ইস্রায়েল শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং আমাদের কোনও প্রাকৃতিক সম্পদ নেই। এর অর্থ আমাদের এক নম্বর পণ্য হ'ল আমাদের মস্তিষ্ক। ইস্রায়েলীরা এটাও বুঝেছে যে সাফল্য কাউকে রুপোর থালায় সাজিয়ে পরিবেশন করা হয় না। 'তুমি তখনই জিতবে যখন তুমি শ্রেয়তর হবে, আরো ভালো হ'বে" বলেছেন মশে হোগেগ।

যদিও ইউরোপ এবং আমেরিকায় ইস্রায়েলের অনেক বাণিজ্যিক অংশীদার আছে, কিন্তু বাণিজ্যিক বা অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার আশঙ্কা সব সময়েই আছে। এই করুণ বা সঙ্গীন অবস্থা ইস্রায়েলকে বাধ্য করেছে উদ্ভাবনের নতুন সংজ্ঞা নির্মাণ করতে 'শূন্য থেকে কিছু সৃষ্টি কর'।

হিটলারের ক্ষমতায় উত্থান এবং ইহুদী জনগণের উপর তার প্রভাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে জাঁ মেডাওয়ার বলেছেন যে নাৎসীবাদের উত্থানের ফলে ১৫০০ ইহুদী বৈজ্ঞানিক জার্মানী ছেড়ে পালান এবং ফলত আমেরিকার বিদগ্ধ মহলে তাঁদের স্থান করে নেন। এই ১৫০০ বৈজ্ঞানিক বিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট সারস্বত গোষ্ঠীর এক বৃহত্তম অংশ।

অনুরূপভাবে, ১৯৮০-র শেষ ভাগে সোভিয়েত ইহুদীদের ইস্রায়েলে আগমনের ফলে ১০ বছরে ২৫% জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই অভিবাসীরা রাশিয়ায় জমির বা ব্যবসার মালিক হতে পারত না নিষেধাজ্ঞা ছিল। সোভিয়েত ইহুদীদের অনেকেই বিজ্ঞান, ইঞ্জিনীয়ারিং ও গণিতে তাদের দেশে মানে রাশিয়ার নেতৃস্থানীয় ছিলেন।

ইস্রায়েলে এত বৃহৎ সংখ্যক মানুষকে গ্রহণ করা এমনিতেই একটা অত্যাশ্চর্য ঘটনা কিন্তু আজ ইস্রায়েলে সাফল্যের ইতিবৃত্তে এই অভিবাসী এবং তাদের সন্তান সন্ততিরা এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। আরো বলার কথা হল ইস্রায়েল অনবরত আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স থেকে দক্ষ শ্রমিকদের তাদের দেশে নিয়ে আসে।

"মানব সম্পদের চরিত্র আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়ার মত ইস্রায়েল উচ্চাকাঙ্খী অভিবাসীদের দিয়ে তৈরী; আমার মতে প্রত্যেক অভিবাসী একজন উদ্যোগপতি। ইহুদীরা, বিশেষত: বারংবার বাস্তুচ্যুত জাতি— তারা তাদের নিজস্ব মেধা ও ধীশক্তিকে দীর্ঘকাল ব্যাপী সুনিপুণ করে তুলেছে", কনি বলেছেন।

আধুনিক ইস্রায়েলের জনক থিওডোর হার্শাল তাঁর বই আল্ট নিউল্যান্ডে যে কল্পনা করেছিলেন বর্তমানে ইস্রায়েলের পরিস্থিতি তেমনটাই। একটা কল্পনার উপন্যাস যেখানে দুজন মানুষ ইয়ুরোপের অবক্ষয় দ্বারা অবসন্ন হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে এক নির্জন দ্বীপে ভ্রমণ করেন। এ দ্বীপের পথে তারা জাফায় (তেল উপকণ্ঠে) থামে যেখানে তারা সমুদ্রের ধারে একটা অনুন্নত শহর দেখেন। দ্বীপ থেকে ফেরার পথে প্রায় কুড়ি বছর বাদে ঐ শহরটি একটি মুক্ত, খোলামেলা কসমোপলিটান আধুনিক সমাজে পরিণত হয়েছে। যদিও হার্শলের ভবিষ্যদ্বাণী অনেকটাই সত্যি প্রমাণিত হয়েছে আমরা ইস্রায়েল এবং তার উন্নয়নের ভবিষ্যতের একটা ঝলকমাত্র দেখাতে পেরেছি।

সুতরাং সরকার অর্থনৈতিক বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নিয়েছিল, অতিদক্ষ বা সুদক্ষ অভিবাসীদের আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিল, ভেনচার ক্যাপিটালিস্টদের কাজে লাগিয়ে ছিল এবং ভাল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কারদের আমদানী করেছিল।

এটাকে এখন মধ্য প্রাচ্যের সিলিকন ভ্যালি বলা হয় কিন্তু ১৯৮৪-তে ইস্রায়েলের অবস্থা ছিল আজকের জিম্বাবোয়ের মত, ঐ বছর মুদ্রাস্ফীতি ছিল ৪৫০% এবং কয়েক মাস সেটা ছিল মাথা খারাপ করার মত ৯৫০% কিন্তু সেই সঙ্কটের একটা উল্টো দিক ছিল। এর থেকে অর্থনৈতিক সংস্কার শুরু হল যাতে ইস্রায়েলের বর্তমান উন্নতির ভিত রচনা হ'ল। ১৯৭৩ সালে ইয়ম কিপুর যুদ্ধের পরে যে বিশাল সমর-সজ্জা তৈরী হল তার জন্য ইস্রায়েল সরকারি খাতে ব্যয় জোরদার করতে বাধ্য হয়েছিল। ঐ দশকের শেষে সরকার অর্থনীতির তিন-চতুর্থাংশ অধিগ্রহণ করেছিল এবং বিরাট বাজেট-ঘাটতি তৈরী করেছিল, ব্যাঙ্ক নোট ছাপিয়ে ঐ ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করল। ইস্রায়েলের শ্রমিকদের মাইনে বেড়ে যাওয়াতে অবস্থা আরো খারাপ হ'ল। মুদ্রাস্ফীতির অর্থ বেরোজগারী বা বেকারি। ইস্রায়েলী নীতি নির্ধারকরা এই সমস্যার (metastatising) কিছু করল না; তাদের লক্ষ চাকরি দেয়া। এর উপর এল ব্যাঙ্কিং সঙ্কট। নিয়োগকারীরা তাদের টাকা সরিয়ে ফেলতে লাগল এবং সন্দেহ দেখা দিল যে ইস্রায়েল তার বৈদেশিক ঋণ শোধ করতে পারবে কিনা। ১৯৮৫তে সরকারের

প্রধানরা দীর্ঘ এক বৈঠকে মিলিত হল; সেখানে তারা একটা কড়া সিদ্ধান্ত নিল সরকারি খরচ কমাবে; মুদ্রার অবমূল্যায়ণ ঘটাল এবং বেতন ও দ্রব্যমূল্যের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করল। আরো নীতি করল স্বতন্ত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তৈরী হবে।

আধুনিক ইস্রায়েলী অর্থনীতির এই শুরু। এটা ছিল আগের শ্রমিক পন্থী পদক্ষেপ থেকে আলাদা এবং অনেকটা বর্তমান মূলস্রোতের পুঁজিবাদের ধারায়। যদিও ইস্রায়েলে সরকারি ব্যয় এখনও বেশী, সরকার অর্থনীতিতে তার হস্তক্ষেপ কমিয়ে এনেছে। এক সঙ্গে চেষ্টা চালিয়েছে মুদ্রাস্ফীতি কম এবং বাজেট ঘাটতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে।

সর্বশেষ সংবাদ

৩১শে জানয়ারী, ২০১৭ ইস্রায়েলী ডিফেন্স ফোর্স জেনিনের কাছে পাইপ বোমা ছোঁড়ার সময়ে প্যালেস্টিনীয়দের ওপর গুলি চালায় এবং রিপোর্ট অনুসারে একজন মুসলিম সন্ত্রাসী নিহত হয়। আবার ২রা ফেব্রুয়ারী শিবিরের বাইরে ছুড়ি-বাহী প্যালেস্টিনীয়দের গ্রেপ্তার করা হয়। নতুন রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প বলেছেন এখনই ইউ এস দূতাবাস তেল আভিভ থেকে জেরুজালেমে সরাবার পরিকল্পনা কার্যকর করার দরকার নেই। এই পরিকল্পনা ইস্রায়েলীরা স্বাগত জানিয়েছে কিন্তু মুসলিম দুনিয়া ঘোর আপত্তি জানিয়েছে। বারাক ওবামা তাঁর প্রস্থান কালে নিঃশব্দে ইস্রায়েলকে ২২১০ কোটি মার্কিন ডলার সাহায্যের অনুমোদন করেছেন কিন্তু ট্রাম্প এখন এ বিষয়ে উচ্চবাচ্য করেন নি। ট্রাম্প প্রশাসন প্যালেস্টাইন অথরিটিকে জানিয়েছেন যে এই অনুদান আটকে দেয়া হয়েছে। কিন্তু পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে ট্রাম্প তাঁর অন্য নীতির সঙ্গে এই অনুদান সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা খতিয়ে দেখছেন। ট্রাম্প এও জানিয়েছেন ইস্রায়েলের ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক 'নিরাপত্তা প্রাচীর' ঐ দেশে অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ করার একটি সফল উপায়। ইস্রায়েল ব্যারিয়ার তৈরী করেছে, বেড়া, সিমেন্ট প্রাচীর এবং উন্নত সেন্সর ব্যবস্থার সহযোগে। সহাস্রাব্দের শুরুতে দ্বিতীয় ইন্তিফাদার দরুণ ইস্রায়েলে মারাত্মক প্যালেস্টিনীয় সন্ত্রাসবাদী আক্রমনের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল আর তা আটকাতেই এটা করে ছিল ইস্রায়েল। এদের মধ্যে ছিল আত্মঘাতী বোমারুরা, অল্প দূরত্বে ইস্রায়েলে প্রবেশ করে খুন করার জন্য আক্রমণ চালাতে চেয়েছিল এবং এর ফলে তারা (ঐ প্রাচীরের) আত্মঘাতী বোমা আক্রমণ নাটকীয়ভাবে হ্রাস পায়। ট্রাম্প বলেছেন, "ঐ প্রাচীর জরুরী। এটা শুধুমাত্র রাজনীতি নয় এবং নিশ্চিতভাবে ইস্রায়েল জাতির আত্মরক্ষার জন্য জরুরী। আমাদের ইস্রায়েলের সঙ্গে কথা বলতে হবে।" তারা আশঙ্কা করেছিল যে তারা একটা মারাত্মক ধ্বংসের মুখোমুখি। এবং প্রাচীরের জন্য আক্রমণ ৯৯.৯৯ শতাংশ বন্ধ করা গিয়েছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইস্রায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নতির উপর জোর দেন এবং তিনি বলেন তার শপথ গ্রহণের দিনই এই উন্নতির লক্ষন পরিস্ফুট হয়েছে। "এই উন্নতি আমি যে মুহূর্তে কার্যভার নিয়েছি তখন থেকেই মেরামতি হয়েছে যে ক্ষতি ওবামা ও নেতানইয়াহুর সময়ে হয়েছিল। তিনি এও বলেন ইস্রায়েলের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করা হয়েছিল; আরব এবং পশ্চিমী নেতারা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে ট্রাম্প যদি দূতাবাস জেরুজালেমে স্থানান্তরিত করেন একটা বিস্ফোরণ ঘটবে এবং তা হবে যুদ্ধ ঘোষণার

সামিল। প্যালেস্টাইন কর্তৃপক্ষের (PA) প্রেসিডেন্ট মহ: আব্বাস সাবধান করেছেন যে তিনি ইস্রায়েলকে স্বীকৃতি দেবার বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করবেন। যদিও হোয়াইটহাউস বলেছে যে এই বিষয়ে এক্ষুনি কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি কিছু আরব নেতারা সারাক্ষণ হল্লা করে যাচ্ছে।

IDF (ইস্রায়েলী ডিফেন্স ফোর্স) বলেছে পিএ এটাকে যুদ্ধ ঘোষনা বললেও আম প্যালেস্টিনীয়রা তা মনে করেনা। প্যালেস্টাইনের রাস্তায় কান পাতলে শোনা যায় লোকজন তাদের নিজস্ব সমস্যা নিয়ে বেশী চিন্তিত। ইস্রায়েলীরা এটাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ মনে করে কারণ তাতে জেরুজালেম ইহুদী রাষ্ট্রের রাজধানীর মর্যাদা পাবে। জেরুজালেমে 'টেম্পল মাউন্ট' এবং 'পশ্চিম দেয়াল' আছে এবং ইস্রায়েল তাকে রাজধানী বলে দাবি করে। ১৯৬৭ এর যুদ্ধে ইস্রায়েল পূর্ব জেরুজালেম এবং পুরনো নগরী কব্জা করে এবং সংলগ্ন এলাকা জুড়ে নেয় যা আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত নয়। এই টেম্পল মাউন্ট খ্রীষ্টান ও মুসলিমদেরও পবিত্রতম স্থান সমূহের মধ্যে পড়ে। এখন ইস্রায়েলের মিত্র দেশগুলিও জেরুজালেমকে ইস্রায়েলের রাজধানী বলে স্বীকার করে না। তারা বলে প্যালেস্টাইনের সঙ্গে আলাপআলোচনার মধ্যে দিয়ে তা ফয়সলা করতে হবে। প্যালেস্টিনীয়রা পূর্ব জেরুজালেমকে একটি ভবিষ্যত রাষ্ট্রের রাজধানী বলে দাবি করে। ফাতাহ কেন্দ্রীয় কমিটি এবং প্যালেস্টাইন ফুটবল এ্যাসোসিয়েশন বলেছে এটা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং ইউ এন প্রস্তাব ও আমেরিকার নীতি বিরোধী। জর্ডনের রাজা দ্বিতীয় আবদুল্লা বলেছেন এটা হবে 'লালরেখা' অতিক্রম করা। ওদিকে প্রাইম মিনিস্টার নেতানইয়াহু বলেছেন যে 'ইউ এস দূতাবাস জেরুজালেমেই হবে।'

ওবামা ও বুশ দুজনেই প্রথমে এই সিদ্ধান্ত নিলেও পরে তা থেকে সরে আসেন। এখন হোয়াইট হাউস সময় নিচ্ছে এর ফলে ইসলামী চরমপন্থীদের প্রতিক্রিয়া কিঁ হবে তা জানতে এবং ট্রাম্প চাইছেন মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যার স্থায়ী সমাধানে একটা ভূমিকা নিতে। অক্টোবর ২০১৫—ডিসেম্বর ২০১৬ এই ১৫ মাসে ইস্রায়েলের ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে ২৮৫ বার সন্ত্রাসের আক্রমণ হয়েছে; তার মধ্যে ছিল ১৪৩টা ছুড়ি মারার ঘটনা, ৮৯টি গুলি করা, ৩৯টা গাড়ি নিয়ে আক্রমণ এবং ৯টা বিস্ফোরক পদার্থ নিয়ে হামলা। গতমাসে পাথর ছোড়ার ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ২০১৬-র দ্বিতীয়ার্ধে ৮২৬ বার পাথর ছোড়ার ঘটনা ঘটেছে।

নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব অনুযায়ী বলা হয়েছে ওয়েস্টার্ন ওয়াল "অধিকৃত এলাকা।" কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নেতানইয়াহু সেখানকার প্লাজায় গিয়ে দ্বিতীয় 'হানুকা'

(একটা উৎসব) বাতি জ্বালিয়েছেন। সঙ্গে ছিলেন ওয়েস্টার্ন ওয়ালসের র‍্যাবাই স্যামুয়েল র‍্যাবিনেয়িৎস এবং আস্কেনেজাই প্রধান র‍্যাবাই ডেভিড লাও। নেতানইয়াহু বলেন, ইউ এন প্রস্তাব অনুযায়ী ম্যাকাবিসরা জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করেনি তারা প্যালেস্টাইন জয় করেছিল। ইউ এন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মদিনা এবং চতুর্পার্শ্বের গ্রামগুলি ছিল অধিকৃত প্যালেস্টাইন এলাকা, অবশ্যই প্যালেস্টিনীয়রা অনেক পরে এসেছিল। যে সমস্ত দেশ আমদের হানুকা অভিনন্দন জানায় তাদের জিজ্ঞাসা করি তারা কি করে এই অঞ্চলকে অধিকৃত এলাকা বলে ঘোষণা করে? 'ওয়েস্টার্ন ওয়াল' অধিকৃত এলাকা নয়, পুরনো জেরুজালেম শহরের ইহুদী বসতি অধিকৃত নয় এবং অন্যান্য জায়গাগুলিও অধিকৃত নয়। সুতরাং আমরা এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারি না এবং করিও না। আমরা আমাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে নিশ্চিত কারণ আমরা আমাদের অতীত সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলাম এবং এই কারণে আমরা ইস্রায়েলের চিরন্তনতার জন্য আলো জ্বালাতে বলি।"

২০১৭-র ২রা ফেব্রুয়ারী বেঞ্জামিন নেতানইয়াহু ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে নতুন ইহুদী বসতি স্থাপনের কথা ঘোষণা করলেন প্রায় পঁচিশ বছর পরে। এই ব্যাপারে একটি সরকারি কমিটি গঠনের কথা তিনি বলেন যা এই প্রক্রিয়াকে অগ্রসর করবে। এর নাম ও অবস্থান পরে জানানো হবে। ১৯৯১ সালের সামরিয়ান শহর এরিয়েলের কাছে রেভানা বসতি স্থাপনের পর এটাই প্রথম সরকার অনুমোদিত ইহুদী বসতি। তখন থেকে ইস্রায়েল এখানে কোন আস্তানা গড়বেনা বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল শান্তি প্রক্রিয়ার সহায়তা করবে বলে। কিন্তু 'ভূ-খণ্ডের বদলে শান্তি' প্রক্রিয়া মৃতপ্রায় হওয়ায় নবনির্বাচিত আমেরিকান প্রেসিডেন্ট যিনি ইস্রায়েলীরা বিশ্বাস করে, প্যালেস্টিনীয় অবাধ্যতা সহ্য করবে না, ইহুদী রাষ্ট্র শেষমেষ অসলো চুক্তি পরিত্যাগ করে। নেতানইয়াহু গত সপ্তাহে ইস্রায়েলের অন্যতম গোঁড়া প্রভাবশালী সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাত করেন ও তাদের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করতে বলেন। তিনি বলেন, "এটা বড় আশ্চর্য যে আমি আমেরিকার কঠিন সময়ে পেরিয়ে এসেছি। এখন একজন নতুন প্রেসিডেন্ট এসেছেন এবং আমাদের প্রার্থনা করা উচিত তিনি ইহুদী ও ইস্রায়েলের মঙ্গল করবেন।"

ট্রাম্প কয়েক মাস যাবৎ বলে আসছিলেন যে তিনি কয়েক দশকব্যাপী আমেরিকা ইস্রায়েলের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে একটু প্রশস্ত করতে চান আমেরিকান দূতাবাসকে তেল আভিভ থেকে জেরুজালেমে সরিয়ে নিয়ে। এতে করে ইস্রায়েল অধিকৃত এলাকায় অধিকতর ঘর বাড়ি নির্মান করার, সোচ্চার না হক, নীরব সমর্থন দেয়া

যাবে। কিন্তু হোয়াইট হাউস থেকে নির্গত বিবৃতি, যা এই সপ্তাহে মানে ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে বেড়িয়েছে তা থেকে জেরুজালেম এবং ওয়াশিংটন উভয় জায়গায় প্রেসিডেন্টের আসল অবস্থান সম্পর্কে অনিশ্চয়তা তৈরী করেছে —ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে তার উপস্থিতি বিস্তার করার জন্য ইস্রায়েল বর্তমানে যা পরিকল্পনা করেছে সে সম্পর্কে তিনি কি ভাবছেন সে সম্পর্কে। হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারী সীন স্পাইসার এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেছে "আমরা মনে করি না যে বর্তমান আস্তানা গুলি শান্তির পথে বিঘ্নস্বরূপ, কিন্তু নতুন বসতি স্থাপন বা বর্তমান বসতি প্রসার যা তাদের বর্তমান সীমাকে ছাড়িয়ে যাবে তা সেই লক্ষ্যপূরণে সহায়ক নাও হতে পারে।" হোয়াইট হাউসের একজন অজ্ঞাত পরিচয় আধিকারিক সকলকে সবিশেষ আর্জি জানিয়ে সমস্ত পক্ষকে একতরফা পদক্ষেপ নেয়া থেকে বিরত থাকতে বলেছেন, তার মধ্যে ঐ নতুন বসতি স্থাপন বিষয়টি আছে কারণ (মার্কিন) প্রশাসন ইস্রায়েল-প্যালেস্টাইন সংঘর্ষ অবসানে বিশেষ আগ্রহী। ট্রাম্প দায়িত্ব গ্রহণের পর এই প্রথম প্রশাসন প্রতিশ্রুত বসতি প্রশাসনের তাৎপর্য খতিয়ে দেখছেন। ইস্রায়েলী প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানইয়াহুর সরকার ঘোষণা করেছেন, তাঁরা ২০শে জানুয়ারী ২০১৭ থেকে ঐ এলাকায় ৫৫০০ বসত বাড়ি করবেন এবং অবৈধ আমোনা বসতি থেকে যে সমস্ত বসতকারীদের সম্প্রতি উৎখাত করা হয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণের জন্য সম্পূর্ণ নতুন বসতি স্থাপনের জন্যে তৎপর থাকবেন। দূতাবাস অবিলম্বে জেরুজালেমে স্থানান্তরিত করার জন্য বিভিন্ন নির্বাচন প্রার্থীর প্রচারের সময়ে দেয়া প্রতিশ্রুতি কখনও পূর্ণ না হওয়া এ সমস্তই সব পক্ষে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে, ট্রাম্প কি তাঁর অবস্থান বদল করেছেন?

ধর্মনিরপেক্ষ ও অতি গোঁড়া ইহুদীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মতপার্থক্য বিজড়িত এবং চূড়ান্ত বিচিত্র সমাজ নিয়েও ইস্রায়েল মধ্য প্রাচ্যের সর্বাপেক্ষা স্থিতীশীল দেশ। এখানে আছে মধ্য প্রাচ্য ও ইউরোপীয় বংশজ ইহুদী, এবং ইহুদী সংখ্যাগরিষ্ঠ ও আরব প্যালেস্টিনীয়দের মধ্যে বিভাজন। ইস্রায়েলের বিভক্ত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট-এর কারণে বিশাল জোট সরকার তৈরী হয়। তবুও সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি সুদৃঢ় অঙ্গীকার আছে। ইস্রায়েলের রাজনীতি কখন নিষ্ফল হয় না। এবং সে বারংবার তার দিশা পরিবর্তন করেছে। গত দুই দশকে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতাদের বাম-ঘেষা অর্থনীতির মডেল থেকে সরে ইস্রায়েল উদার বেসরকারিকরণের পথে হেঁটেছে। অর্থনীতির স্ফুরণ ঘটেছে কিন্তু উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের মধ্যে ফারাক বেড়েছে এবং নীচু তলার লোকের পক্ষে জীবন কঠিনতর হয়েছে। তরুণ ইস্রায়েলীদের পক্ষে নিশ্চিত স্থায়ী চাকুরী সংস্থান ক্রমশ কষ্টকর হয়েছে।

ইস্রায়েলের গাজা সীমান্ত বরাবর উত্তেজনা চড়তে শুরু করেছে,—অতি ভোরে হামাস রকেট আক্রমন চালালে ইস্রায়েল পাল্টা আক্রমন করে। ইস্রায়েল সেনা হামাস-জড়িত ভূখণ্ডে কম করে ছয় বার রকেট আক্রমণ চালিয়েছে। রাস্তায় গাড়ি কম দেখা গেছে এবং লোকজন আরো আক্রমনের ভয়ে বাড়িতে থাকছে। একজন উচ্চস্তরের হামাসজঙ্গী নেতা ইস্রায়েলকে এই উত্তেজনার জন্য দায়ী করে বলেছে এটা প্যালেস্টাইনের বিরুদ্ধে ইস্রায়েলের নতুন অপরাধ। ইসলামিক জিহাদ নামে অপর এক গোষ্ঠী বলেছে 'ইস্রায়েলী কার্যকলাপ-এর উত্তর দিতে হবে।' রাষ্ট্রসংঘ ১৫-০–র ভোটে ইস্রায়েলকে অধিকৃত এলাকা ছেড়ে দিতে বলায় পরিস্থিতি ঘোরালো হয়েছে। এখন দেখার ট্রাম্প কি করেন। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা অনায়ত্ত সংঘর্ষ চলছে। বিগত ১৯ বছর ধরে ইস্রায়েল গাজা ভূখণ্ড ও ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক অধিকৃত করে রেখেছে। ওয়েস্টব্যাঙ্ক ও গাজা ভূখণ্ডের অধিকাংশ প্যালেস্টিনীয় ও ইস্রায়েলী 'দুই-রাষ্ট্র' সমাধানের পক্ষে মত ব্যক্ত করেছে। ২০১৬-এর ২৩ শে ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ১৪ জন সদস্য ইস্রায়েলের সমলোচনা করে প্রস্তাব সমর্থন করেছে এবং দীর্ঘকালীন নীতি থেকে স'রে আমেরিকা এবার বিরোধীতা না করে অনুপস্থিত থেকেছে। প্যালেস্টাইনের মতিগতি, উদ্দেশ্য ও তার আচরণ সন্দেহজনক। অদ্ভুত আব্দার, তারা ইহুদীরাষ্ট্র সহ্য করবে না আর সারা দুনিয়া তা মেনে নেবে? গত ৭০ বছর ধরে প্যালেস্টিনীয়রা শান্তিপূর্ণ সমাধানের প্রস্তাব একের পর এক প্রত্যাখ্যান করেছে। দুঃখজনকভাবে তাঁদের মতিভ্রষ্ট কার্যকলাপ এখন কোন চুক্তি কার্যকর ক্রমশ: কঠিনতর করে তুলছে। ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৬ ইউ এন নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব এইরকমই একটি পরিণতির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে। যদি ইস্রায়েলের পাশাপাশি প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং তাকে মুছে না দেয়া লক্ষ্য হয় তা হলে সেই লক্ষ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে ঐ অসম ভোটাভুটি সত্ত্বেও। যে সমস্ত কূটনীতিকরা ছুটে গিয়েছিলেন এই প্রস্তাবকে প্রশংসা করতে— ভেনেজুয়েলার মত ঠগী দেশ যারা রাষ্ট্রসংঘে কোন বিন্দুমাত্র শুভেচ্ছা বা সদভিপ্রায় দেখায় না তাঁদের বাদ দিয়ে বলা যায়—তারা যেন প্রকৃত কি তারা অর্জন করল তা ভেবে দেখে। তারা যদি ইস্রায়েলের ছাল ছাড়াতে চায়, যা নাকি রাষ্ট্র সঙ্ঘের খুব বেশী সদস্যের দীর্ঘদিনের ইচ্ছা, তারা যদি তাঁদের বুক বাজাতে চায়, তারা প্রকৃত প্রস্তাবে মধ্যপ্রাচ্যের একমাত্র গণতান্ত্রিক দেশকে নিন্দা করেন। আসলে কিন্তু যারা সত্যই শান্তির সম্ভবনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় তারা পিছন দিকে অনেক খানি এগিয়ে গেছে, তারা আবার একবার প্যালেস্টাইনের ফাঁদে পা দিয়েছে।

তিনটে জিনিস এতদিনে পরিষ্কার হওয়া দরকার ছিল।

প্রথমত, ইস্রায়েলের বসতিস্থাপন প্রশ্নাতীতভাবে অতি বিতর্কমূলক বিষয়, মূল বিষয়টা হচ্ছে ইস্রায়েলের বৈধতাকে প্যালেস্টিনীয় ও তার সমর্থকদের দ্বারা অস্বীকার করা এবং স্থায়ী শান্তির লক্ষে সরল বিশ্বাসে কথাবার্তা চালানো। ১৯৪৭-৪৮ সালে যখন ইউ এন 'দুইরাষ্ট্র' সমাধান প্রস্তাব করে ছিল তখনও প্যালেস্টাইনের এই সংঘর্ষের মূল কারণ ছিল অসহিষ্ণুতা। এই অসহিষ্ণুতা ছিল ১৯৬৭, ২০০০-২০০১ এবং ২০০৮-এ, যখন প্রধানমন্ত্রী ছিল নেতানইয়াহু আমেরিকার অনুরোধে ২০০৯-১০-এ শান্তি আলোচনা স্থগিত রেখে ছিল এবং ২০১৩-১৪ সালে যখন আমেরিকার মধ্যস্থতায় দ্বিপাক্ষিক আলোচনা সরাসরি চালানো হয়েছিল। এই প্রত্যাখ্যান নীতির অজস্র সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে। এক অভাবিত সূত্র থেকে একটা অদ্ভুত মন্তব্য, (যা তখনও সত্য ছিল এখনও আছে) এসেছিল ২০০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত 'নিউ ইয়র্কার'-এ বলেছিল, "পি.এল.ও চেয়ারম্যান আরাফত 'দুই রাষ্ট্র' সমাধান-এর প্রস্তাব গ্রহণ না করায় আমার মন ভেঙ্গে গিয়েছিল কারণ তাতে আমেরিকা ২০০১ সালে সমর্থন জানিয়েছিল, ১৯৪৮ থেকে যতবার আমাদের আলোচনার টেবিলে কিছু প্রস্তাব আসে আমরা না বলি, তার পর আমরা বলি হ্যাঁ। যখন আমরা হ্যাঁ বলি তখন আর তা আলোচনার টেবিলে থাকে না। তখন আমাদের অন্য কিছু নিয়ে মোকাবিলা করতে হয় যাতে আমাদের আরো কম কিছুতে রাজি হতে হয়। আমরা কি সময় মত হ্যাঁ বলতে পারি না?"

ইস্রায়েলের প্রতিক্রিয়াকে গোঁয়াড়ের মত নিরন্তর মনোযোগ না দিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যরা প্যালেস্টাইনকে কেন জিজ্ঞাসা করে না, "তারা ব্যাখ্যা করুক কেন তারা সাত দশক ধরে উভয় পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য শর্তে সংঘর্ষ বিরতির নিষ্পত্তি এড়িয়ে চলেছে?"

দ্বিতীয়ত প্যালেস্টিনীয়রা কূটনৈতিক দৌত্য চালায়ে আলোচনার টেবিল এড়িয়ে বিষয়টিকে আন্তর্জাতিক সংঘর্ষের রূপ দেয়। তার ফলে তার স্বল্পমেয়াদী কিছু লাভ হয়, আরব লীগের বন্ধুদের সংগে নিয়ে সংখ্যার খেলায় মেতে ওঠে। (এছাড়াও অর্গানাইজেসন অব্ ইসলামিক কোঅপারেশন এবং জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের অত্যন্ত বেশী সংখ্যক রাষ্ট্রসঙ্ঘ সদস্যের দ্বারা অভ্যস্ত রাজনৈতিক সুবিধাবাদের কায়দা চালিয়ে যাওয়া দেশগুলির কথা বাদই দেওয়া গেল) অন্য দিকে ইস্রায়েলী নেতৃত্বের দৃঢ় ধারণা হয়েছে, এই মনোভাবের দরুন প্যালেস্টাইনের নেতৃত্বের সমাধান করার প্রকৃত আগ্রহ নেই, তারা চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। এতক্ষণে এটা

খুব পরিষ্কার, ইস্রায়েল ক্ষমতাশালী, এবং আরো ক্ষমতাশালী হয়ে উঠছে এবং ইস্রায়েল মাথা নুইয়ে দেবে চাপের কাছে এটা কাল্পনিক প্রমাদ মাত্র।

এবং তৃতীয়ত আন্তর্জাতিক সমাজের দায়িত্ববান সদস্যদের কি উচিত নয় এবার প্যালেস্টাইনকে থামতে বলা এবং কি করে শান্তি আসবে তা খতিয়ে দেখা?

মিশর ও জর্ডানের সঙ্গে ইস্রায়েলের স্থায়ী চুক্তি আছে। উভয় ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সঙ্ঘ দ্বারা তা হয়নি, হয়েছিল মুখোমুখি আলোচনা চালিয়ে। ১৯৬৭ সালে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধে অধিকৃত এলাকা অভূতপূর্বভাবে ইস্রায়েল ছেড়ে দিয়েছিল কিন্তু তা করেছিল যখন মিশর প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত এবং জর্ডান রাজা হুসেন ইস্রায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ বর্জন করার জন্য আন্তরিক আগ্রহ দেখিয়েছিল।

প্রতিটা নির্বাচনে প্রত্যক্ষ করা গেছে ইস্রায়েলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ 'দুই রাষ্ট্র' সমাধানের আগ্রহী। এবং একই সঙ্গে তারা প্যালেস্টাইনের আন্তরিকতায় সন্দেহভাজন। এবং কেন ইস্রায়েলের সন্দেহ থাকবে না? প্যালেস্টাইন কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট দুমুখো কথা বলেন, একবার দাবি করেন তিনি চুক্তি চান, এই পরক্ষণেই আক্রমন চালিয়ে উত্তেজনা ছড়ান, ইস্রায়েলী নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনায় বসতে অস্বীকৃত হন, ইস্রায়েলকে কূটনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করতে চান এবং গভীর ভাবে বিভক্ত জঙ্গী হামাস (ওয়েস্টব্যাঙ্ক) রাজনৈতিকবৃন্দের প্রধান হিসাবে নেতৃত্ব দেন।

এর মূল প্রোথিত আছে আদিম ইসলামী মানসিকতায় যা কখনও অন্যকে সহ্য করে না।

উপসংহার

ইহুদী জনগোষ্ঠীর অনন্যতা নিহিত আছে তার মূলের প্রতি নিষ্ঠায়। ব্যাবিলনের নির্বাসনের সময় থেকে উদ্বাস্তু ইহুদীরা একসূত্রে বাঁধা পড়েছে তাদের ধর্মীয় কৃষ্টিতে। প্রথমত তোরা, তালমুদ অবশ্য পাঠ্য হওয়ায় স্বাক্ষরতা আবশ্যিক হয়ে ওঠে। তারা চিরকাল ন্যায়বিচার, সামাজিক সাম্য ও শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। ইহুদীদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার হার সবসময়ে বেশী ছিল। ইউরোপের মূল অধিবাসী খ্রীষ্টানরা তাদের দূরে সরিয়ে রাখায় ইহুদীরা তাদের আপন সংস্কৃতি অনুধাবন করে এবং তাকে আঁকড়ে বেঁচে থাকে। এই ধারাবাহিক বিদ্যানুশীলন তাদের উন্নতির প্রথম সোপান।

দ্বিতীয়ত তারা বিভিন্ন দেশে থেকে যেমন ব্যাবিলন, গ্রীস, রোম, জার্মানি সব দেশের উন্নত সংস্কৃতিকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে ছিল। নিজের অস্তিত্ব রাখতে তারা অনেকবেশী পরিশ্রম করেছে এবং নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে তারা তাদের সর্বোৎকৃষ্ট মেধাকে কাজে লাগিয়েছে। সুখে স্থিতধী এবং দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনাই আজকের ইহুদীদের জিয়নকাঠি।

তৃতীয়ত, একদিকে, তারা নিজস্ব প্রাচীন ঐতিহ্যে শ্রদ্ধা দেখিয়েছে। ইহুদীরা কখনও তাদের ধর্মীয় আচার সর্বস্বতাকে প্রাধান্য দেয়নি, দিয়েছে তার অন্তর্নিহিত জ্ঞানান্বেষণ স্পৃহা ও সামাজিক ন্যায়ের প্রতি এবং আলাপ আলোচনা ও বিতর্কের মাধ্যমে বৌদ্ধিক সংস্কৃতির চর্চা করেছে। ফলত তারা তাদের সম্প্রদায়ের সংহতিকে ধরে রাখতে পেরেছে। অন্যদিকে, ক্রমশ বিকাশমান বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা এবং উদার, গণতান্ত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধ আত্মস্থ করেছে। ইহুদীরা তাদের নিজস্ব সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকে অবজ্ঞা করেনি। তাকে বুদ্ধিদীপ্ত বিজ্ঞানমনস্কতার আভরণ দিয়ে সাজিয়ে নিয়েছে। অলৌকিক অবাস্তব ও ক্ষেত্রবিশেষে অমানবিক প্রথা ও গোঁড়া আনুষ্ঠানিকতাকে দূরে সরিয়ে তারা শুধু মানবতা ও সারস্বত চর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে। আপন সংস্কৃতির উত্তম অংশগুলির সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকপ্রাপ্তির মসৃণ মেলবন্ধন ঘটিয়েছে। তারা তাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে মহীয়ান করার লক্ষ্যে অতীতের কোন অসম্ভব, অপ্রাকৃত সাফল্য ও অর্জনের দাবি জানায়নি। তার ফলে বুদ্ধিদীপ্ত আলোকপ্রাপ্ত যুব মানস ইহুদীদের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকেছে এবং পশ্চিমের জানালা খুলে মুক্তির বাতাস অবাধে ঢুকতে দিয়েছে। ইউরোপের অনস্বীকার্য আলোকায়ন থেকে দূরে সরে কোনও মানবগোষ্ঠী উন্নত হতে পারে না। এই সুদৃঢ় ঐক্য, মানবতাবাদী, বৌদ্ধিক, সুপ্রাচীন এই বিজ্ঞানচর্চা, পরিশ্রম, ঐকান্তিক নিষ্ঠা, আত্মতুষ্টির মনোভাবকে অস্বীকার করা, ব্যক্তি স্বার্থের বদলে সমষ্টিকে গুরুত্ব আরোপ ইহুদীরাষ্ট্র ইস্রায়েলকে বিশ্বসভায় এক অতি গুরুত্বপূর্ণ আসন দিয়েছে।

পরিশিষ্ঠ

পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার মাত্র ০.২ শতাংশ ইহুদী—প্রায় ১কোটি ৩৫ লক্ষ, তার মধ্যে ইস্রায়েলে ৫৭ লক্ষ, ইউএস-এ ৫৩ লক্ষ, রাশিয়ায় ও ফ্রান্সে ৫ লক্ষ, ব্রিটেনে ২,৮০,০০০, জার্মানীতে ২লক্ষ। তবুও ভ্যানিটি ফেয়ারের সাম্প্রতিকতম তালিকা অনুসারে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ১০০ জন মানুষের মধ্যে ৫১ জন ইহুদী। ফোর্বস এর বার্ষিক বিলিয়নেয়ার হিসাবে ৫০ জনের মধ্যে ১০ জন ইহুদী। অদ্যাবধি ৮০২ জন নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তাদের মধ্যে ১৬২ জন ইহুদী। ডাইস ম্যাগাজিন আলবার্ট আইনস্টাইনকে ১৯৯৯ সালে গত শতাব্দীর সেরা মানুষ বলেছেন। ছিলেন/আছেন। বেন বার্নঙ্ক —ইউ এস ফেডারেল রিজার্ভ'র প্রধান, র‍্যাম ইমানুয়েল—হোয়াইট হাউস চীফ অব স্টাফ; ডমিনিক স্ট্রাউসকান—আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার প্রধান, ডেভিড এ্যাক্সেলরড— হোয়াইট হাউস পরামর্শদাতা; এলেনা কাগান—ইউ এস সুপ্রিম কোর্টনমিনী; ইউএস—এর প্রথম মহিলা সলিসিটর জেনারেল; আরউইন কোটলার—কানাডিয়ান এমপি মাইকেল ব্লুমবার্গ—নিউইয়র্কের মেয়র ব্লুমবার্গ মিডিয়া কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা; বার্ণার্ড কুচনার—বিদেশ মন্ত্রী, ফ্রান্স

কথ গিনসবার্গ—ইউ এস-এর প্রথম মহিলা সুপ্রিম কোর্টের জাস্টিস

মার্ক জুকেরবার্গ—ফেসবুক প্রতিষ্ঠাতা

ল্যারিএলিমন—অর‍্যাকল প্রতিষ্ঠাতা

এলিউইসেল—বিখ্যাত লেখক নোবেল প্রাপক

রুথ আরনন—বায়োকেমিস্ট, মাল্টিপল স্লেরোসিস ওষুধ আবিষ্কর্তা।

স্টিভেন স্পিলবার্গ—বিখ্যাততম আমেরিকান ফিল্ম নির্মাতা।

জোনাথন স্যাকস—ইংলন্ডের প্রধান র‍্যাবাই।

জেফজুকার—এনবিসি ইউনিভার্সসাল এর সিইও।

জোসেফ লিবারম্যান—ইউ এস সিনেটর।

এরিক কান্টর—ইউ এস কংগ্রেসম্যান

রিচার্ড গোল্ডস্টোন—আন্তর্জাতিক আইনজ্ঞ

টমাস ফ্রিগম্যান—কলামলেখক পুলিৎজার পুরস্কার প্রাপক

হেইম সাবান—মিডিয়া ম্যাগনেট

সারিএ্যারিসন—মধ্যপ্রাচ্যে ধনীতম মহিলা। ব্যাঙ্ক অব হাপোলিসের মালিক।

মাজি মস্কোভিজ—ইউ এস বিশাল পুঁজিপতি

গিল মার্কাস—দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাঙ্কের গভর্নর

সার্গেই ব্রিণ—গুগল প্রতিষ্ঠাতা

ইয়েহুদী মেনুহিন—বেহালাবাদক

বার্ণাড হেনরীলেভি —দার্শনিক

ববডিলান—নোবেলপ্রাপক

আব্রামেভিজ—চেলসী এফ সিমনিকের মালিক

কোহেন—কমেডিয়ান সারা পৃথিবীতে ঘরে ঘরে বিখ্যাত।

লুসিয়ান ফ্রয়েড—জীবিত শিল্পী হিসাবে সব চেয়ে বেশী মূল্যে বিক্রি হয়েছে তাঁর ছবি।

স্পিনোজা—দার্শনিক

আলবার্ট আইনস্টাইন—বিখ্যাততম বৈজ্ঞানিক

কার্ল স্যাগান— বিখ্যাত বিজ্ঞান লেখক।

নীলস বোরস—ফিজিক্স নোবেল প্রাপক

রোল্ড হফম্যান—কেমিস্ট্রি নোবেল প্রাপক

ফ্রিৎস হ্যারার— কেমিস্ট্রি নোবেল প্রাপক

এডোয়ার্ডটেলার— পদার্থবিদ হাইড্রোজেন বোমার জনক

লিও সিলার্ড—আণবিক চেন রিএ্যাকশনের সম্ভাব্যতা প্রমাণ করেন ১৯৩৩ সালে

জোনাস সাক—প্যোলিও টীকা আবিষ্কর্তা

উডি অ্যালেন—ফিল্ম নির্মাতা

কুব্রিক—বিখ্যাত পরিচালক

ব্রকস— বিখ্যাত পরিচালক

পোলানস্কি—বিখ্যাত পরিচালক

স্টিলার —বিখ্যাত পরিচালক

স্পেলিং—বিখ্যাত পরিচালক

অলিভারস্টোন— বিখ্যাত পরিচালক

শিল্পী—

ফ্রিডাকাহলো—সুরিয়লিস্ট

মার্ক চ্যাগাল—পেন্টার

মডিগ্লিয়ানি— পেন্টার

ক্যামিলি পিসারো—ইএম্প্রসনিজম-এর জনক

এলিজাবেথ টেলর— অভিনেত্রী

অ্যালিসিয়াসিলভারস্টোন— অভিনেত্রী

গোল্ডা মায়ার—বিখ্যাত রাজনৈতিক নেত্রী

বেঞ্জামিন ডিস্রেলী—ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী

কার্লমার্কস— মার্কসবাদের জনক

সিসগমুণ্ড ফ্রয়েড—সাইকো এ্যানালিস্ট

লিও ট্রট্স্কি—বিখ্যাত রুশ রাজনৈতিক নেতা

চার্লস ডারউইন—অরিজিন অব স্পেসিজ এর লেখক

হেনরী কিসিং গার—মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব

পল নিউম্যান—অভিনেতা

হ্যারিসন ফোর্ড—অভিনেতা

নাটালি পোর্টম্যান—অভিনেত্রী

আলবার্ট মাইকেলসন—পদার্থবিদ নোবেল প্রাপক

গ্যাব্রিয়েল লিপম্যান — ”

জেমস ফ্র্যাঙ্ক— ”

গুস্তাভ হার্ৎস— ”

অটো স্টান—”

ইসিডোর আইজ্যাক র‍্যাবি—”

উলফগ্যাঙ পাউলি—”

ম্যাক্স বর্ন—”

লেভ ল্যাণ্ডাও—”

রিচার্ড ফিনম্যান—”

ডেনিসগ্যাবর—”

ফ্রিডম্যান—”

বরিস প্যাস্তারনাক—সাহিত্যিক নোবেল প্রাপক

সলবেলো—”

নাদিন গর্ডিমার—”

পল সম্যামুয়েলসন—অর্থনীতিবিদ নোবেল প্রাপক

কেনেথ অ্যারো—”

মিল্টন ফ্রিডম্যান—”

আরো অজস্র বিশ্ববিখ্যাত ইহুদীর নামোল্লেখ করা গেল না স্থানাভাবে।

—:—





তেল আভিবে নরেন্দ্র মোদী ও ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু
সত্তর বছরের প্রতীক্ষার অবসান